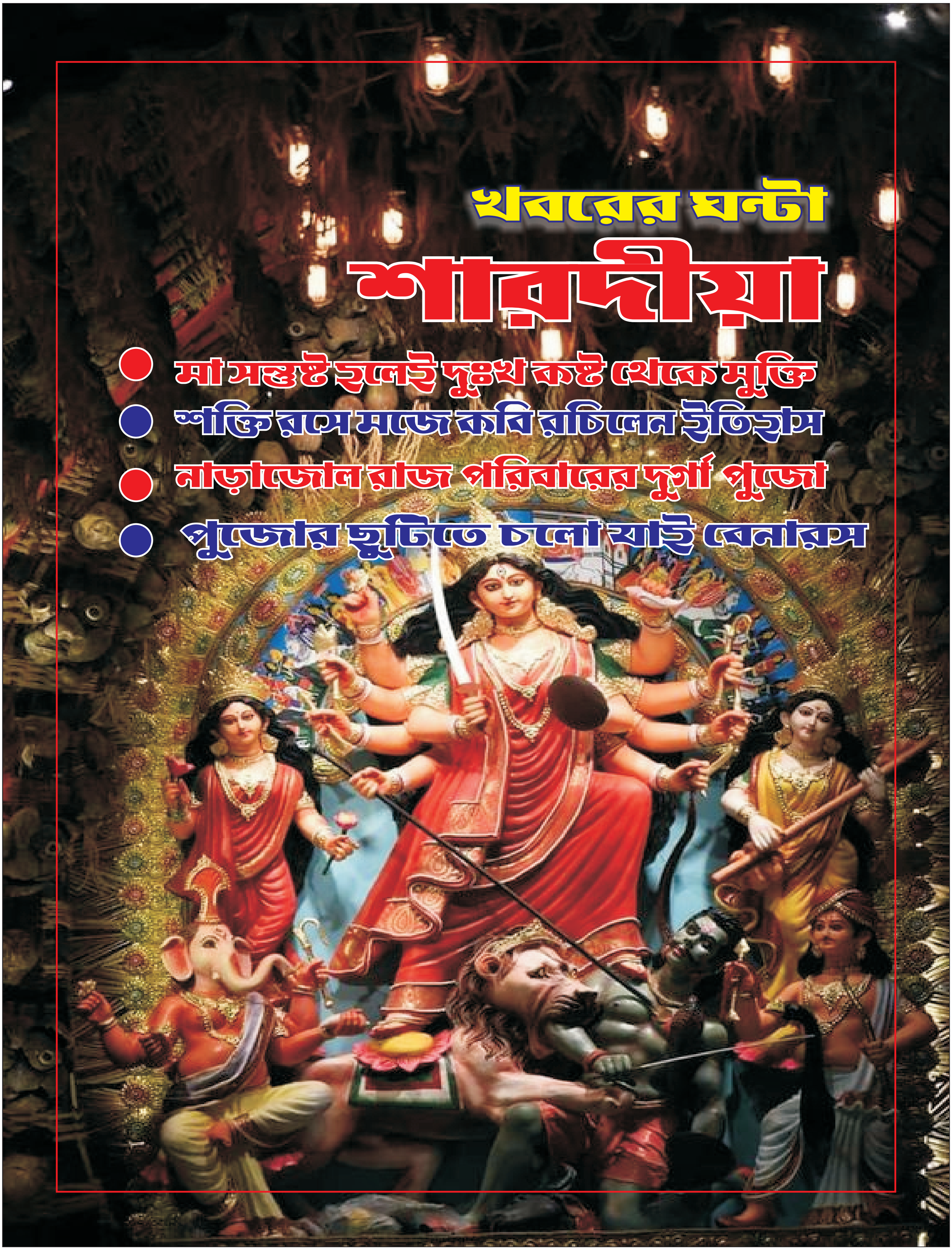

খবরের ঘন্টা
শারদীয়া
মা সন্তুষ্ট হলেই দুঃখ কষ্ট থেকে মুক্তি
শক্তি রসে মজে কবি রচিলেন ইতিহাস
নাড়াজোল রাজ পরিবারের দুর্গা পুজো
পুজোর ছুটিতে চলো যাই বেনারস

With Best Compliments From :~ R.S

Jayashree Barman

Cell No. 9749097283
8617698774
9733041076

JAYASHREE DECORATORS

CATERERS & AQUA

All kinds of decorating materials and general order supplier including Packaged Drinking Water

CHAMPASARI ROAD
NEAR SRI GURU BIDYA MANDIR SCHOOL
SILIGURI (W.B.)

HAPPY DURGA PUJA GREETINGS TO ALL :~

LIGHT UP YOUR LIFE WITH HPL LIGHTING

FOR MORE DETAILS CONTACT :

MR. ANUP ROY

MOBILE : 09903515803
E-Mail : anuproy@hplindind.com

HAPPY DURGA PUJA
&
DIWALI

Modern
REFRIGERATION & ENGINEERING WORKS

Specialised Best In Bakery &
Commercial Kitchen Equipemets

Factory: H.no,:585. Matigara Dryfishmarket,
Darjieeling Dist, Siliguri-734010

7654444232 / 9933332484

SILIGURI TERAI B.ED COLLEGE
&
SILIGURI PRIMARY TEACHERS' TRAINING COLLEGE
Recognised by NCTE, Ministry of HRD
Govt. of India
Affiliated to : WBUTTEPA & WBBPE
Admission Open for B.ED & D.EL.ED Course
Web : www.slgttc.com
E mail : slgtbc@gmail.com
CONTACT NO : 97350 61656
DUDHAJOTE, KHARIBARI - 734427
TERAI INTERNATONAL SCHOOL
Registration No : SO185236
HOSTEL ADMISSION FOR - CLASS V to VIII
DAY BOARDING FACILITY
FULL BOARDING FACILITY
TRANSPORTATION FACILITY
EXTRA CURRICULUM ACTIVITY
উত্তরবঙ্গের
একমাত্র বাংলা মাধ্যমের
DAY BOARDING এর
সুবিধাযুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
E mail : terai.tis@gmal.com
CONTACT NO : 75869 09494
DUDHAJOTE, KHARIBARI - 734427

NABH Certified
Entry Level SHCO

NORTH BENGAL'S LARGEST PRIVATE EYE HOSPITAL

Restoring Sight, Reviving Lives

THE HIMALAYAN EYE INSTITUTE

Jhankar More, Burdwan Road, Siliguri-734005, W.B.
Phone : 0353-2502500, 2502501, 2502502, 2502505
Mobile : 8900799992, 6297948854
thehimalayaneyeinstitute@gmail.com
www.himalayaneyeinstitute.com

Follow us on

SATELLITE CENTERS : BALAKOBA | JALPAIGURI | ISLAMPUR

OUR TEAM OF EXPERIENCED EYE SURGEONS

DR. ARONI CHAKRABORTY MS | DR. SNEHA BATRA MS | DR. SANGEETA D. GOSWAMI MS, VRF | DR. SHYAMAL SAHA MS | DR. SUPRATIK BANERJEE MS | DR. SWARUP KR. ROY MS, DNB | DR. SANDIPAN BANERJEE MS, FRCS

ALL TYPES OF EYE CARE SERVICES UNDER ONE ROOF

Cataract | Oculoplasty | Vitreo-retina | Squint | Contact Lens | Child Eye Care | Optical Diagnostic | Glaucoma | Pharmacy | Cafeteria | Lab | Low Vision Aids | Ocular Prosthesis

Bringing the world's best technology & treatment facilities

Constellation | 3D OCT | Visu Cam 500 (FFA) | Auto Refractor | Yag laser | Specular Microscope | HFA | Centurion Phaco

With Best Wishes From :~

SREE SREE ANANDAMAYEE KALIBARY

Founded by Charan Kabi Mukunda Das

Established in the year 1926

OUR SERVICES

Anandamayee Kalibary Atithi Niwas

Kalibari Road, Mahabirsthan, Siliguri-734004

(Furnished Conference Hall for Marriage & other ceremonies & Double Bed Room Attached and Non attached Dormitory Bed)

Anandamayee Kalibary Library

(Having huge stock of different type of Books with reading room for all without any fees)

Anandamayee Kalibary Free Coaching Centre

(Free special coaching to the Class-IX & X Bengali Medium Students)

Regular free medical checkup and Yoga for mother and child

Kalibary Road
Mahabirsthan
Siliguri-734004

Phone :
(0353) 2663285
2661898

With best compliments from :

SACHITRA GROUP OF COMPANIES

MANUFACTURING :

★ TARAI FOUNDRY WORKS PVT.LTD

M.S. STRUCTURALS & WIRE NAILS

★ SACHITRA ROLLING MILLS PVT.LTD.

M.S. ROD M.S. FLATS &

TORKARY BAR

MANUFACTURING :

★ SACHITRA STEEL INDUSTRIES (P) LTD

GREEN TEA FACTORY

★ CHOUDHURY TRADE & INDUSTRIES

HB WIRE, BLACK WIRE, WIRE NAILS

★ SACHITRA FOUNDRY & WIRE INDUSTRIES

C.I. CASTING

AGRICULTURE :

★ BASANTA AGRICO-

PLANTATION PVT.LTD.

RETAIL :

★ PAUL AUTOMOBILES

★ M&C IRON STORES

★ VIBGYOR ENTERPRISE

SILIGURI INDUSTRIAL ESTATE

SEVOKE ROAD,SILIGURI - 734001

74777 17100,01,02,03, 04,05,06,09, E-mail : mcislg2009@gmail.com

Happy Durga Puja Greetings to All :~

PH. 0353-2521927

MAA TARA DISTRIBUTORS

RETAIL COUNTER OF ALL STATE LOTTERY TICKETS

G.M. ROAD
BIDHAN MARKET
NEAR MURGI HATI, SILIGURI

সকলকে শুভ শারদীয়ার আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা

শারদীয়ার এই শুভক্ষনে প্রার্থনা করবো দীর্ঘজীবি হোক খবরের ঘন্টা। দিকে দিকে পত্রপত্রিকা প্রকাশের মাধ্যমে সাহিত্য-সৃজন বৃদ্ধি পাক। গল্প-কবিতা সহ অন্য লেখালেখির হাত পাকানোর মগজ খুলে দিক খবরের ঘন্টা। সকলে পুজোর দিনগুলোয় ভালো থাকুন। চারদিকে শান্তি বজায় থাকুক, দিকে দিকে মানুষে মানুষে সম্প্রীতির বন্ধন জোরদার হোক।

বিধাননগর ব্যবসায়ী সমিতি

বিধান নগর, শিলিগুড়ি, জেলা - দার্জিলিং।

সভাপতি ঃ	সহ সভাপতি ঃ	সম্পাদক ঃ	সহসম্পাদক ঃ	কোষাধ্যক্ষ ঃ
শিবেশ ভৌমিক	অজিত ঘোষ	সলিল সিং	দিলীপ সরকার	অভিজিৎ মন্ডল

কার্য্যকরী কমিটির সদস্য ঃ
প্রভাত মল্লিক, মনোরঞ্জন পাল, অরুন সাহা (মনা), গোবিন্দ সরকার, উৎপল ঘোষ, স্বপন পাল

সকলকে শুভ শারদীয়ার আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা

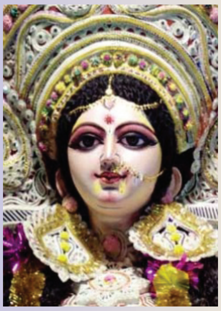

শিবেশ ভৌমিক

সভাপতি, বিধান নগর ব্যবসায়ী সমিতি
শিলিগুড়ি মহকুমা, দার্জিলিং।

হয়, তা কাজের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায়। কাজের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায়। জীবের ক্ষেত্রে আমরা এর প্রমাণ জানি এবং নিজের ভুক্তভোগী।

কিন্তু বৃক্ষ তরুলতা এদের ক্ষেত্রে মনের পরিবর্তন কেমন করে হয়? মন পরিবর্তন হলে তো চরিত্র পরিবর্তন হবে।এই কথাগুলোতো বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র নিজেও বলে যাননি। তবে গাছেরা যে কষ্ট পায় তা তিনি পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করেছেন।

গাছেরা যে কষ্ট পায় এবং তার মন পরিবর্তন করে সে সম্পর্কে আমি এখানে একটি বাস্তব উদাহরন তুলে ধরছি যা যে কোন বয়সের বৃক্ষ বা তরুলতার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

আমার ঘরের জানালা খুলতেই দেখতে পাই পাশের বাড়ির একটি আম গাছ।গাছটির বয়স আনুমানিক কুড়ি বছর। প্রতিবছর গাছটিতে প্রচুর আম ধরে। গাছটি বেশ বড়ই হয়েছে। ওই বাড়ির মালিক গাছের নিচে একটি চালা ঘর করবে বলে গাছের বেশ কয়েকটি ডালপালা কেটে দিয়েছে। মাঝের কান্ড ও পাশে আরো কয়েকটি শাখা অক্ষত ছিল। কয়েক শত আম ধরেছিল। গাছের কাটা অংশ দিয়ে দুদিন ধরে তরলকৃত রস বের হচ্ছিল। দশ বারো দিন পরে দেখতে পাই গাছের অপরিপক্ক ছোট আমগুলো আর নেই, সব মাটিতে পড়ে নষ্ট হয়েছে। এখন গাছে ঝুলছে মাত্র ৫/৬টি আম। প্রতিবছর এ গাছে অনেক আম দেখতে পেতাম। পাকা আম ঝুলে থাকতো গাছে । অনেক আম নিচে পড়ে যেত, পাখিরা খেত। ওই বাড়ির সবাই এর স্বাদ নিত। গোটা ঘটনা বিশ্লেষণ করে বুঝতে পেরেছি, গাছের শাখাগুলো কাটার জন্য গাছ যে কষ্ট পেয়েছে সেই কষ্ট আমের ডগাগুলোতে প্রভাব পড়েছিল। গাছটি ওর শাখা-প্রশাখা বিস্তার করা আমগুলোকে পুষ্টি দিতে পারছিল না। বৃক্ষের মনে কত কষ্ট হলে তার সন্তান সম ফলগুলোকে ধরে রাখতে পারে না---এসব বলে বোঝানো যাবে না। বৃক্ষের মনোবেদনার বাস্তব এই দৃশ্য প্রমাণ করে জীব এবং বৃক্ষের কষ্টের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। কষ্ট কেউ বুঝিয়ে বলতে পারবে না দেখাতেও পারবে না। সেজন্য বৃক্ষকে রক্ষা করবার জন্য আমাদের সচেতন থাকা উচিত যেমন আমরা আমাদের পরিবারকে দেখে রাখি। আজকের সভ্য যুগেও আমরা সবকিছু বুঝেও সচেতনতাকে বুঝতে চাই না।এর ফল হিসেবে পৃথিবী ধীরে ধীরে বিপর্যয়ের মুখে পড়ছে।

পদার্থের আভ্যন্তরীণ প্রতিক্রিয়া--- এ এমন এক সত্য যা কোন কালে কেউ উপেক্ষা করতে পারে না।

উদাহরণ ঃ আমরা জানি রেডিয়ামের (Ra)পারমাণবিক ওজন ২২৬ amu (এ্যাটমিক মাস ইউনিক)। আইনস্টাইনের সমীকরণ, $E = mc^2$ -এ m এর জায়গায় ২২৬ বসিয়ে দিলে এবং আলোর ওজন $c=3x10^{10}$ cm/sec ধরে নিলে রেডিয়ামের মোট শক্তি (E) হয় $2.031186704x10^{23}$erg. এই সমীকরণে পদার্থকে (m) আলোর গতিবেগ (c^2) দিয়ে গুন করলে m -এর অভ্যন্তরে যে প্রতিক্রিয়া হয়, তার উল্লেখ নেই এখানে। কিন্তু পরিপূর্ণ একীভূত তত্ব বা Complete Unified Theory থেকে পাই,

Internal functions of matter (m) → mc^2 Where, $\sigma'_e = \frac{m_e (m_0^2 - m_1^2)}{N_A \pi_e^2 m_1^2}$ and $m_0 = \frac{N_A^2 \sqrt{\sigma'}}{Ci\, c}$

$$E = \frac{N_A^2 \sqrt{\sigma'_e}\; c}{Ci} = 2.031186704 \times 10^{23} \text{ erg}$$ (Book page- 69)

But, Einstain Equation describe, $E = mc^2 = 2.031186704 \times 10^{23}$ erg

σ_e' = mass of populated photons at excited state, Ci = One Curie, N_A = Avogadro number, m_1 = mass of Alpha particle, m_e =mass of electron, π_e = Pi value at excited state.

আইনস্টাইনের সমীকরণ থেকে পাওয়া প্রাপ্ত ফল এবং পরিপূর্ণ একীভূত তত্ব থেকে পাওয়া ফলের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। মানুষ, জীব, বৃক্ষের দেহে আঘাত লাগলে তার দেহের অভ্যন্তরে এমনি প্রতিক্রিয়া হয়, কিন্তু তা আমরা অঙ্কের মাধ্যমে প্রকাশ করতে পারি না। বিজ্ঞান এখনো তেমন পর্যায় পৌঁছাতে পারেনি। তবে আত্মা ও মন একযোগে কর্ম করবার যে প্রেরণা দেয় যেখানে কাম,ক্রোধ, লোভ সব রয়েছে, সে কথা অঙ্কের মাধ্যমে আমি আমার গ্রন্থে উল্লেখ করেছি এবং বৃক্ষের ক্ষেত্রেও একথা সমভাবে প্রযোজ্য। আসলে মন হলো ভাবনার তরঙ্গ, দেহে যাই হোক না কেন, যাই ভাবি না কেন, মন বাহক হিসাবে আত্মার সাথে মিলিত হয়ে দেহ কোষগুলিকে উত্তেজিত করে একযোগে কাজ করে। এ সম্পর্কে শ্রীমদ্ভবগদগীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, '' মনই আত্মার বন্ধু। মনই আত্মার শত্রু। নিয়ন্ত্রিত মন বন্ধু। অনিয়ন্ত্রিত মন শত্রু।'' ভগবান আরও বলেছেন, '' উদ্ধরেদাত্মনাত্মনং নাত্মানমবসাদয়ে। /মোহগ্র আত্মৈব হ্যাত্মানো বন্ধুরাত্মৈর রিপুরাত্মনঃ ।।''

'মানুষের কর্তব্য হচ্ছে তার মনের দ্বারা নিজেকে জড় জগতের বন্ধন থেকে উদ্ধার করা। মনের দ্বারা আত্মাকে(নিজেকে) অধঃপতিত করা কখনই উচিত নয়। মন জীবের অবস্থা ভেদে বন্ধু ও শত্রু হয়ে থাকে।''(গীতা ৬/৫) । বৃক্ষের ক্ষেত্রেও একথা প্রযোজ্য।কি ভাবে কি হচ্ছে, বিস্তারিত রয়েছেগ্রন্থে। (লেখক নির্মলেন্দু দাসের বাড়ি শিলিগুড়ি হায়দরপাড়া শরৎপল্লীতে)

খবরের ঘন্টা

RNI NO WBBEN/2015/69355
Monthly Magazine
Vol. VI Issue-3
1st September-30th September 2022 **Durga Puja**
ষষ্ঠ বর্ষ-সংখ্যা-৩ শারদীয়া
২৯শে শ্রাবণ, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ
২৫শে সেপ্টেম্বর ২০২২ শারদীয়া

দাম ঃ ২০ টাকা

উপদেষ্টামণ্ডলী ঃ
করিমুল হক (পদ্মশ্রী তথা বাইক অ্যাম্বুলেন্স দাদা)
জ্যোৎস্না আগরওয়ালা (পরিবেশবিদ ও সমাজসেবী)
ডাঃ শীর্ষেন্দু পাল
গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য (লেখক)
গৌতমবুদ্ধ রায়
মনা পাল (শিল্পোদ্যোগী)
তরুন মাইতি (সমাজকর্মী)
রাজ বসু (ভ্রমণ গবেষক)
দীপজ্যোতি চক্রবর্তী (পরিবেশবিদ)
সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় (সমাজকর্মী)
ডাঃ জি বি দাস (স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ)
নির্মল কুমার পাল (হায়দরপাড়া স্পোর্টিং ক্লাব)
ভারতি ঘোষ (প্রখ্যাত টেবিল টেনিস প্রশিক্ষক)
সনৎ ভৌমিক (সমাজসেবী ও ব্যবসায়ী)
সামসুল আলম (শিক্ষক)
বিপ্লব সেনগুপ্ত (অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক এবং আইনজীবী)
সাজু তালুকদার (সমাজসেবী, বীরপাড়া)
নির্মলেন্দু দাস (কবি ও বিজ্ঞানী)
অশোক রায় (শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম, পন্ডিচেরী)

Editor : Bapi Ghosh
Sub Editor : Arpita Dey Sarkar
Cover : Sanjoy Kumar Shah
Laser Typing : Bapi Ghosh

Owner Bapi Ghosh, Printer Bapi Ghosh, Publisher Bapi Ghosh, Published from Matrivilla, Arabindapally Siliguri & Printed from Media Zone, Hakimpara (Ashrampara), Siliguri, Editor Bapi Ghosh

সম্পাদক ঃ বাপি ঘোষ। স্বত্তাধিকারী ঃ বাপি ঘোষ কর্তৃক মাতৃ ভিলা, অরবিন্দ পল্লী, শিলিগুড়ি থেকে প্রকাশিত এবং মিডিয়া জোন, হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি থেকে মুদ্রিত।

KHABARER GHANTA
Aurobinda Pally, Siliguri
e-mail : bapighosh300@gmail.com
Mobile : 98320-64424, 96418-59567 (Whatsapp)

এই পত্রিকায় প্রকাশিত যাবতীয় বিজ্ঞাপনের দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞাপনদাতার, দায়িত্ব পত্রিকার নয়। পত্রিকার লেখকদের মতামত নিজস্ব
সম্পাদক ঃ খবরের ঘন্টা।

সূচীপত্র

কাঁচা হাতের লেখায় জীবনের পাকা কথা.....মুসাফীর..................০৪
বার্ণেসে সতীমাতা জগদম্বা দুর্গাপুজো........উমেশ শর্মা...............০৫
শক্তিরুপেণ সংস্থিতা.................সুশ্বেতা বোস.........................০৭
জীবন দীপ জ্বালিয়ে রাখতে অক্লান্ত এক সেবক....কবিতা বণিক...০৭
বাংলা ও বাঙালির দুর্গাপুজো এবার সার্বজনীন হলো...................পার্থ চৌধুরী.................................১৩
করোনাকালে দুর্গাপুজোর অভিজ্ঞতা.............রিতু সূত্রধর...........২০
দেবী দুর্গতিনাশিনী.................অনিল সাহা...............................২১
আগমনীর আগমন.................অর্পিতা দে সরকার....................২২
মনের রোগ সম্পর্কে কিছু কথা.................তরুন মাইতি.............২৩
ঐতিহ্যমণ্ডিত আনন্দময়ী কালিবাড়ির পুজো.....ভাস্কর বিশ্বাস.....২৫
দুর্গার বাজার বেড়েছে, গণেশরতো খুব চাহিদা..আবীর কুমার পাল......২৭
পুজোর বুকিংয়ে ভিড়ে ঠাসা দার্জিলিং............বাপন মণ্ডল...........৩০
পুজোর সেবায় তৈরী হিলকার্ট রোড ব্যবসায়ী সমিতি...সনৎ ভৌমিক..৩১
দুর্গা যেখানে বৈষ্ণবী............স্বামী অখিলাত্মাপ্রিয় দাস.................৩২
ফটোগ্রাফি নিয়ে বিশ্বে নজির............তীর্থ দাশগুপ্ত.....................৩৩
বাঙালী হিসাবে গর্বিত............পরিতোষ চক্রবর্তী.......................৩৪
পুজোয় নতুন জামাকাপড় কিনি না............ভারতী ঘোষ.............৩৪
যখন দুর্গা বানানে ভুল হতো............অর্পিতা রায়চৌধরী.............৩৭
চা বাগানের পূজো............সোনালি সামন্ত...............................৩৭
যুদ্ধ বনাম শান্তি........................নির্মলেন্দু দাস..........................৩৮
এবার বিধাননগরে ব্যবসা ভালো হবে...শিবেশ ভৌমিক.............৪০
কাশের ফুলে ফুলে লাগুক দুর্গোৎসবের দোল-দোলা.............আনোয়ার হোসেন মিছবাহ.......................৪২
পুজোর এই উৎসবে বেকারত্ব কিছুটা কমে..অনিন্দিতা চট্টোপাধ্যায়......৪৫
গান নিয়েই আছি...........বিপ্লব সরকার.....................................৪৬

মা আসছেন...........রূপকথা চট্টোপাধ্যায়.................................৪৮
মায়ের পুজা করার অর্থ কি ?...........সজল কুমার গুহ................৪৯
মহানন্দার দূষণ উদ্বেগজনক...........জ্যোৎস্না আগরওয়ালা.........৫০
পরিবেশ রক্ষার বার্তা হায়দরপাড়ার পুজোর..নির্মল কুমার পাল...৫৫
ইউনেস্কোর বিচারে বিশ্বের অন্যতম
সেরা উৎসব দুর্গাপূজা...................................আশীষ ঘোষ.........৫৬
চম্পাসারিতে পুজোর থিম ইউক্রেনের
মেরিনস্কাই প্যালেস...................................দিলীপ বর্মণ.............৫৭
এবারের পুজোর মজা আলাদা..................বাপি ঘোষ..................৫৯
সকলকে শারদীয়ার শুভেচ্ছা.................মৃনাল পাল (মনা)........৫৯
পুজোর সময় স্বাস্থ্য শিবির.................নরেন ঘোষ......................৬০
পুজোর সময়ও সেবা.................করিমুল হক............................৬১
মা সন্তুষ্ট হলেই দুঃখ কষ্ট থেকে মুক্তি..স্বামী রাঘবানন্দ মহারাজ..৬২
উৎসবের মধ্যে স্বাস্থ্য শিবির.................নবকুমার বসাক............৬৩
বৃক্ষের মনোবেদনা জীব সম.................নির্মলেন্দু দাস................৬৩

ঃঃ কবিতা ঃঃ

অবসান...................................রিয়া মুখার্জী..............................২২
আগমনী...................................সুমিত্রা পোদ্দার........................৩১
গল্পের যত ছবিগুলি........................সুনির্মল চক্রবর্তী..................৩৫
শক্তিরূপিনী...................................গোপা দাস..........................৩৫
কে করবে এমন কাজ...................................মুকুল দাস.............৩৫
আসছ মাগো........................দুলাল দত্ত.....................................৪১
অনুযোগ........................সৌভিক দাস.......................................৪৬
শহরটাও হয়তো শুকিয়ে যাবে একদিন.....অলোক চক্রবর্তী........৪৬

ঃঃ প্রতিবেদন ঃঃ

পুজোর মুখে ক্ষুদ্র চাষীদের সার্বিক উন্নয়নের ব্যাপক প্রয়াস
শিলিগুড়ি মহকুমার খড়িবাড়ীতে..২৪
পুজোর সাজগোজে বাবুপাড়ার বিউটি পার্লার...........................৪৭
মেদিনীপুরে ঐতিহাসিক নাড়াজোল রাজ পরিবারের
দুর্গা পুজোর মজাই অন্যরকম..৫২
মহালয়াতে এবারও রক্তদান...৫৪
দুঃস্থ মহিলাদের মধ্যে শাড়ি বিতরণ ইলেক্ট্রো গ্রুপের...................৫৮
মাটিগাড়ায় মডার্ন রেফ্রিজারেটর..৫৯
শিলিগুড়ি দেশবন্ধু পাড়ায় চক্রবর্তী বাড়ীর পুজো........................৬০

ঃঃ বিশেষ রচনা ঃঃ

শক্তিরসে মজে কবি রচিলেন ইতিহাস...বাবলী দেব রায়.............১৪

ঃঃ ভ্রমণ ঃঃ

চলো যাই বেনারস........................অদিতি পি চক্রবর্তী................৩৬

ঃঃ অণুগল্প ঃঃ

ঘন্টাই অসুরদের দুর্বল করে..................বাপি ঘোষ.....................৬১

শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা

শিলিগুড়ি সাব-আর্বান লোকাল অ্যাসোসিয়েশন

দার্জিলিং ডিস্ট্রিক্ট-অ্যাসোসিয়েশন
ভারত স্কাউটস এ্যান্ড গাইডস্
খড়িবাড়ী, দার্জিলিং

উৎসবের মধ্যে স্বাস্থ্য শিবির

নবকুমার বসাক
(সুকান্ত নগর, শিলিগুড়ি)

সকলকে শুভ শারদীয়া। আমি শিলিগুড়ি সুকান্ত নগর সংহতি মোড় এলাকা থেকে বলছি। কাজের ফাঁকে সামাজিক ও মানবিক সেবা করতে ভালোবাসি। আমাদের স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন রয়েছে এন্ড স্মাইলিং ওয়েলফেয়ার সোসাইটি। সেই সোসাইটির মাধ্যমে চলবে আমাদের সামাজিক ও মানবিক কাজ।পুজো উৎসব পর্বে চলবে সেই কাজ। এরমধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, বিনামূল্যে স্বাস্থ্যপরীক্ষা শিবির। কোথাও কোনো ক্লাবের পুজো মন্ডপ চত্বরে জায়গা থাকলেই আমরা সেখানে স্বাস্থ্য শিবিরের আসর বসাবো।আসলে মানুষের সেবাই হলো দেবী মায়ের সেবা। পুজো শুরুর আগে আমরা শিশুদের মধ্যে নতুন জামাকাপড় বিলি করবো।মহিলাদের মধ্যেও কিছু শাড়ি বিতরনের ইচ্ছা রয়েছে। সারা বছর ধরেই আমরা বিভিন্ন সেবামূলক কাজ করি। উৎসবের দিনদুলোতেও তা থেকে সরে আমরা সরে আসছি না।

শুভ মহালয়ার পুণ্য তিথিতে আমাদের সংহতি মোড়ের বাড়িতে বহুদিন ধরে দুর্গা পুজো হয়ে আসছে। এবারেও তা হবে। মহালয়াতেই দেবীর নটি রুপের পুজো অনুষ্ঠিত হয়ে যাবে। সেদিন সন্ধ্যে থেকে শুরু হবে প্রসাদ বিতরন। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন এই থাকলো প্রার্থনা।

বৃক্ষের মনোবেদনা জীব সম

নির্মলেন্দু দাস
(শরৎপল্লী. হায়দরপাড়া, শিলিগুড়ি)

আচার্য জগদীশচন্দ্র বোস পরীক্ষা করে দেখিয়েছেন বৃক্ষের প্রাণ আছে।বৃক্ষ তরুলতা আমাদের চোখের সামনে বড় হয়ে ওঠে। বড় হয়ে ওঠার মধ্যেই রয়েছে সজীবতার লক্ষণ। বৃক্ষ তরুলতা যেই হোক না কেন, সবার বয়স হয়, বয়স বাড়ার সাথে সাথে দেহের ত্বকের রুক্ষতা প্রকাশ পায়। তখন ধীরে ধীরে বৃক্ষ ফুল দেওয়া বন্ধ করে এবং ফুল থেকে ফল উৎপাদনে ব্যর্থ হয়।জীবের মধ্যে যতরকম গুণ আছে, একটা বৃক্ষের মধ্যেও অনেকরকম গুণ রয়েছে। জীব তথা পশু পাখি মানুষ কীটপতঙ্গ যেই হোক, এরা কিন্তু সুসময়ে হাসিখুশি থাকে এবং সময় খারাপ হলে দুঃখ বা বেদনায় মন ভরে থাকে। দুঃখ কস্টের ঘটনাগুলো তেমন নয়। বেদনাকে প্রকাশ করা সহজ নয়। ধরে নেওয়া যাক আমি পড়ে গিয়ে ব্যথা পেয়েছি, সেখানে কতটুকু ব্যথা লেগেছে সেই পরিমাপটা কিন্তু সঠিকভাবে আমরা কেউ বলতে পারবো না। ব্যথার আভ্যন্ত্ন্রীণ প্রতিক্রিয়া কাউকে বোঝানো যায় না। এ প্রসঙ্গে বিজ্ঞান ভিত্তিক একটি আলোচনা করা যেতে পারে। আমরা জানি আইনস্টাইনের শক্তি উৎপাদনের সূত্র -- $E=mc^2$ এখানে

$m =$ পদার্থ, $c^2 =$ আলোর গতিবেগের বর্গ । $E =$ মোট শক্তি। অর্থাৎ আলোর গতিবেগ দিয়ে যখন পদার্থকে আঘাত করা হয় তখন শক্তি উৎপন্ন হয়। কিন্তু এই আঘাতের আভ্যন্তরীণ ক্রিয়া সম্পর্কে কেউ জানি না। বিজ্ঞানে এর কোন উত্তর নেই।আমি আমার গ্রন্থ ‘‘ Endless theory of the universe (Complete Unified theory), published by Lap Lambert ,২০১৪, Germany -তে এই বিষয়ে অঙ্ক করে প্রমাণ করেছি কিভাবে পদার্থের অন্তরে প্রতিক্রিয়াগুলো সম্পন্ন হয়।কষ্ট, বেদনা যে কেউ যেভাবেইপেয়ে থাকুন না কেন,তাকে সেই ভাবে প্রকাশ করা যায় না। যে ব্যথা পায় সেই জানে তার ব্যথটা কতখানি যন্ত্রণাদায়ক।জীবের অদ্ভূত এক সহনশীলতার পরিচয় পাওয়া যায় ব্যথা, বেদনা, কষ্টের মধ্য দিয়ে। দেহের অভ্যন্তরে থাকা আত্মা এবং মনের উপস্থিতির জন্য আমরা আমাদের চরিত্রকে গঠন করতে পারি। এ কথা লেখা আছে আমার প্রকাশিত ‘‘আত্মা ও মন’’(গাণিতিক বিশ্লেষণ) গ্রন্থে। ইংরেজিতে গ্রন্থটি বেরিয়েছে জার্মানি থেকে। এ এক অদ্ভূত সমন্বয়। সৃষ্টিকর্তার সুন্দর সৃষ্টি।বয়স কম বেশি বলে কথা নয়, সবার ক্ষেত্রে মন পরিবর্তনশীল।মন পরিবর্তন হলেই চরিত্র পরিবর্তন

মা সন্তুষ্ট হলেই দুঃখকষ্ট থেকে মুক্তি !

স্বামী রাঘবানন্দ মহারাজ
(সহকারি সম্পাদক, শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত আশ্রম ও মঠ, শিলিগুড়ি প্রধাননগর)

সকলকে শারদীয়ার শুভেচ্ছা। সবাই এই সময় আনন্দে আছেন।কারণ সকলের মধ্যে মা মানে দেবী দুর্গার অবস্থান রয়েছে।গত ১৯ সেপ্টেম্বর সোমবার স্বামী অভেদানন্দের জন্মতিথির দিনই ছিলো কৃষ্ণ পক্ষের নবমী তিথি। আর সেই নবমী তিথিতেই মা এর বোধন হয়েছে। নবমী তিথি থেকেই মা-র আবির্ভাব ঘটে। সেদিন থেকেই পুজো শুরু মায়ের। দশমীতে মা-র বিসর্জন। আর এই সময়েই অর্থাৎ নবমী তিথির সময়েই সকলের মধ্যে আনন্দ। নতুন জামাকাপড় কেনার আনন্দ। মা আসছেন।

মা চিন্ময়রুপী, মা শক্তিরুপিনী। মা তাঁর শক্তি দিয়ে এই জগৎ পরিচালনা করেন। মন্ত্রে আমরা বলি, যা দেবী সর্বভূতেষু শক্তিরুপেন সংস্থিতা। মা প্রত্যেক মানুষকে শক্তি দিয়ে থাকেন। আবার প্রত্যেক মানুষের মধ্যে মাতৃত্ব স্নেহ একটা থাকে। এই স্নেহটিও মায়ের।

মা আবার শান্তিময়ী ।যা দেবী সর্বভূতেষু শান্তিরুপেন সংস্থিতা। এই সংসারে শান্তি পাওয়ার জন্য আমরা দেবী দুর্গার কাছে প্রার্থনা করি। সবকিছু চৈতন্যরুপিনী। এই জগৎ সংসার দেবী দুর্গার। তাঁর সৃষ্টি সবকিছু। ব্রহ্ম এবং শক্তি, দুজনেই এ পিঠ আর ওপিঠ। জীবাত্মাগুলোর কি হয়, ধীরে ধীরে পরমাত্মার দিকে এগোয়। পরমাত্মা হল সেই শক্তি। তাই সংসার থেকে মুক্তি পেতে হলে মা এর কৃপা প্রয়োজন ।সংসারের দুঃষ্টকষ্ট থেকে একেবারে মুক্তি পেতে হলে দেবী দুর্গাকে সন্তুষ্ট করা প্রয়োজন। মা-কে সন্তুষ্ট না করলে কেউ জগৎ সংসার থেকে মুক্তি পাবে না। সেজন্যই দেবী মহামায়া। দেবী মায়ার রুপ ধরে প্রত্যেক মানুষের মধ্যে বিরাজ করছেন। মায়াতে বদ্ধ এ সংসার। তাইতো এই মায়ার সংসার থেকে মুক্তি পেতে সাধু সন্ন্যাসী মহাপুরুষেরা মা এর প্রার্থনা করেন। মা এর সাধনা করেন। সংসার থেকে মুক্তি পেতে হলে মাকে সন্তুষ্ট না করে কোনো কাজ হয় না।

আমরা দেখেছি, সংসারে যত বড় বড় যুদ্ধ হয়েছে মা দুর্গার পুজো করতে হয়েছে জয়লাভের জন্য। অর্থাৎ শক্তিকে যদি আমরা না রাখি কোনো কাজে উত্তীর্ণ হতে পারবো না। মহাভারতে যুদ্ধ শুরুর সময় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছিলেন, যুদ্ধ শুরু করার আগে তুমি মা দুর্গার কাছ থেকেঅনুমতি নিয়ে এসো। মা দুর্গাকে সন্তুষ্ট করো, তবেই সফলতা আসবে। মা দুর্গাকে সন্তুষ্ট না করলে যুদ্ধে জয়ী হতে পারবে না।

আমরা দেখেছি, রাবণ বধের আগে শ্রীরামচন্দ্র শরৎকালে স্বয়ং দেবী চন্ডী বা মহামায়াকে সন্তুষ্ট করেছিলেন। যা আমরা অকালবোধন বলেই জানি।

আমরা এই সংসারে লক্ষ্য করি জ্ঞান আর অজ্ঞান। ব্যাসদেব এতবড় জ্ঞানী ছিলেন, অথচ তিনিও স্বয়ং পুত্রশোকে কেঁদেছিলেন। কেন কেঁদেছিলেন, মায়ার জন্য। আসলে এই সংসার হলো জ্ঞান আর অজ্ঞানের আবরনে তৈরি। অজ্ঞান দ্বারা তাঁকে পাওয়া যায় না। সেজন্য জ্ঞানের প্রয়োজন। সংসারে অন্ধকার আর আলো দুটোরই প্রয়োজন। অজ্ঞানকে বাদ দিয়ে আলোর মহিমা বোঝা যায় না। অর্থাৎ জ্ঞান। জ্ঞান হয়ে গেলে সংসার থেকে জীবাত্মা মুক্তি পেয়ে যায়। কিন্তু মা করেন, আসলে তিনি স্বয়ং মহামায়াতো, মানুষগুলোকে সেই অজ্ঞানতার আবরনের মধ্যে ফেলে রেখে দেন। কিন্তু তারপরেও জীব কিন্তু থেমে থাকে না। ধীরে ধীরে জীবাত্মা এক জন্ম থেকে আর এক জন্ম, এভাবেই পরমাত্মার দিকে এগিয়ে চলে। এগিয়ে চলে মুক্তির দিকে। আর এজন্য সময়ের জন্য অপেক্ষা করতে হবে। ধৈর্য্য রাখতে হবে। এই যে অজ্ঞানতা থেকে জ্ঞানের দিকে এগিয়ে যাওয়া, দুঃখকষ্ট নামক মায়ার সংসার থেকে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য ধীরে ধীরে জীবাত্মগুলোকে যুদ্ধ করতে হয় আর এই যুদ্ধে জয়ী হওয়ার জন্যই মা দুর্গার কৃপা প্রয়োজন। মহামায়ার কৃপাতেই হয় মুক্তি লাভ। তাই দেবী দুর্গার পুজো নিষ্ঠা ভক্তির সঙ্গে করে তাঁর কৃপা প্রার্থনা করা প্রয়োজন।

সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। এই সময় খুব ডেঙ্গু হচ্ছে। সকলকে সতর্ক থাকা প্রয়োজন।সবশেষে জানাই, আগামী ২রা নভেম্বর শিলিগুড়ি প্রধাননগরে শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত আশ্রমে এবারে জগদ্ধাত্রী পুজো অনুষ্ঠিত হবে।

অমৃত—কথা

দুর্গা-স্তোত্র

মাতঃ দুর্গে! যুগে যুগে মানবশরীরে অবতীর্ণ হইয়া জন্মে জন্মে তোমারই কার্য্য করিয়া তোমার আনন্দধামে ফিরিয়া যাই। এইবারও জন্মিয়া তোমার কার্য্যে ব্রতী আমরা, শুন, মাতঃ, উর বঙ্গদেশে,সহায় হও।।

বীর মার্গপ্রদর্শিনি, এস! আর বিসর্জন করিব না। আমাদের অখিল জীবন অনবচ্ছিন্ন দুর্গা পূজা, আমাদের সর্ব্ব কার্য্য অবিরত পবিত্র প্রেমময় শক্তিময় মাতৃসেবাব্রত হউক, এই প্রার্থনা, মাতঃ, উর বঙ্গদেশে, প্রকাশ হও।।

—শ্রীঅরবিন্দ

সম্পাদকীয়

মা-এর ঘন্টা

আবারও ঘন্টা বাজছে। মা আসছেন। করোনাকে প্রায় বিদায় দিয়ে মা আসছেন! যদিও মা এর সঙ্গে ডেঙ্গু রয়েছে এবারও। মা খুশির বার্তাও নিয়ে আসছেন, কলকাতা তথা বাংলার পুজো এখন বিশ্বজনীনতার স্বীকৃতিতে রুপ নিয়েছে। ইউনেস্কোর স্বীকৃতি নিয়ে হইচই সর্বত্র। সেপ্টেম্বরের শেষে,অক্টোবরের শুরুতে একেবারে মেঘে ভেসে মা আসছেন! পুজোর মধ্যে বৃষ্টির ভ্রুকুটি দেখতে পাচ্ছেন আবহাওয়াবিদরাও। মা আসছেন, বছর বছর আসেন, তাই খুশির হাওয়া বাংলার সব মানুষের মনে। বাঙালি, বিহারি, মারোয়াড়ি, পঞ্জাবি, নেপালি,গুজরাটি, মারাঠি, তামিল, ওড়িয়া মা সকলের। হিন্দু,মুসলিম, খ্রিষ্টান, জৈন, বৌদ্ধ--- মা সকলের। মা বিশ্বজনীন, জগদ্ধাত্রী। পরম শক্তিরুপিনী মা। মা পরম স্নেহময়ী। মা সকলের অন্তরে বিরাজ করেন। মা সকলের আত্মার আত্মা, পরম আত্মা। মা পরমা প্রকৃতি। অন্ধকার থেকে আলোর পথে যেতে , অসৎকে ধ্বংস করার আহ্বান জানাতেই শ্রীরামচন্দ্র এই মায়ের পুজো করেছিলেন। রাবণ বধ করতেই শ্ররামের সেই সাধনা। সেই মা আসছেন। আজও সংসারে একদিকে অন্ধকার, দুর্নীতি চারদিকে ছেয়ে গিয়েছে। প্রতিটি স্থানে দুর্নীতি। সৎ,সাধারণ নিরীহ মানুষ দুর্নীতিবাজদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ। তাপদাহে সকলে দগ্ধ। জিনিসপত্রের চরম মূল্যবৃদ্ধি ঘটেছে। অনেকের চাকরি নেই। লেখাপড়া শিখে অনেকেই বেকার বসে রয়েছে। শিল্পকারখানা নেই। চাকরির অবস্থা ভীষন খারাপ। অবসাদের ঘন্টা আরও বিশৃঙ্খলার ডেকে আনছে সামনে। পরিবেশ ভয়াবহভাবে দূষিত। করোনা মহামারী বিরাট ধাক্কা দিয়েগেলেও এখনও আমাদের সেভাবে শিক্ষা হয়নি। কেননা, পরিবেশ সম্পর্কে আমরা এখনও সেভাবে সচেতন নই। ডেঙ্গু সহ আরও রোগ ছড়িয়ে পড়ছে। মৃত্যু-ঘন্টা কিন্তু অহরহই বেজে চলেছে। তবুও আমরা সচেতন নই। তবুও এরমধ্যেই মা আসছেন! আর এরমধ্যেই খবরের ঘন্টা এবারেও প্রকাশ করছে শারদীয়া। যারা লেখা দিয়েছেন তাদের প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা। যারা বিজ্ঞাপন দিয়েছেন তাদের কথা অবশ্যই উল্লেখ করতে হয় ।বিজ্ঞাপনদাতাদের সহযোগিতাতেই এই পত্রিকা প্রকাশে সাহস এসেছে। সব পাঠকের প্রতি রইলো শারদীয়ার শুভেচ্ছা। সকলে ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন।

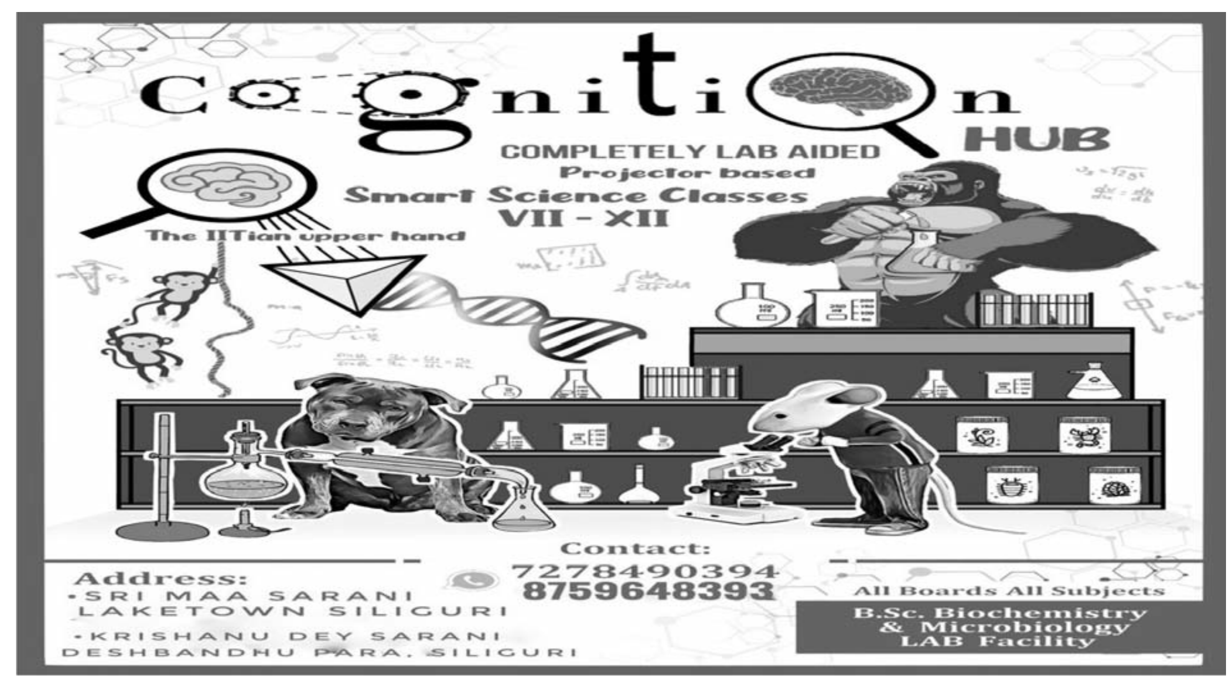

কাঁচা হাতের লেখায় জীবনের পাকা কথা--২০

(আয়ুর এই পড়ন্ত বেলায় যখন জীবনের ফেলে আসা দিনগুলির দিকে ফিরে দেখি তখন দেখতে পাই মানুষের এক বিশাল সমাবেশ। এই ধরনের মানুষের মধ্যেই এমন কয়েকজন রয়েছেন যাদের ব্যক্তিত্ব আমায় তাঁদের ঘনিষ্ট সম্পর্কের দিকে আকর্ষিত করেছে। সেই সব মানুষরা নিজের নিজের ব্যক্তিত্বে উজ্জ্বল এবং স্ব-ভাস্বর। নিজেকে খুব ধন্য মনে হয় যে কোনও যোগ্যতা না থেকেও এদের সংস্পর্শে আসতে পেরেছি। এদের নিবিড় সান্নিধ্য আমার অপূর্ণতাকে পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হওয়ার অস্পৃহাকে কথা দিয়েই তাদের ছবি আঁকার চেষ্টা করছি। অনেকটা গঙ্গা জলে গঙ্গার পুজো।---মুসাফীর)

(গত স্বাধীনতা দিবস সংখ্যার পর)

ঋষি ভেবে পায় না--পরের দিন যাঁর মেয়ের জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান হতে চলেছে এবং অনুষ্ঠানের অন্যতম পুরুষের সাথে এত কথা এত আলোচনা , একবারের জন্য কোনরকম এমন শব্দের প্রয়োগ করলেন না যাতে মনে হতে পারে উনি বিষয়টিকে গুরুত্ব দিচ্ছেন। এত নির্লিপ্ত --এত নৈব্যক্তিক, এই না হলে মাতাজীর সবচাইতে নির্ভরযোগ্য ও কাছের মানুষ আনন্দস্বামী বা সর্বজনপ্রিয় দাদাজী।

পরের দিন ঋষি ভোর রাতে স্নান করে টাওয়েল জড়িয়ে সবে বাথরুম থেকে বেরিয়েছে এমন সময় রেবতী এসে উপস্থিত। তার সাজসজ্জা দেখে ঋষি বলে, ওহ মাই গড! একেবারে চেনাই যাচ্ছে না, আমিতো কাহিল হয়ে যাচ্ছি এমন সেজেছো যে চোখ ফেরানোই যাচ্ছে না। আমাকে দেখে তোমার এই অবস্থা ম্যাডামকে দেখলে কি করবে। ধুতিটি পরে নাও--উত্তরীয়টি আমি পরিয়ে দেব। ধুতি পরতে হবে শুনে ঋষি খুব অসহায় বোধ করে বলে অন্য কিছু দাও আমি ধুতি পরতে পারি না। তাও আবার আন্ডারওয়ের ছাড়া, অসম্ভব পারবো না প্লীজ অন্য ব্যবস্থা করো। কয়েক মুহূর্ত রেবতী একটু ইতঃস্তত করে -- স্টেডি হয়ে বলে , সময় নষ্ট করা যাবে না আমি তোমার বন্ধু ও সখী , আমার উপরে দায়িত্ব তোমাকে নিয়ে যাওয়ার। আমি ধুতি পরিয়ে দিচ্ছি। ঋষি কিছু বলতে যাচ্ছিল রেবতী তার হাত দিয়ে মুখ চেপে ধরে বললো, প্লীজ লেট মি ফিনিস মাই ডিউটি। দ্রুত হাতে কয়েক মিনিটের মধ্যে ধুতি পরিয়ে গায়ে উত্তরীয় পরিয়ে দিলো। ঋষি মনে মনে মাতাজীকে প্রণাম জানালো--ধন্য তোমার উত্তরন আশ্রম। ধুতি পরাতে গিয়ে রেবতীর হাতে ঋষির পুরুষাঙ্গের স্পর্শ খুব স্বাভাবিক ভাবে লাগলো, রেবতীর কোন বিকার দেখা গেল না। চন্দনের টিপ পরিয়ে ঋষিকে রেবতী প্রণাম করে বললো, আমার ভালবাসাকে দেহগত মনে করলে তাঁকে চরম অসম্মান করা হবে। চলো এগুনো যাক। যজ্ঞস্থলে আশ্রমের বেশ কয়েকজন বয়স্ক আশ্রমিক বসেছিলেন সবাইকে নমস্কার জানিয়ে ঋষি তার নির্ধারিত আসনে বসলো, পাশে রেবতী দাঁড়িয়ে রইল। আকাশে সবে রং লেগেছে এমন সময় সিঁড়ি দিয়ে অনন্যা ও তাঁর সাথে একটি অল্প বয়েসী ফুটফুটে মেয়ে নামার জন্য এসে দাঁড়াল। কয়েক ধাপ সিঁড়ি ভেঙ্গে যজ্ঞস্থলে নামতে হয়। সবাই উঠে দাঁড়াল ঋষি পরম বিস্ময়ে অনন্যার দিকে তাকিয়ে রইলো।এতো চেনা অনন্যা নয়-- এ নারী যে সম্রাজ্ঞী চর্তুদিক আলোকিত হয়ে গেছে।তার দিকে তাকিয়ে হাসলো এযে অবিকল তার অনেক চেনা-- অনেক দিনের আকাঙ্খিত শ্রীরাধিকা। মনে হলো তার ঠোঁট দুটি নড়ে উঠলো--ঋষি তার কানের কাছে শুনতে পেল স্বপ্নে দেখা ও শুনা সেই স্বর, কি এবার বিশ্বাস হলো তো,কথা দিয়েছিলাম তোমার কাছে ধরা দেব-- তোমার হবো,কথা রাখলাম। ইতিমধ্যে অনন্যা নিচে নেমে এসেছে। ঋষি আবার হারিয়ে যাচ্ছে বুঝতে পেরে রেবতী উত্তরীয় ঠিক করে দেবার অছিলায় ঋষিকে স্পর্শ করলো--পিঠে একটু চাপ দিলো। ঋষি ফিরে এলো-- তার এতক্ষনের আবেশটি কেটে গেলো। এদিকে আকাশে রঙের খেলা শুরু হয়েগেছে। মাতাজী এসে গেলেন সবাই তাঁকে প্রণাম করলো ঋষি ও অনন্যাও প্রণামকরলো। মাতাজী ঋষিকে খুব আদর করে তার মস্তক চুম্বন করে বললেন, আমার শ্রেষ্ঠরত্ন আজ তোমার হাতে সঁপে দিচ্ছি এর রক্ষনাবেক্ষন করো যত্ন নিও। তোমরা দুজনেই নতুন যুগের দিশারী-- অন্যের জন্য তোমাদের এই জন্ম। আশা রাখি তোমরা এ দায়িত্ব পালনে সক্ষম হবে। খুব সুন্দর ও ভাবগম্ভীর পরিবেশে এনগেজমেন্ট অনুষ্ঠানটি শেষ

ঘন্টাই অসুরদের দুর্বল করে

বাপি ঘোষ

রাবন চন্দ রাবনের মতোই যেন। সকাল সকাল মোবাইলে তাঁর ফোন বাজলো।

--'স্যর, আপনার পেমেন্টটা নিয়ে নিলেন। দশ পিস চেয়ারের অর্ডার ছিলো। দশ হাজার টাকা অনলাইনে পেমেন্ট হয়ে গেলো। ডুয়ার্সে আমার হোটেল। পুজো এসে গেলো। সব পর্যটক আসবে। পেমেন্ট নিয়ে নিলেন। এখনও চেয়ার দিলেন না? '

--'হুমম। চিনি না তোকে।'

--' চিনি না মানে।সেদিনতো শিলিগুড়িতে চেয়ারগুলো অর্ডার দেওয়ার সময় বেশ খাতির করলেন। চা খাওয়ালেন। এখন পেমেন্ট হওয়ার পর বলছেন চিনি না। কেমন লোক আপনি!'

--' কেমন লোক মানে।আমি রাবন চন্দ। রাবনকে চিনিস? রাবনের মতোই কাজ করি। চেয়ার হবে না। পেমেন্ট পেয়ে গেছি। দেবো না চেয়ার। যা পারেন করে নে!'

ডুয়ার্সের মালবাজার থেকেফোন করতে থাকা হোটেল ব্যবসায়ী ইন্দ্রনাথবাবু বেশ চিন্তায় পড়লেন। বেশ ভদ্রলোক ইন্দ্রনাথ ব্যানার্জী। কলকাতা থেকে উত্তরবঙ্গের পর্যটন বিকাশের স্বার্থে মালবাজারে হোটেল খুলেছেন। পুজোর আগে কাজের চাপ প্রচন্ড। চারদিক থেকে প্রচুর পর্যটক আসছেন।

তিনি আবারও রাবন চন্দকে বললেন,

---'দাঁড়ান , আপনার ছেলের কাছে অভিযোগ করবো আপনার নামে। আপনার ছেলের সূত্রেই আপনার সঙ্গে পরিচয়। ছেলেতো খুব ভালো।'

---'ধ্যুৎ, ছেলেকে অভিযোগ করে কি হবে? ও আমার ঘন্টা করবে। একটা বালও ছিঁড়তে পারবে না।'

--'কিন্তু আপনার ছেলেতো সাংবাদিক। কলমে বেশ জোর আছে। '

--'বললামতো ওসব ঘন্টা করবে। আমি রাবণ। কলম সব ভোঁতা হয়ে গিয়েছে। গণতন্ত্র বলে কিছুনেই। এখন চারদিকে রাবণরাজত্ব। রাম রাজত্ব নেই বুঝলি যে সব সৎ। আমার রাজ্য, আমার দেশ, আমার বিশ্ব--- ভোগের বিশ্ব, বুঝলি?!!'

--'কিন্তু আপনার ছেলে মানে রাম চন্দতো বেশ সৎ। '

--'ওর যুগ নেই। এখন আমার যুগ, মানে রাবণ, মানে কলি , মানে অন্ধকার যুগ। আমি সব খাবো। তোকে খাবো। যা খুশি তাই করবো। আমার ছেলেকেও খাবো। ছেলেকে বলে কি হবে, ঘন্টা করবে? '

ইন্দ্রনাথবাবু ফোনটা কেটে রাম চন্দকে সব বললেন। রাম চন্দ সব শুনে বললেন, ' জানিতো দাদা, সব অন্ধকার বুঝলেনতো। আলোর জন্য ঘন্টা বাজাতে হবে। ঘন্টা বাজিয়ে মনের ভিতরে সব জাগিয়ে তুলতে হবে। তবেই দেবী জাগবেন সকলের অন্তরে। অসুর শক্তির বিনাশ হবে। আর চাই ধৈর্য্য। জয়তু দেবী দুর্গা। দেবীর শক্তি ও কৃপাতেই সব রাবন বধ হবে। দেবী দুর্গার বাম হাতে থাকে ঘন্টা।পুরানে কথিত আছে, দেবরাজ ইন্দ্রের বাহন ঐরাবত দেবী দুর্গাকে এই ঘন্টা দিয়েছিলেন। ঘন্টার ধ্বনি অসুরদের তেজকে দুর্বল করে। তাই ঘন্টা বাজিয়ে চলুন। ইতিবাচক ভাবনা নিয়ে চলুন।আর সময়ের অপেক্ষা করুন। ওম জয় জয় দেবী দুর্গা, জয় দেবী দুর্গার জয়- দেবী দুর্গা, নমস্তস্যে নমস্তস্যে, নমঃ নমঃ।'

পুজোর সময়ও সেবা

করিমুল হক

(পদ্মশ্রী, বাইক এম্বুলেন্স দাদা)

সকলকে শুভেচ্ছা। সারা বছর ধরেই মানুষের সঙ্গে আছি। পুজোর সময়ও আছি। আমি সেই সময় বিশেষ টিম গঠন করছি। আমার স্বেচ্ছাসেবীরা ক্রান্তি রাজাডাঙা গ্রাম এলাকাতে কাজে নামছে। থাকছে সেই সময় আমার বিশেষ এম্বুলেন্স। থাকছে আমার সেবামূলক গাড়ি। সবসময় সেই সব গাড়ি বা এম্বুলেন্সের মাধ্যমে আমরা পুজো দর্শনার্থী বা সকলকে সেবা। এটা একটা উৎসবে।এই উৎসবে সামিল গোটা বাংলা। তাতে আমিও যোগ দিচ্ছি। পুজোর সময় কত মানুষ রাস্তাঘাটে সমস্যায় পড়ে । তাদের সঙ্গে আছি আমরা। পুজোর দিনগুলোতে অনেক শিশু আনন্দে থাকতে চায়।সব শিশুই এই সময় নতুন জামাকাপড় পড়তে চায়।কিন্তু টাকার অভাবে তারা অনেকেই নতুন বস্ত্র কিনতে পারে না। তাদের পাশেও রয়েছি আমরা। আমি চাই পুজোর সময় সর্বত্র বজায় থাকুক সম্প্রীতির পরিবেশ। সবাই ভালো থাকুক।

শিলিগুড়ি দেশবন্ধু পাড়ায় চক্রবর্তী বাড়ির পুজো

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ শিলিগুড়ি দেশবন্ধু পাড়ায় চক্রবর্তী বাড়ির পুজো এবারেও হচ্ছে নিষ্ঠার সঙ্গে। বিগত দুবছর করোনার জন্য এইপুজো সেভাবে হয়নি। শিলিগুড়ি দেশবন্ধু পাড়ার অবনঠাকুর সরনিতে এই পুজো হয়। শতাধিক বছরের পুরনো পুজো এটি। বাংলাদেশের ঢাকা বিক্রমপুরের বগোড়া গ্রামে এই পুজো হোত। শিলিগুড়ি দেশবন্ধুপাড়ার বাসিন্দা তথা বিশিষ্ট সমাজসেবী ও পরিবেশবিদ দীপজ্যোতি চক্রবর্তী এই পুজো সম্পর্কে বলেন, ' ১৯০৪ সালে আমাদের পরিবারের পূর্বপুরুষেরা অনেকেই চলে আসেন ঢাকা থেকে। অনেকে আবার ঢাকা বিক্রমপুরেই থেকে যান। তারা সেই পুজো করতে থাকেন। পরে কলকাতার ভদ্রেশ্বরে এই পুজো শুরু হয়। তারপর আবার পুজো বন্ধ হয়ে যায়। আমি আমার ঠাকুরদার ডায়েরি থেকে জানতে পেরেছি, একসময় বাংলদেশে এইপুজো হোত নিষ্ঠার সঙ্গে। পুজোর প্রসাদ পেতেন তিন থেকে সাড়ে তিন হাজার গ্রামের মানুষ। পুজোয় মহিষ বলির প্রথা ছিলো। বিরাট নাট মন্দির ছিলো বাংলাদেশে। যদিও সেই নাটমন্দির এখনও রয়ে গিয়েছে। সেই বন্ধ হয়ে যাওয়া পুজোই আমরা আবার সাত বছর আগে শুরু করেছি শিলিগুড়ি দেশবন্ধুপাড়ার অবনঠাকুর সরনিতে। " দীপজ্যোতিবাবুর স্ত্রী তথা নৃত্য শিল্পী শ্রাবনী চক্রবর্তী এই পুজো সম্পর্কে বলেন, '' রামকৃষ্ণ মিশনের মতে নিষ্ঠার সঙ্গে এইপুজো হয়। তিস্তা থেকে মাটি এনে কুমোরটুলিতে দেওয়া হয় প্রতিমা নির্মানের জন্য। সাত নদীর জলতো পাওয়া যায় না। তাই তিস্তা, মহানন্দা ইত্যাদি নদীর জল সংগ্রহ করে এনে মাকে স্নান করানো হয় পঞ্চমীর সকালে। পঞ্চমীর সন্ধ্যেয় মা এর বরন হয় পান, হলুদ, বাতাসা দিয়ে। মহা পঞ্চমীতে আমাদের পুজো মন্ডপ চত্বরে ফ্যাশন শো অনুষ্ঠান হয় শিশুদের নিয়ে। তার বিষয় থাকে, দেবী দুর্গা ও তার পরিবার। এর পাশাপাশি চন্ডী পাঠ, নৃত্য, সঙ্গীত সহ বিভিন্ন অনুষ্ঠান হয় ষষ্ঠী থেকে দশমী পর্যন্ত। প্রতিদিন পুজোতে ভোগ নিবেদন করা হয়। দশমীতে পান্তাভাত এবং কচু শাক মাএর কাছে নিবেদন করে ধুনুচি নাচের মাধ্যমে মাকে বিদায় জানানো হয়।পুজো পর্বে সকলেই নিরামিষ খাবার গ্রহন করেন। " দীপজ্যোতিবাবু এবং শ্রাবনীদেবী তাদের পুজোতে সকলকে আমন্ত্রন জানিয়েছেন। তারা পুজোর মাধ্যমে সকলের কাছে পরিবেশ রক্ষার আবেদন করেন। পুজোকে ঘিরে অনেক সামাজিক কাজও হয়।

পুজোর সময় স্বাস্থ্য শিবির

নরেন ঘোষ

(সভাপতি, ৭ নম্বর মন্ডল সভাপতি, বিজেপি শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা)

সকলকে শারদীয়ার শুভেচ্ছা। আমি বিজেপির শিলিগুড়ি পুরসভার অধীন ৩৯ নম্বর ওয়ার্ড থেকে বলছি। পুজোর সময় আমাদের কিছু জনসেবা কাজ অব্যাহত থাকবে। যেমন ৩৯ নম্বর ওয়ার্ডেই আমরা একটি স্টল বসাবো। তারমাধ্যমে মানুষের পাশে থাকবো। বিনামূল্যে স্বাস্থ্য শিবির বসানোর ইচ্ছেও রয়েছে। স্টলে আমাদের দলীয় এবং অন্য কিছু বই থাকবে। ষষ্ঠী থেকে নবমী চলবে আমাদের সেবা। ছোট ছোট মহিলা পরিচালিত পুজো কমিটিগুলোর সামনে আমরা উপস্থিত হবো। তাঁদেরকে স্মারক তুলে দেবো। সকলের মধ্যে আমরা শুভেচ্ছা বিনিময় করবো। গতবছরও এই কর্মসূচি ছিলো। এককথায় মানুষের সঙ্গে থাকবো পুজোর সময় । কোথাও কেউ বিপদে পড়লে তার পাশেও থাকবো। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন এই থাকলো প্রার্থনা।

হলো , মাতাজী প্রস্থান করলেন। অন্যান্যরাও চলে গেলেন,রইলো শুধু অনন্যা, ঋষি, রেবতী ও যে মেয়েটি অনন্যার সঙ্গে এসেছিল সে। অ্যানী ঋষিকে বললো, এই হলো রাধিকা। এমনটা প্রথম দেখামাত্রই ঋষি অনুমান করেছিল। মেয়েটি যেন একটা আবেশের মধ্যে রয়েছে, আমার নাম যদিও রাধিকা, আসলে আমার এই দিদি অনন্যাকে দেখিয়ে বললো এই হলো সত্যিকারের শ্রীরাধা আপনিতো এটা জানেন তাই না। ঋষি মৃদু হেসে সম্মতি জানালো। বুঝতে পারলো এই মেয়েকে ইন্টারভিউ করা যাবে না। তার কাজ শেষ। অ্যানি রেবতীকে বললো, তুমি ঋষিকে নিয়ে উইসডমে চলো এসো আমরা ওখানে যাচ্ছি। ঘরে ঢুকে ঋষি দুহাতে রেবতীর মুখটি ধরে বেশ কিছুক্ষন ওর চোখের দিকে তাকিয়ে রইলো। রেবতী আর স্থির থাকতে পারলো না কেঁদে ফেললো--ঋষির বুকে মাথা রাখলো। ঋষি বললো, তোমাকে এটা মানায় না, আমাদের সংসারের হালতো তোমার হাতে থাকবে। তোমাকে কি দেই বলোতো-- আমার কাছেতো কিছু নেই। উঁহু,কিচ্ছু চাই না। তুমিতো আমার প্রেমকে গ্রহন করেছো-- আমি সব পেয়েছি। না তা বললে হবে না, ঋষি তার মায়ের দেওয়া জন্মদিনের সোনার হারটি গলা থেকে খুলে রেবতীর গলায় পরিয়ে দিল। এটি আমার মায়ের দেওয়া। রেবতী ঋষিকে জড়িয়ে ধরলো। উইসডম ভিলাটি অনন্যার দাদুর প্রপার্টি--এখন আশ্রমের। মাতাজীর ব্যবস্থাপনায়-- দাদাজীর বাসস্থান। পথে ঋষি রেবতীকে বললো, এখনো কয়েকটি কথা জানা হলো না। কি কথা ? আচ্ছা এখানে কি প্রাদেশিক ফিলিং আই মীন ফেলো ফিলিংস আছে? দেখ, মাতৃ ভাষায় কথা বলতে কে না ভালোবাসে। শুনেছি আগে এখানে আশ্রমে খুব প্রভেনসিয়াল ফিলিংস ছিল এবং এর জন্য কোয়ালিটি অফ লিভিং খুব নিচে নেমে গিয়েছিল। মাতাজী তাকে শক্ত হাতে দমন করেছেন ।আদালতে যাওয়ার হুমকিও দেওয়া হয়েছিল। বর্তমানে নেই বলবো না। তবে একেবারে না থাকার মত।

(ক্রমশ)

বার্ণেসে সতীমাতা জগদম্বা দুর্গাপূজা

উমেশ শর্মা

ইউনেস্কো বাংলার দুর্গাপূজাকে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে শ্রেষ্ঠত্বের বিজয় মুকুট পরিয়ে দিয়েছে। এ সুখবরে খুশির জোয়ার বাংলার আকাশে বাতাসে। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে দুর্গা মাতা হিসেবে পূজিতা হন। বাংলার দুর্গা প্রতিমা, পুরোহিত, ঢাকি বিমানে চড়ে পাড়ি দেন বিদেশের নানা প্রান্তে। দুর্গাপূজার এক মাস আগে কলকাতার রেড রোডে ইউনেস্কোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনে সুবিশাল সমাবেশ হয়েছে। উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন স্তরের মানুষ। এমনকি মহারাজ সৌরভ গাঙ্গুলীও বাদ যাননি। জেলায় জেলায় তেমন সমাবেশে মাতোয়ারা আমজনতা। এক মাস আগে ১লা সেপ্টেম্বরেই কার্যত দুর্গাপুজোর উদ্দীপনা শুরু হয়েছে। তা চলবে কালীপূজা, ছটপূজা পর্যন্ত।

দুর্গাপূজার কতোই না রকমভেদ! কোথাও বিজয়া দশমীর পরের দিন থেকে শুরু হয় ভান্ডানী দশভুজা দুর্গাপূজা, কোথাও লক্ষীপূজার দিন হয় ভান্ডারি দুর্গাপূজা। আবার কোথাও বা পৌষী পূর্ণিমা তিথিতে হয় বনদুর্গা পূজা। জলপাইগুড়ি জেলার বার্ণেশে ১৯৬৩ সাল থেকে এমন একটি দুর্গাপূজার কথাই আমরা জানবার চেষ্টা করবো। ইনি হচ্ছেন সতীমাতা জগদম্বা মাতা, দুর্গা রুপে হন পূজিতা।

বেঙ্গল ডুয়ার্স রেলের বার্ণেশ জংশনে ব্যবসা সূত্রে রাজস্থান থেকে এসেছিলেন পাটোদিয়া পরিবার। দেশে সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধ হওয়ায় বার্ণেশে সতীমন্দির প্রতিষ্ঠা সম্ভব ছিল না। ওই প্রজন্মের তৃতীয় বংশধর বনোয়ারিলাল পাটোদিয়া (৭৯ বৎ) ১৯৬৩ সালে বার্ণসে প্রতিষ্ঠা করেন জগদম্বা মন্দির। ইনি দুর্গতিনাশিনী দুর্গাদেবী। তিনিই সতীমাতা জগদম্বা।

মন্দিরটি বড় ও সুসজ্জিত । চার পাঁচ বিঘা জমির ওপর মন্দির এবং পাশেই তিনতলা একটি ধর্মশালা। ধর্মপ্রাণ মানুষেরা সেখানে সাময়িকভাবে থাকতে পারেন। আমিষ নিষিদ্ধ। লোকবিশ্বাস, এটি একটি সিদ্ধপীঠ। বনোয়ারিলালের ঠাকুরদা এখানে সাধনা করে সিদ্ধি লাভ করেছিলেন। আর্তি নিয়ে এলে এ মন্দিরে কেউ নিরাশ হন না। অবশ্য বিশ্বাসে মেলায় বস্তু।

শ্রাবণ মাসে এখানে প্রচুর ভক্ত সমাগম হয় ।জল্পেশ মন্দিরে শিবের মাথায় জল ঢেলে এখানে এসে মাতৃ প্রণাম করেন। দুর্গা পূজার সময় এখানে নবরাত্রি ব্রত পালন করা হয়। মাতৃমূর্তি দ্বিভুজা। দুর্গাপূজার সময়ে প্রচুর ভক্ত সমাগম ঘটে। বর্তমান পুরোহিত শ্রীরাধেশ্যাম পান্ডে।

বাংলার ঘরে ঘরে মা যে কতোভাবে পূজিতা হন , কে জানে।

(লেখক জলপাইগুড়ি নিবাসী উত্তরবঙ্গের বিশিষ্ট একজন গবেষক)

সকলকে শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা ঃ

তরুন মাইতি

সমাজসেবী

ওয়েস্টবেঙ্গল ভলান্টারি হেলথ এসোসিয়েশন

মাটিগাড়ায় মর্ডার্ন রেফ্রিজারেটর

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ শিলিগুড়ি মহকুমার মাটিগাড়া সুটকি গোডাউনের পাশে গত জুন মাসে শুরু হয়েছে মডার্ন রেফ্রিজারেটর। সেখানকার কর্ণধার মিথিলেশ বলেন, তাঁর বাড়ি বিহারের মজঃফরপুরে। মাটিগাড়ায় তিনি একটি কারখানা খুলেছেন। তাতে রান্নাঘর, বেকারির সব শোকেস তৈরি হচ্ছে। কেউ নতুন মিস্টির দোকান বা বেকারি খুললে তার ফার্নিচার এখান থেকে সংগ্রহ করতে পারেন ।অল্প দামে ভালো সব সামগ্রী সেখানে তৈরি করে দেওয়া হচ্ছে। কেউ যদি ফুচকার স্টল বা চায়ের স্টল খুলতে চায় তবে তিনি তা অর্ডার দিয়ে তৈরি করতে পারেন।

এবারের পুজোর মজা আলাদা

বাপি ঘোষ

সকলকে শারদীয়ার শুভেচ্ছা। বাঙালির কাছে পুজোর মজাই সবসময় আলাদা। তবে এবারে পুজোর মজা আরও অন্যরকম আলাদা। কারণ বিগত দুবছর করোনার জেরে পুজোর আনন্দ প্রায় ম্লান হয়ে গিয়েছিলো। এবারে করোনার সেই দাপট নেই। তারসঙ্গে এবার কলকাতা তথা বাংলার পুজো ইউনেস্কোর স্বীকৃতি পেয়েছে। বাংলার পুজো এবারে হেরিটেজ মর্যাদায় । ফলে পুজো যে এবারে অন্যমাত্রার তা বলার অপেক্ষা রাখে না। তবে এরমধ্যেও আমাদের ব্যবসাবাণিজ্য সম্পর্কে দুএকটি কথার বলার আছে। করোনা বিদায় নিলেও করোনার সময় অনেক শিল্প কারখানা বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে গিয়েছে। আর তাতে অনেকের চাকরি চলে গিয়েছে। ফলে সেইসব পরিবারে পুজোর আনন্দ এখনও দুঃখের মধ্যেই কাটছে। অনেকেই তারা চাকরি খুঁজছেন। প্রকৃতপক্ষে এখন প্রচুর লোকের কর্মসংস্থান চাই। তার সঙ্গে অনেকে কলেজ পাস করে বসে আছেন। তাদের চাকরি নেই। তাদের জন্য চাকরির বন্দোবস্ত করাটা এই সময় খুব প্রয়োজনীয় একটি কাজ। এর বাইরে বলবো নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম বৃদ্ধি হয়েছে। নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম সামলাতে সাধারণ মধ্যবিত্ত থেকে অন্যদের নাভিশ্বাস অবস্থা। তার প্রভাব পড়েছে ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানেও। ফলে পুজো একদিকে যেমন আনন্দ নিয়ে আসছে অপরদিকে তেমন অনেকের কাছে তা আনন্দ বহন করে আনে না। এর বাইরে পুজোর সময় অনেক পরিবারে অসুস্থতা চলছে। অনেকেই ডেঙ্গুতে আক্রান্ত। ফলে আমাদের সতর্ক থাকার সময় এখন। আনন্দ আমরা অবশ্যই করবো । কিন্তু সতর্কতাও প্রয়োজন। সবশেষে বলবো, সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন।

(লেখকের বাড়ি শিলিগুড়ি হায়দরপাড়াতে, তিনি হায়দরপাড়া ব্যবসায়ী সমিতির যুগ্ম সম্পাদক)

সকলকে শারদীয়ার শুভেচ্ছা

মৃণাল পাল (মনা)

সকলকে শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা। আবারও মা আসছে ।বাংলার বাসিন্দাদের কাছে এই উৎসবের গুরুত্বই আলাদা। মা যেকটা দিন বাপের বাড়িতে থাকবেন সেইকটা দিন সবাই নতুন বস্ত্র পড়ে, ভালো খেয়ে, একটু ভালোভাবে , পুজোপাঠ , অঞ্জলি, ভ্রমন ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে দিন অতিবাহিত করার চেষ্টা করবেন। মা এর আগমন উপলক্ষ্যে বাংলা জুড়ে একটা উৎসবের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। এই উৎসবের পরিবেশে সকলে ভালো থাকুন এটাই রইলো প্রার্থনা। তবে আমি যেহেতু শিল্প কারখানার সঙ্গে যুক্ত রয়েছি সেইহেতু শিল্প কারখানা সম্পর্কে কিছু বলবো। এবারেও নিষ্ঠার সঙ্গে আমাদের সচিত্র গ্রুপ অফ ইন্ডাস্ট্রিজের বিভিন্ন শাখাতে নিষ্ঠার সঙ্গে বিশ্বকর্মা পুজো হয়েছে। তার সঙ্গে প্রসাদ বিলি করা হয়েছে। আমি যেটা বলবো, করোনার সময় অনেক শিল্প কারখানা বন্ধ হয়েছে। অনেকের চাকরি চলে গিয়েছে। অনেক ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে রীতিমতো ধুঁকছে। মন্দার প্রভাব পড়েছে একটা। সেই অবস্থার পরিবর্তন চাই। নতুন শিল্প কারখানা তৈরির পরিবেশ তৈরি হোক। বেকারদের চাকরি হোক। এটাই থাকলো এই সময়ের বিশেষ প্রার্থনা। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন।

(লেখক শিলিগুড়ি সেভকরোডের ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেটের সচিত্র গ্রুপ অফ কোম্পানিজের প্রধান কর্ণধার।)

মধ্যে একটা সম্প্রীতির মেলবন্ধন রয়েছে। আমরা চাই সেই সম্প্রীতির পরিবেশ সবসময় বজায় থাকুক।

পুজোর কদিন প্ল্যানিং বলতে আমি কিছু কর্মসূচিতে এবারে থাকতে পারছি না। কারণ আমার মা তিন মাস হলো প্রয়াত হয়েছেন। ফলে পুজোর মধ্যে যেসব সামাজিক কর্মসূচি আমি করে থাকি, সেইসব আমার অনুগামীরা পালন করবেন। আমার অনুগামীরা আমার অবর্তমানে সব সামাজিক কাজ পালন করে যাবেন পুজোর কদিন। আমার অনুগামীরা সকলে আমার পাশে রয়েছেন। এটাই আমার বড় পাওনা।

আজ আমার ৪৬নম্বর ওয়ার্ডে হাজার হাজার মানুষ আমাকে হাজার হাজার ভোটে লীড করিয়েছেন। মানুষের সমর্থন নিয়েই আমি সকলকে নিয়ে কাজ করছি। আমি কাজ করার সময় কোনো পার্টি বা রং দেখছি না। কংগ্রেস, বিজেপি, সিপিএম এখন সবাই আমার লোক। যে দলই করুন না কেন, আমার কাছে কেউ কোনো কাজ নিয়ে এলে আমি সকলের কাজ করে দিই। সর্বোপরি এলাকার গরিব সাধারণ মানুষের সঙ্গে রয়েছি। আসলে আমরাতো মানুষ সবসময় রাজনীতি করি না। ওয়ার্ড বলে নয়, পুরসভাতেও সবসময় কাজ করে চলি সকলের জন্য।

আমরা ভোটের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী এখন ৪৬ নম্বর ওয়ার্ড সবুজায়নে নজর দিয়েছি। ১১০টি গাছ এবারে রোপন করা হয়েছে। আরও বৃক্ষরোপন হবে। সম্প্রতি আমরা রক্ত দান শিবির করেছি। ৩০০ ইউনিট রক্ত একদিনে আমরা দান করেছি যা নজিরবিহীন। আর আদিবাসীদের মধ্যে মাদল ধামসা বিলি করেছি। আদিবাসীদের সংস্কৃতির ওপর টিমও গঠন করে দিয়েছি। বিশেষ চাহিদাসম্পন্নদের আমরা ট্রাই বিলি করেছি। সবশেষে বলবো, পুজো সকলের ভালো কাটুক। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন।

দুঃস্থ মহিলাদের মধ্যে শাড়ি বিতরন ইলেক্ট্রোগ্রুপের

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ দুঃস্থ মহিলাদের মধ্যে শাড়ি বিতরন ছাড়াও বিভিন্ন মানবিক ও সামাজিক কর্মসূচি নিয়ে বিশ্বকর্মাপুজো।

পুজো মানে মানুষের সেবা। তাই একদিকে যখন পুজো চলে অপরদিকে চলে রক্তদান শিবির। তার সঙ্গে বিনামূল্যে গরিব মানুষদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা এবং দুঃস্থ মহিলাদের মধ্যে শাড়ি বিতরন কর্মসূচি চলে। বিশ্বকর্মাপুজোর দিনে বছরের পর বছর ধরে এভাবেই মানবিক ও সামাজিক কর্মসূচি পালনকরে আসছেন শিলিগুড়ি জ্যোতিনগর বিনয় চৌধুরী সরনির সমাজসেবী অপূর্ব ঘোষ। ১৭সেপ্টেম্বর শনিবারের বিশ্বকর্মা পুজোর দিনেও সেই মানবিক কর্মসূচি অব্যাহত রাখেন অপূর্ববাবু। অপূর্ববাবু একজন ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়ার, ইলেক্ট্রোগ্রুপের কর্ণধার। শনিবার সকালে সেভক রোড পাওয়ার হাউস লাগোয়া জ্যোতিনগরের বিনয় চৌধুরী সরনিতে নিষ্ঠার সঙ্গে বিশ্বকর্মা পুজো শুরু হয়। তারসঙ্গে বিনামূল্যে দুঃস্থ মানুষদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির শুরু হয়। বিনামূল্যে দুঃস্থ মানুষদের চোখপরীক্ষা শিবিরও অনুষ্ঠিত হয়। এরসঙ্গে শিলিগুড়ি তরাই লায়ন্স ব্লাড ব্যাঙ্কের সহযোগিতায় রক্তদান শিবির চলে। তাছাড়া লায়ন্স ক্লাব অফ শিলিগুড়ি ডিগনিটির সহায়তায় হয় শাড়ি বিতরন। এইরকম সামাজিক কর্মসূচির আয়োজক অপূর্ব ঘোষ বলেন, '' পুজোর সঙ্গে সকলের মধ্যে প্রসাদ বিতরন করা হয়।আসলে মানুষের সেবাই প্রকৃত পুজো। আমাদের এটা ২১ বছরের বিশ্বকর্মা পুজো। আর পুজোতে রক্তদান সেবা পনের বছরে পা দিলো। আমার এখানে আগে মানুষের সেবা, তারপর পুজো। আমার এখানে যারা আসেন, তারা পুজো না হলেও আগে প্রসাদ পাবেন। খালি পেটে কোনো ধর্ম হয় না। মানুষের সেবা করাই হলো আসল পুজো। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ এবং স্বামী বিবেকানন্দ জীব জ্ঞানে শিব সেবার কথাই বলে গিয়েছেন। সেই কথাকে সামনে রেখে সারা বছর ধরে আমাদের কর্মসূচি চলে। বিশ্ব কর্মা পুজোর পাশাপাশি দুর্গাপুজোতেও কিছু সামাজিক ও মানবিক কর্মসূচি গ্রহন করছি। '' পদ্মশ্রী করিমুল হক অপূর্ববাবুর এই মানবিক ও সামাজিক কর্মসূচির তারিফ করেন। বিশ্বকর্মাপুজোর আগে শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমীতে অপূর্ববাবু গ্রামের গরিব মানুষদের পানীয় জল বিতরনের এক প্রয়াস নেন। অপূর্ববাবুর প্রয়াসে শিলিগুড়ি লাগোয়া ফাঁপড়ি এলাকাতে বহু গরিব মানুষপ্রতিদিন পানীয় জল পাচ্ছেন।

'শক্তিরুপেণ সংস্থিতা'

সুশ্বেতা বোস
(আশ্রম পাড়া, শিলিগুড়ি)

দুর্গাপূজা সম্পর্কে বাঙালি যে এখনো কতটা নষ্টালজিক তার প্রমান দেবে এবার ২০২২ এর দুর্গাপূজা। কারণ ২০২১ এর ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত ১৬তম ইন্টার গভর্নমেন্ট কমিটির অধিবেশনে 'কলকাতার দুর্গা পূজাকে' তথা ' বাংলার দুর্গাপূজা'কে ইন্ট্যানজিবিল কালচারাল হেরিটেজ অফ হিউম্যানিটির তালিকায় যুক্ত করেছে ইউনেস্কো, অর্থাৎ আন্তর্জাতিক পূজা হিসাবে স্বীকৃতি পেল দুর্গাপূজা। এটি বাঙালি জাতির কাছে বিরাট গর্বের। যা এবার সমগ্র পৃথিবীর বুকে ছড়িয়ে পড়া বাঙালি জাতির হাত ধরে পালিত হবে ভীষণ হৈচৈ ও আনন্দের মধ্যে দিয়ে। দেশে দেশে গান বাঁধা হচ্ছে এনিয়ে। নানান ধরনের নাচ ও পথ সভা এবং বিভিন্ন ধরনের সাহিত্য উৎসবের মাত্রা বা জাঁকজমকটাও হচ্ছে এবার আরও সুন্দরভাবে। এমনকি বিভিন্ন প্যান্ডেলের সামনে ও বড় বড় রাস্তা স্তাগুলোতে নানান রঙ ও তুলির সাহায্যে সুন্দর আল্পনা অথবা ছবি এঁকেও বিভিন্ন স্কুল কলেজের সর্বধর্মের ছাত্রছাত্রীরা একত্র মিলিত হয়ে আনন্দ ও উচ্ছাসের সাথে সৌভ্রাতৃত্বের বার্তা ইতিমধ্যেই ছড়িয়ে দিতে শুরু করে দিয়েছে নানাভাবে নানান দিকে। হিন্দুদের দুর্গা পূজা কালে কালে সমগ্র পৃথিবীর বুকে, সকল ধর্মের মানুষের কাছে একটা আনন্দের মিলনায়তনে পরিণত হয়েছে। এখন বাঙালিও সমগ্র বিশ্বে আর দুর্গাপূজাও সমগ্র বিশ্বে। সমগ্র বিশ্বের সকল জাতীয় মানুষ এখন বাঙালির এই পাঁচদিনের পূজার সব ধরনের আনন্দকে মনপ্রাণ দিয়ে উপভোগ করতে শুরু করেছে। তারাও সমানভাবে বাঙালির সাথে পায়ে পা মিলিয়ে সবটা আনন্দের ভাগিদার হয়ে চলেছে।

দুর্গা পূজা বাঙালির শক্তির প্রতীক ও সবচাইতে বড় একটি আর্থ সামাজিক ও উদারচিন্তার ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিকতার মিলন ক্ষেত্র। যেখানে নেই কোনো ধর্মের ভেদাভেদ, নেই কোনো জাতের বিচার, নেই কোনো লিঙ্গ বিভেদ বা হিংসার কচকচি। মানুষ মাত্রেই আমন্ত্রিত এই মহান মিলন মেলায়। সকল রকমের শিল্প কলা, প্রযুক্তি ,চাষবাস , যানবাহন, ছোট বড় নানান ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের প্রাণ ফিরে আসে এই মহোৎসব উপলক্ষ্যে। বাঙালিরা মনে করেন দুর্গাপূজায় বিনাশ ঘটে অপশক্তির এবং উদ্ভব হয় শুভ শক্তির। বাঙালির বারো মাসেতেরো পার্বন , আর তারমধ্যে শ্রেষ্ঠ মহামিলনের ক্ষেত্র এই মাতৃপূজা। বাঙালিরা বছরে দুবার এই দুর্গাপূজা করে থাকে। একবার বসন্তকালে বাসন্তিকা(কালের) আর অন্যটা শরৎকালে(অকালে রাবণ বধের উদ্দেশ্যে রামের করা)। বসন্তের পূজা হয় দুর্গাকে মাতৃজ্ঞানে, আর শরতের পূজা হয় গিরিরাজের কন্যা জ্ঞানে। সবটাই মানুষের ভাব নির্ভর। অন্যদিকে হিন্দুদের পুরান শাস্ত্রের কথন অনুযায়ী মা দুর্গা প্রকটিত হয়েছিলেন ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর ত্রিমূর্তির ত্রিশক্তির তেজে ও সুসজ্জিতা হয়েছিলেন অন্যান্য দশ দেবতার দশটি শক্তিশালী অস্ত্রে। কল্পনা করা হয় মায়ের দশটি হাতে মা আমাদের দশটি দিক রক্ষা করে চলেছেন প্রতিনিয়ত। তাই কল্পনা প্রসূত মায়ের অন্য নাম দশ ভুজা। যুগ যুগ ধরে বাঙালি বড়ই নস্টালজিক এই মহা মিলনোৎসবকে নিয়ে। এবারও দেখা যাক পৃথিবীময় বাঙালি কি কি বিষয়ে বিশেষতা আনয়ন করে এই মহাপূজার মহামিলন মেলাতে।

With Best Compliments From :~
CELL : 9434308147, 9832445183
E-mail : gmishra11@yahoo.com
SAHA AND MAJUMDER
CHARTERED ACCOUNTANTS
C.A. GHANSHYAM MISHRA
F.C.A., DISA (ICAI), Grad. C.W.A
CA
SHELCON PLAZA
C-12, 1ST FLOOR
SEVOKE ROAD
SILIGURI-01

জীবন দীপ জ্বালিয়ে রাখতে অক্লান্ত এক সেবক

কবিতা বনিক

(মহানন্দা পাড়া, শিলিগুড়ি)

প্রত্যন্ত গ্রাম ঢোলাবাড়িতে তাদের পূর্বপুরুষের ভিটেতেই বাস করেন তিনটি ছেলে ও তিনটি মেয়ে নিয়ে নালুয়া মহম্মদ ও জাফুরান্নেসা বিবি। ভিটে সংলগ্ন সামান্য জমিতে যতটুকু ফসল ফলান

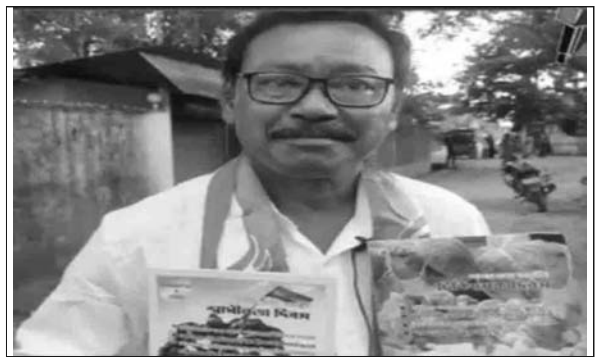

তাতে পরিবারের সকলের পেট ভরে না। অথচ তাদের শিক্ষা সহবত শিখিয়েছেন চমৎকার। নিজেরা খেতে না পাক কিন্তু অন্যের সাথে যেন ভাগ করে নিতে পারে নিজেদের ভালবাসাটুকু। অন্যের দুঃখের কথা চিন্তা করলে নিজেদের দুঃখ কষ্টকে অনেক কম মনে হবে। অর্থাৎ আদর্শ মানুষ তৈরি করাই ছিল নালুয়া মহম্মদ ও জাফুরান্নেসা বিবির লক্ষ্য। গ্রামেরই প্রিয় উচ্চ বিদ্যালয়ে ভর্তি করেন সন্তানদের। পরে অনতিদূরে রাজডাঙা হাইস্কুলে যেতে হত। এলাকাটি জলপাইগুড়ি জেলার মালবাজার থানার এলাকায় পড়ে। দারিদ্রতার কারণে পড়াশোনায় ইতি টানতে হয়। আমাদের আলোচ্য যিনি তিনি হলেন জাফুরান্নেসা বিবির তৃতীয় পুত্র শ্রীকরিমুল হক। ষষ্ঠ শ্রেণীতে উঠে

চম্পাসারিতে পুজোর থিম ইউক্রেনের মেরিনস্কাই প্যালেস

দিলীপ বর্মন

(কাউন্সিলর ও মেয়র পরিষদ সদস্য এবং সভাপতি, জাতীয় শক্তি সংঘ ও পাঠাগার)

(শিলিগুড়ি চম্পাসারিতে এবার দুর্গাপুজোর থিম ইউক্রেনের মেরিনস্কাই প্যালেস। উত্তর মাল্লাগুড়ি সার্বজনীন দুর্গোৎসব এই পুজোর আয়োজন করছে। পরিচালনায় জাতীয় শক্তি সংঘ ও পাঠাগার ক্লাব। চম্পাসারির শ্রীগুরু বিদ্যামন্দির মাঠে এই পুজো ঘিরে উদ্দীপনা তৈরি হয় অন্যরকম। পুজোর সভাপতি স্থানীয় পুর কাউন্সিলর তথা মেয়র পরিষদ সদস্য দিলীপ বর্মন। দিলীপবাবু এলাকায় বহুদিন ধরে একজন সমাজসেবী হিসাবেও পরিচিত। তিনি জানালেন এইপুজো সম্পর্কে। একইসঙ্গে পুজোর মুখে আদিবাসীদের মধ্যে মাদল ধামসা বিলি করেন দিলীপবাবু। বিলি করেন ট্রাই সাইকেলও। কয়েকজন দুঃস্থ ও মেধাবীকেও সাহায্য করেন তিনি।)

সকলকে আমি ব্যক্তিগতভাবে এবং জাতীয় শক্তি সংঘ ও পাঠাগার ক্লাবের তরফে শারদীয়ার শুভেচ্ছা জানাই। আপনারা সকলেই জানেন জাতীয় শক্তি সংঘ ও পাঠাগার ক্লাবের কথা। বিগত কয়েকবছর ধরে এই ক্লাব থিম পুজো করে দর্শনার্থীদের মন কাড়ছে। চম্পাসারি শ্রীগুরু বিদ্যামন্দিরের মাঠে এই পুজো হয়।পুজোর কটা দিন সেখানে সকল ধর্ম ও সকল জাতির মেলবন্ধন ঘটে। পুজোর সময় সেখানে মেলা বসে।মেলাতে সকলের উপস্থিতি পুজোর পরিবেশকে অন্যরকম করে তোলে। এবারে আমাদের থিম ইউক্রেনের মেরিনস্কাই প্যালেস। এবারে এই ক্লাবের পুজোর দায়িত্ব নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দায়িত্ব রয়েছে পুরসভারও। কাউন্সিলরের দায়িত্ব রয়েছে। তার পরে ট্রেড লাইসেন্স, হাউজিং ফর অল এবং ক্রীড়া বিভাগের মেয়র পরিষদ সদস্য হিসাবে দায়িত্ব পালন করা। এখন ডেঙ্গু নিয়ে শহরে সমস্যা রয়েছে।প্রতিদিন আমরা ডেঙ্গু সচেতনতায় প্রচারের কাজ করছি। পুজো কমিটিগুলোকেও ডেঙ্গু সচেতনতার দিকে নজর রাখতে বলা হয়েছে।

এবারে শিলিগুড়িতে পুজো কার্ণিভাল হচ্ছে। পুজো কার্নিভালে বিভিন্ন ক্লাব অংশ নেবে। তাদের পুজোর বিভিন্ন দিক মেলে ধরা হবে থিমের মাধ্যমে। পরিবেশ ভালো রাখা বা দূষনের বিরুদ্ধেও বার্তা দেওয়া হবে কার্নিভালের মাধ্যমে।

এবারে গণেশ পুজোর সময় বিরাট বর্ণময় শোভাযাত্রা হয়েছে শিলিগুড়িতে।কলকাতার পরেই এত সুন্দর শোভাযাত্রা হয়েছে শিলিগুড়িতে। ইউনেস্কো বাংলার পুজোকে স্বীকৃতি দেওয়াতেই এই শোভাযাত্রা হয়। আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরনায় সেই শোভাযাত্রা হয়। আমরা শিলিগুড়ি পুরসভার তরফে সকলকে পুজোর কটা দিন সবাই মিলেমিশে ভালোভাবে সময় কাটানোর আবেদন করছি। আমাদের রাজ্যে সব ভাষাভাষী, সব ধর্মের

ইউনেস্কোর বিচারে বিশ্বের অন্যতম সেরা উৎসব দুর্গাপূজা

আশীষ ঘোষ
(শিক্ষক, পূর্ব বিবেকানন্দ পল্লী, শিলিগুড়ি)

দুর্গাপূজা বাঙালির সবচেয়ে আকর্ষনীয় উৎসব। এই উৎসব শুধু ধর্মীয় নয়, বাঙালির সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক জীবনেও এর প্রভাব অপরিসীম। কিন্তু এ বছরের দুর্গাপূজার বিশেষ তাৎপর্য্য রয়েছে। এই বাংলার দুর্গা পূজাকে ইউনেস্কোর পক্ষ থেকে বিশ্বের অন্যতম সেরা উৎসব এবং হেরিটেজ সম্মানের মর্যাদা দেওয়ার পর ২০২২সালের দুর্গাপূজাই প্রথম দুর্গা পূজা। এই সম্মানপ্রাপ্তি উপলক্ষ্যে কিছুদিন পূর্বে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ইউনেস্কোর প্রতিনিধিকে কলকাতায় বিশেষ সম্মান দিয়েছে।সেখানে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি দল এবং কলকাতার বিখ্যাত পূজাগুলির প্রতিনিধিরা শোভাযাত্রায় অংশ নেন। দুর্গা পূজা নিয়ে নানারকম প্রদর্শনী(ট্যাবলো)ও উপস্থাপন করা হয়। এতে বাংলার বিভিন্ন জ্ঞানীগুনী ব্যক্তিরা এবং কলকাতায় নিযুক্ত বিদেশি দূতাবাসের প্রতিনিধিরাও উপস্থিত ছিলেন। দুর্গাপূজা শুধু পশ্চিমবঙ্গেই হয় না। আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশেও দুর্গাপূজা হয়ে থাকে। এবছর বাংলাদেশে ৩২০০টি সার্বজনীন দুর্গা পূজা অনুষ্ঠিত হবে যা গতবছরের তুলনায় বেশি। এছাড়া ভারতের ত্রিপুর, অসম ও ঝাড়খন্ডেও প্রচুর দুর্গাপূজা হয়। দিল্লি, বেঙ্গালুরু, মুম্বাই প্রভৃতি বড় শহরে এবং ভারতের অন্য শহরে যেখানে বাঙালিরা বসবাস করেন সেখানেও দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া প্রবাসী বাঙালিরা ইউরোপের লন্ডন,প্যারিস, বার্লিন , মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্ক, ওয়াশিংটন ,অস্ট্রেলিয়ার সিডনি , মেলবোর্ন প্রভৃতি বিভিন্ন শহরে দুর্গাপূজা করে থাকেন। এইজন্য প্রবাসী বাঙালিরা কলকাতা থেকে বিমানে করে দুর্গাপ্রতিমা নিয়ে যান। দুর্গাপূজার ধর্মীয় উৎসবের সঙ্গে সঙ্গে বিরাট অর্থনৈতিক গুরুত্বও রয়েছে। এসময় প্রায় প্রত্যেকে নতুন জামা,জুতা পরিধান করে সেইজন্য বস্ত্র শিল্প এবং চর্ম শিল্পের উন্নতি হয়। প্রতিমা শিল্পী, শোলা শিল্পী, ঢাকি প্রত্যেকেই দুর্গাপূজার উপর সম্পূর্নভাবে নির্ভর করেন।কারন এই সময়ের রোজগারে তাদের বছরের অনেকটা সময়ই চলে। এসময় অনেকেই বেড়াতে যান বলে দুর্গাপূজার সময় পর্যটন শিল্পেরও উন্নতি হয়। এরমধ্যে পরিবহন এবং হোটেল শিল্পও রয়েছে। অনেক সাহিত্য সংস্থা পূজা উপলক্ষ্যে নতুন বই বের করে। সেজন্য প্রকাশন শিল্পও অনেকটাই অর্থনৈতিক গতিলাভ করে।যাই হোক, করোনা মুক্ত পরিবেশে আশা করছি এবার আমরা দুর্গাপূজা পালন করবো। কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে, দুর্গাপূজা যেহেতু বাঙালির প্রধান উৎসব সেই জন্য আমরা যেন বাংলা সাহিত্য, সংস্কৃতি,বাংলা সঙ্গীত প্রভৃতির প্রতি বিশেষ করে গুরুত্ব দিই। এবং ভবিষ্যতে বাংলা বিদ্যালয়গুলো যাতে উঠে না যায় তারজন্য নিজেদের বাড়ির ছেলেমেয়েদের বা পরবর্তী প্রজন্মকে বাংলা মাধ্যম বিদ্যালয়ে ভর্তি করার জন্য সচেষ্ট হই। সরকারি বেসরকারি সমস্ত নামফলকে যেন বাংলা ভাষার ব্যবহার হয় তার দিকে আমাদের তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে নজর রাখতে হবে।

তিনিও পড়া ছেড়ে চা বাগানে পাতা তোলার কাজে নিযুক্ত হন। কয়েকবছর পরে গ্রামের কাছাকাছি ‘সুবর্ণপুর’ চা বাগানে চা লেবারদের তদারকির কাজে যোগ দিলেন। এমনি করে নানান প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে পরিবারটিকে বেঁচে থাকার রসদ যোগাতে হয়েছে । গ্রামের ভৌগলিক পরিবেশটাও অনুকূল নয়। এই প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে শহর এলাকায় যেতে হলে চেল নদী পার হয়ে যেতে হয়। এই পাহাড়ি নদীতে সারা বছর হাঁটু জল থাকলেও বর্ষায় হয় ভয়ঙ্করী। গ্রামবাসীরা বাঁশের সাঁকো দিয়েই পারাপার করে। হাট, বাজার, ডাক্তার যে কোন প্রয়োজনে ওই বাঁশের সাঁকোই ভরসা। গ্রামবাসীদের এই গা সওয়া কষ্ট ছিল নিত্যসঙ্গী।

এই পরিবারের জীবনে ঘনিয়ে এল এক মহানিশা। একদিন বেশি রাত্রে জাফুরান্নেসা বিবির হার্ট অ্যাটাক হয়। এত অত রাত্রি। তার উপর ওই এলাকায় কারো কাছে ছিল না গাড়ি। অসহায় অবস্থা তাদের। ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া বা ডাক্তারবাবুকে ডেকে আনার মত কোন ব্যবস্থাই করতে পারলেন না তারা। চোখের সামনে মাকে চিরবিদায় দিতে হচ্ছে বিনা চিকিৎসায় বিনা ওষুধে। দুঃখে অভিমানে মায়ের শেষ শয্যায় বসে কসম খেলেন জাফুরান্নেসা বিবির তৃতীয় পুত্র করিমূল হক “ বিনা চিকিৎসায় কাউকে আর মরতে দেব না। যত রাত বিরেত হোক, ঝড় জল বৃষ্টি হোক।” এই কাজ তিনি করবেনই। ছেলের এই প্রতিজ্ঞা শুনে দুহাত তুলে আশীর্বাদ করে পরম নিশ্চিন্তে পারি দিলেন অমৃতলোকে।

মায়ের আশীষ মাথায় নিয়ে সেই ১৯৯৫ সাল থেকেই শুরু করলেন কেউ অসুস্থ হলে সাইকেলেই নিয়ে যেতেন। একটু বেশি অসুস্থ হলে পিঠে বেঁধেই হাসপাতালে নিয়ে যেতেন। চব্বিশ ঘন্টায় যিনি যখনই ডেকেছেন সাথে সাথেই হাজির হয়েছেন অক্লান্ত সেবক করিমুল হক। তার মা যে এমনটাই শিক্ষা দিয়েছিলেন। ক্লান্তি বিহীন পরিশ্রমের মাধ্যমে চিকিৎসার তেলে আজও মানুষের জীবন দীপ জ্বালিয়ে রাখতে তিনি সক্ষম হয়েছেন। “সৎ কাজ করবে দৃঢ়চেতা মন নিয়ে।” ছোটবেলায় শেখানো মায়ের এই পাঁচটি শব্দের একটি বাক্য আর প্রাণভরা আশীর্বাদ নিয়ে সেবাব্রতের কাজেযেভাবে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন তাতে প্রচুর মানুষের আশীর্বাদ ও সহযোগিতা পেয়েছেন। কাছের স্বাস্থ্য কেন্দ্র বলতে মালবাজার স্বাস্থ্য কেন্দ্র। কিন্ত সেখানে চিকিৎসার সাধারণ ব্যবস্থাও অসম্ভব। তাই জলপাইগুড়ি হাসপাতালে নিয়ে যেতে হয় রোগীদের। জলপাইগুড়ি যাওয়ার দুটো রাস্তা। একটা ফরেস্টের মধ্যে দিয়ে যেখানে প্রায় সময় হাতির দেখা মেলে। অন্যটা ওই বাঁশের সাঁকো দিয়ে চেল নদী পার হতে হয়। করিমুল সাহেবের অদম্য জেদ ও সাহস দেখে ডঃ হিতেন বর্মন রোগীদের প্রাথমিক চিকিৎসার কিছু পদ্ধতি তাকে শেখাতেন। তার আগ্রহে অনেক ওষুধও

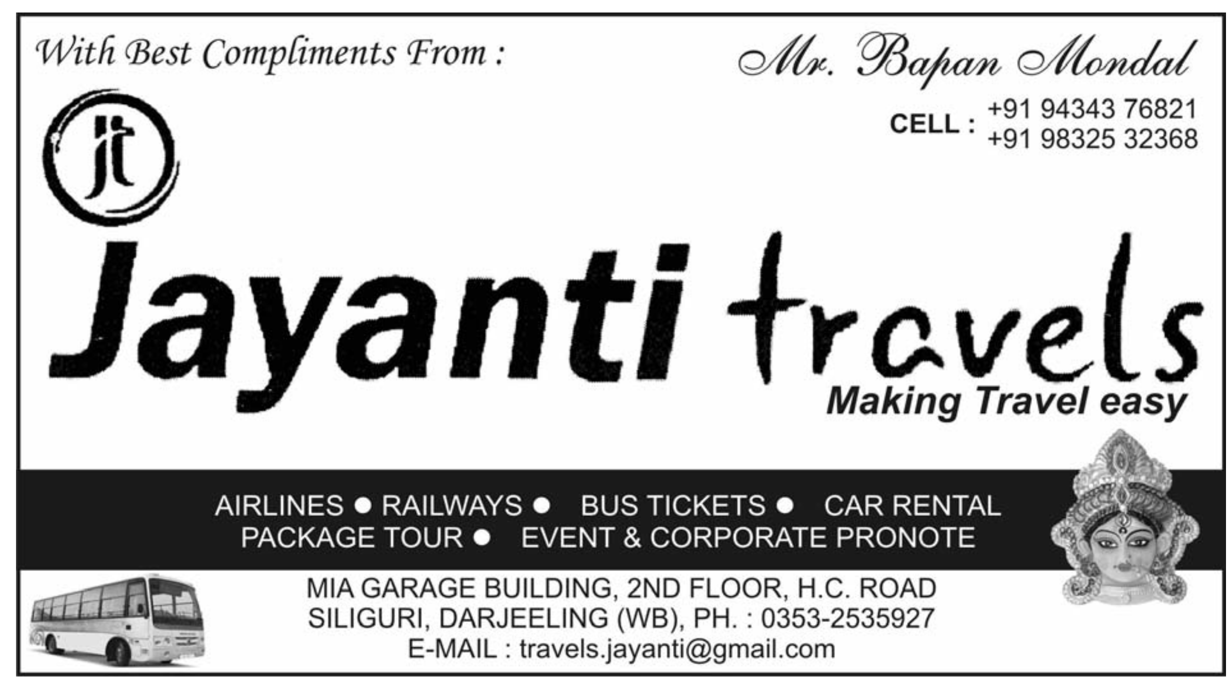

প্রয়োগ করতে থাকেন বিশেষ বিশেষ সময়ে। এরপর করিমূল সাহেব একটা মোটর সাইকেল কিনে তাতে একজন রোগী যাতে একটু আরামে যেতে পারে সেইরকম সীট ও তাতে হুড দিয়ে এম্বুলেন্স বানিয়ে নিলেন। তার কাজের গতি আর একটু বাড়ল। পরিচিতি পেলেন ‘‘ বাইক এম্বুলেন্স দাদা’’নামে। যে কোন দুর্যোগের সাথে মোকাবিলা করেও তিনি তার বাইক এম্বুলেন্সকে সচল রেখেছেন। তেরো চৌদ্দ বছর এই বাইকেই পরিষেবা দিয়েছেন। তার জীবনের বড় সুহৃদ তার গুরু ডঃ হিতেন বর্মন ও তার জন্মদাত্রী মা জাফুরান্নেসা

বিবি। তার জন্মদাত্রী মা, গুরু হিতেন বর্মন ও অসংখ্য উপকৃত মানুষের আশীর্বাদ ও ভালবাসার ফলে যেদিন বের হল সেদিন তার গুরুও ইহলোক ত্যাগ করলেন। ফলটা শুনে যেতে পারেননি। ফোন এসেছিল করিমূল সাহেবের কাছে-- আপ বাইক এম্বুলেন্স দাদা করিমূল হক বোল রহা হ্যায়? আপকো পদ্মশ্রী মিলনে বালা হ্যায়।

করিমূল হক---পদ্মাকো ক্যায়া হুয়া হ্যায়?

ওপারের ফোন থেকে-- দিল্লী সে বোল রহা হু। আপকো পদ্মশ্রী মিলেগা।

সকলকে শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা ঃ

বিভিন্ন অনুষ্ঠানে নানারকম সঙ্গীত পরিবেশনের জন্য যোগাযোগ করুন

পাঞ্চালি চক্রবর্তী

(সঙ্গীত শিল্পী)

লেকটাউন, শিলিগুড়ি।

যোগাযোগের নম্বর

৬২৯৪৫৯০৬১১/৬২/৪৫/০৬১১

পরিবেশ রক্ষার বার্তা হায়দরপাড়ার পুজোয়

নির্মল কুমার পাল

(সাধারণ সম্পাদক,হায়দরপাড়া স্পোর্টিং ক্লাব, শিলিগুড়ি)

(কংক্রিটের বিল্ডিংয়ে চারদিক ভরে যাচ্ছে। হারিয়ে যাচ্ছে সবুজ। আর তার জেরে দূষন বাড়ছে। সবুজ কমে যাওয়ার প্রভাব পড়ছে পরিবেশে। আর এই বিষয়কে সামনে রেখেই এবার পুজোর থিম হচ্ছে শিলিগুড়ি হায়দরপাড়া স্পোর্টিং ক্লাবে। তাদের পুজোর থিম, আমরা গাই প্রকৃতির গান, বাঁচাবো সবুজ, হাসবে প্রাণ।কাঠ, বাঁশ,লোহা ইত্যাদি বিভিন্ন সামগ্রী দিয়ে মন্ডপ তৈবি হচ্ছে। ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক নির্মল কুমার পাল জানিয়েছেন, তারা তাদের পুজোর মাধ্যমে দর্শনার্থীদের কাছে পরিবেশ রক্ষার বার্তা দিচ্ছেন। মেয়র গৌতম দেব এই পুজোর উদ্বোধন করবেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মেয়র ছাড়া ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার, পুর কাউন্সিলর পিংকি সাহা সহ আরও অনেকে উপস্থিত থাকবেন। শিলিগুড়ি তথা উত্তরবঙ্গের পুজোগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি পুজো হলো হায়দরপাড়া স্পোর্টিং ক্লাবের পুজো। এই পুজোকে ঘিরে উদ্দীপনা তৈরি হয় বিভিন্নমহলে। এবারও সেই উদ্দীপনা তৈরি হয়েছে।

ক্লাব কর্মকর্তাদের আশা, এবারও পুরস্কারের ঝুলিতে তাদের ক্লাবের অনেক পুরস্কার থাকবে।পুজোকে সামনে রেখে বিভিন্ন সামাজিক কর্মসূচিও গ্রহন করা হচ্ছে।এবারে সেই ক্লাবের প্রতিমা তৈরি করছেন মন্ডপ শিল্পী সুশান্ত পাল।)

সকলকে হায়দরপাড়া স্পোর্টিং ক্লাবের তরফে শারদীয়া শুভেচ্ছা। এবারে আমাদের ৫৩তম বর্ষ। গত দুবছর করোনার জেরে সেভাবে পুজো হয়নি। দুর্গাপুজো বাঙালিদের শ্রেষ্ঠ উৎসব। অবশ্য এখন এই পুজো আর বাঙালিদের মধ্যে নেই। গোটা ভারত সহ বিশ্বে এই পুজো এখন হচ্ছে যেখানে বাঙালিদের অস্তিত্ব রয়েছে। গত দুবছর করোনার জেরে মাস্ক, স্যানিটাইজার সহ আরও অনেক বিধিনিষেধ ছিলো পুজোতে। এবারে করোনা না থাকায় অন্য বছরের মতো মন্ডপে ইন এবং আউট থাকছে। তবে আমাদের চিন্তা আছে আবহাওয়া নিয়ে। পুজোর মধ্যে বৃষ্টি না হয়! এবছর আমাদের থিম প্রকৃতির ওপর। আমরা গাই সবুজের গান, বাঁচাবো সবুজ , হাসবে প্রান-- এটাই আমাদের থিম। বর্তমানে সবুজ ধ্বংস হচ্ছে চারিদিকে। সর্বত্র তৈরি হচ্ছে কংক্রিটের বিল্ডিং।সবুজ বাঁচানোর কথা কেউ ভাবছি না। এটাই আমাদের বার্তা। আমরা মন্ডপের মাধ্যমে সকলের কাছে পরিবেশ রক্ষা বা সবুজ রক্ষার আবেদন করবো। সবুজ না থাকলে আগামী পৃথিবী ভয়াবহ হয়ে উঠবে। সেই ভয়ঙ্কর দিন ঠেকাতে আমাদের এখনই সতর্ক থাকতে হবে। সকলে মিলে বৃক্ষরোপন করতে হবে। ২৯ সেপ্টেম্বর আমাদের পুজোর উদ্বোধন। মেয়র গৌতম দেব এই পুজোর উদ্বোধন করবেন। সঙ্গে থাকবেন ডেপুটি মেয়র ও কাউন্সিলর। প্রতিমা নিরঞ্জন আমাদের একাদশীতে করি।কিন্তু এবারে কার্নভাল হবে।কার্নভালে অংশ নিলে ৭ তারিখে আমাদের প্রতিমা বিসর্জন হবে। এবারে বাঙালি হিসাবে সকলেই আমরা গর্বিত। কারণ ইউনেস্কোর স্বীকৃতি পেয়েছে বাংলার দুর্গোৎসব। এজন্য ইউনেস্কোকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমরা বার্তা দেবো। এবারে আমাদের প্রতিমা শিল্পী হলেন সুশান্ত পাল। মন্ডপ সজ্জায় রয়েছেন দীপঙ্কর দাস। কাঠ, বাঁশ, প্লাই, রড, মশলা কড়াই, কুর্নি, কোদাল, বেলচা প্রভৃতি জিনিস ব্যবহার হচ্ছে মন্ডপের থিম ফোটাতে। মন্ডপে রয়েছে ঝাড়বাতির স্যালাইন। স্যালাইন মানে অসুস্থকে সুস্থ করে তোলার প্রয়াস। গাছ ধ্বংস হতে থাকলে সব প্রাণীর জীবন সঙ্কট হয়ে উঠবে। সব প্রাণী কঙ্কালে পরিণত হবে। প্রকৃতির ভয়াবহ রুপ সুন্দর ভাবে আমাদের মন্ডপে। দশটি গাছ কাটা হলে পনেরটি বৃক্ষরোপনের কথা বলছি আমরা।

মহালয়াতে এবারেও রক্তদান

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ অন্য বছরের মতো এবারেও শিলিগুড়ি সুভাষ পল্লীতে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করেছে সপ্তক সঙ্গীত একাডেমি। সেই একাডেমির তরফে সারা বছর ধরে বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করা হয়। সঙ্গীত শিক্ষক স্বপন দে বেশ মনোযোগ দিয়ে ছেলেমেয়েদের বছরের পর বছর ধরে সঙ্গীত শিখিয়ে আসছেন। কিন্তু সঙ্গীত শেখানোর মধ্যেই তিনি আর তা সীমাবদ্ধ রাখছেন না। সঙ্গীত শেখানোর সঙ্গে তিনি সামাজিক কাজও করছেন। এরই একটি অঙ্গ হলো মহালয়ার দিন রক্ত দান শিবির। ৫ সেপ্টেম্বর শিক্ষক দিবসের দিনও তিনি ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। এবারে ২৫ সেপ্টেম্বর সকালে তাঁর বাড়িতে তিনি রক্তদান শিবিরের আয়োজন করেছেন। স্বপনবাবু বলেন, ‘ সেপ্টেম্বরে তিনটি অনুষ্ঠান হচ্ছে এবারে। গতবছর পঞ্চমীতে রক্ত দান শিবির করি। এবারে তা ২৫ সেপ্টেম্বর হবে। এছাড়া পয়লা অক্টোবর ষষ্ঠীর দিন বোধনের গান হবে। চন্ডীপাঠ করবেন বিখ্যাত চন্ডীপাঠের শিল্পী সুকুমার ঘোষাল। সকলের প্রতি আমাদের আমন্ত্রণ রইলো। রক্তদান হলো মহৎ দান। সূর্যনগর ওয়েলফেয়ার আমাদের সহযোগিতা করে। ’

করিমুল--মেরা গুরু মর গিয়া হ্যায়। ম্যায় পদ্মাকো নহি জানতা। আপ ছোড় দিজিয়ে।

কেটে গেল ফোন সত্যি কথাই করিমুল হক জানতেন না ‘পদ্মশ্রী’ আসলে কি। তার চোখ, মনে বুদ্ধিতে শুধুই রোগী সেবা। এক ঘন্টার জন্য তার গুরুও জেনে নিতে পারেননি ‘পদ্মশ্রী’ উপাধি গ্রহণ করেন। এরজন্য তার কাজ এবং দায়িত্ব আরো বেড়ে গেল। অনেকে সাহায্য করতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করেছেন। কৌন বনেগা ক্রোড়পতিতে ডাক পেয়ে ২২ লক্ষ টাকা জিতে আনেন, সঙ্গীত শিল্পী নেহা কক্কর এক লক্ষ টাকা, শিলিগুড়ি বালাসনের ছেলে সুদূর আমেরিকা থেকে এক লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা দিয়েছেন। করিমুল সাহেব যেন দৈব-শক্তি পরিচালিত এক নিষ্ঠাবন সেবক। সর্বোপরি করিমুল সাহেবের বিনম্র ব্যবহারের ফলস্বরূপ প্রচুর মানুষের সাহায্যে ও মানুষের ভালবাসায় গড়ে তুললেন হসপিটাল। দাদাগিরিতেও ডাক পেয়েছিলেন। রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে বিজয় চন্দ্র বর্মন সাড়ে তিন লক্ষ টাকা দিয়েছেন। মানুষের দান তিনি মানুষের কাজেই সম্পূর্ণ ব্যয় করেন। নিজের জন্য কিছু গ্রহন করেন না। আজও তিনি টিনের ঘরেই বাস করেন। তার বিবি জমিরা বেগম ও তার শাশুড়ি মায়ের শিক্ষার ধারা ধরে রেখেছেন। স্বামীর সবই অন্যের জন্য বিনা স্বার্থে ব্যয় হয়। নিজেরা যত সামান্য মোটা ভাত কাপড়ে থাকেন। সবসময় হাসিমুখে কষ্টকে তুচ্ছ করে জমিরা বেগম এগিয়ে যান স্বামীর কাজে সহায় হতে। তার ছেলেমেয়েরাও বাবার মতোই সৎ ও আদর্শবাদী। বাবার সব কাজে ব্রতী হয়ে এগিয়ে চলেছেন। প্রত্যেকেই খুব নিষ্ঠা ভরে মানুষের কাজ করেন। মালবাজারের এস ডি ও জ্যোতির্ময় তাঁতী তাকে আলমারী ও গ্যাসের সরঞ্জাম দিয়েছেন। ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক চার চাকার সাধারন এম্বুলেন্স দিয়েছে, মুম্বাই থেকে শচিন আহির সাধারণ এম্বুলেন্স দিয়েছেন। এই মুহুর্তে তার কাছে চার চাকার এম্বুলেন্স তিনটে, তিন চাকার একটা, দুই চাকার একটা এম্বুলেন্স আছে । তবে এই মুহুর্তে হাসপাতালের কাজ বন্ধ হয়ে পড়ে আছে। পাশাপাশি তিনি এলাকার বিশেষত মেয়েদের জন্য(মেয়েদের পাচার হওয়া আটকাতে) নার্সিং ট্রেনিং সেন্টার, আটটা স্কুল, সাথে কোচিং সেন্টার, তাইকন্ডু ট্রেনিং সেলাই ট্রেনিং, বিউটি পার্লার সব বিনেপয়সায় শেখান। এছাড়া প্রতিবন্ধীদের জন্য হুইল চেয়ার, খাওয়ার ব্যবস্থা করেন। মালদার উৎপল গুহ বিশ্বাস এক লক্ষ টাকা ও কোচিং সেন্টারের তিরিশ, চল্লিশ জন বাচ্চার সমস্ত দায়িত্ব নিয়েছেন।

এখানে হাসপাতালে নামীদামী ডাক্তাররা বিনা পারিশ্রমিকে রোগীদের চিকিৎসা করেন। যেমন--মলয় চক্রবর্তী(নিউরো সার্জেন), মৈনাক চক্রবর্তী, মণীশ গোস্বামী (ক্যান্সার স্পেশালিস্ট), সোমেন মন্ডল (সার্জেন), সুমন্ত মুখার্জি ইত্যাদি। যশোদা হাসপাতালের ডাক্তারও তিন মাসে একবার বসেন। আছে ফিজিওথেরাপিস্ট, হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার সুবিধা । হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক ডঃ স্বপন রায় এর নাম গরিবের ডাক্তার। ইনি ফি নেন না, বিনে পয়সায় ওষুধ দেন। করিমুল সাহেব সবকিছুর মধ্যেও সামান্য দান এমনকি পুরোন জামাকাপড় দিলেও তিনি তা গ্রহন করেন। গরিবদের বিতরনের জন্য।

সরকারি সাহায্য পেলে হাসপাতালটা সম্পূর্ণ করা যেত। নামীদামী ডাক্তারবাবুরা চিকিৎসা করেন। খুব প্রয়োজন দুটি খুব উচ্চ মানের এক্সরে মেশিন ও একটা আলট্রা সোনোগ্রাফি মেশিন। যাতে অন্য জায়গায় চিকিৎসা করতে হলে এখানকার রিপোর্টের গুরুত্ব দেয়। সম্পূর্ণ বিনেপয়সায় এত বড় বড় কর্মযজ্ঞের জন্য এই একটা মানুষের নিষ্ঠা, কর্তব্য পরায়নতা ও অমানুষিক পরিশ্রম সবই অন্যের জন্য বিনা স্বার্থে।

এই কর্মযজ্ঞে সরকারি বেসরকারি সকলে সাহায্য করলে এই হাসপাতাল ক্রমে মানবিকতায় ভরা বিশ্বের সেরা হাসপাতাল হয়ে উঠতে পারে। উৎসবের পুণ্য এইসময়ে করিমুল হক সাহেবকে অনেক শুভেচ্ছা জানাই ও জনসেবামূলক কাজের জন্য তার হাসপাতালের উন্নতি ও আধুনিকিকরনের জন্য সবার কাছে একটা প্রার্থনা রাখলাম।

দুঃস্থ মেধাবী ছাত্র ছাত্রীদের সাহায্য কল্পে গঠিত

Dream Haven Public charitable Educational Trustসংস্থা আপনার সহানুভূতিপূর্ণ অনুদান ধন্যবাদসহ গ্রহণ করবে।

Donation is Exempted U/S 80G

Vide order No. 80G/cit/slg/tech/2010-11 dt. 19-8-2010

approved from 07--12-2009

visit : www.dreamhaven.in (Phone : 0353-2526076)

'মুকুন্দ মালঞ্চ', ১৮ রাসবিহারী সরনি, হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি

দুঃস্থরা আবেদন করতে পারেন

সকলকে শারদীয়ার শুভেচ্ছা

মুক্তা হোটেল

এস এন বোস পেট্রোল পাম্পের বিপরীতে,

হিলকার্ট রোড, শিলিগুড়ি

মোবাইল --৭৬০২২৪৩৪৩৩

দেবরাজ। এসবের বাইরে আবার রাজদীপবাবুর মা রাজশ্রী ঘোষের তরফেও একটি পুজোর আয়োজন হয়ে আসছে পশ্চিম মেদিনীপুরে।সেটিও নাড়াজোল রাজ পরিবারের পুজো হিসাবে চিহ্নিত। নাড়াজোল রাজ পরিবারের এই পুজো ৬০০ বছর অতিক্রম করেছে। রাজ পরিবারের মহিলারা পুজোর সব পুরনো প্রথা অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলছেন।

এই নাড়াজোল রাজ পরিবারের দুর্গাপুজো নিয়ে অনেক গল্প কথাও প্রচলিত রয়েছে।একবার বর্ধমান রাজার নায়েব উদয়নারায়ন ঘোষ রাজার অনুমতি নিয়ে মেদিনীপুর জেলায় শিকার করতে বের হন। দাসপুরের নাড়াজোল জঙ্গলে তিনি শিকার করেন। শিকার শেষ হওয়ার পর তিনি হঠাৎ লক্ষ্য করেন একটি বাজপাখিকে তাড়া করছে একটি বক।চমকে যান তিনি ওই দৃশ্য দেখে, রাতে বাড়ি ফিরে তিনি স্বপ্ন দেখেন যে ওই নাড়াজোল জঙ্গলে রয়েছে মা দুর্গার অষ্ট ধাতুর মূর্তি। মায়ের নির্দেশে এরপর জঙ্গল থেকে সেই মূর্তি উদ্ধার করে আনা হয়। নাড়াজোলের জঙ্গল সাফ করে তৈরি হয় বাড়ি। আর সেখানেই অষ্ট ধাতুর দুর্গা মূর্তির পূজা শুরু হয়।সেই সময়টি ছিল ৮২০বঙ্গাব্দ। এরপর নাড়াজোল রাজবাড়ি প্রতিষ্ঠা করেন উদয় নারায়ন ঘোষ।

সেখানে দুর্গাপুজোর সব নীতি বা বিধি তিনিই প্রচলন করেন। সেই প্রথা মেনে আজও অষ্ট ধাতুর দুর্গামূর্তিতে রাজবাড়ির দুর্গাপুজো হয়।যদিও নাড়াজোল রাজবাড়ি আজ ধ্বংসের পথে। সেইপুজোতে কোনও বলি প্রথা নেই। কেননা মায়ের পুজো হয় বৈষ্ণব মতে। আবার সেখানে রাজবাড়ির মহিলারা সেখানে পুস্পাঞ্জলি দিতে পারেন না। এমনকি তারা বেল পাতা বা প্রসাদও নিতে পারেন না।সেখানে মায়ের সঙ্গে লক্ষী, সরস্বতী, কার্তিক বা গণেশ থাকেন না। মা একাই পূজিত হন। অষ্টধাতুর মূর্তি হওয়াতে তা বিসর্জন হয় না। নিরঞ্জন হয় ঘট ডুবিয়ে।

বিগত দুবছর করোনা থাকায় সেভাবে পুজো হয়নি বললেই চলে। এবারে কিন্তু নিষ্ঠার সঙ্গে সাড়ম্বরেই সেখানে পুজো হতে চলেছে। পর্যটকরাও এবারে সেখানে পুজো দেখার জন্য আসতে পারবেন। পর্যটকরা যাতে সুন্দর ভাবে সেই ঐতিহাসিক পুজো দেখতে পারেন সেজন্য রাজবাড়ির ভিতরে পাঁচটি কামরার হোম স্টের ব্যবস্থা হচ্ছে। রাজবাড়ির ইতিহাস ঘুরে দেখা ছাড়াও রাজকীয় খাবারদাবার সেখানে খেতে পারেন পর্যটকরা। রাজবাড়িতে রাত্রিযাপন করে পুজো দেখার এক নতুন ব্যবস্থা এবার সেখানে। প্রসঙ্গত মেদিনীপুরের স্বাধীনতা আন্দোলনেও জড়িয়ে রয়েছে এই নাড়াজোল রাজ পরিবারের নাম। এখন হেরিটেজ স্বীকৃতি মেলায় সেই রাজবাড়ি সংস্কারের কাজও শুরু হয়েছে। সেই ইতিহাস ধ্বংস হতে বসেছিল।

সকলকে শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা ঃ

মহিষাসুর মর্দিনী অনুষ্ঠানের জন্য যোগাযোগ করুন ঃ

সুকুমার ঘোষাল

রুদ্রবীনা গোষ্ঠী

মহানন্দা পাড়া, শিলিগুড়ি

যোগাযোগ নম্বর - ৯৮৩২০০৯৪৭৫

মেদিনীপুরে ঐতিহাসিক নাড়াজোল রাজ পরিবারের দুর্গা পুজোর মজাই অন্যরকম

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ পশ্চিম মেদিনীপুরের নাড়াজোল রাজ পরিবারের দুর্গাপুজোর ঐতিহ্য একদম অন্যরকম। এপুজোর স্বাদই আলাদা। নাড়াজোল রাজ পরিবারের উত্তরসূরী হিসাবে বেঁচে রয়েছেন রাজদীপ ঘোষ। তাঁর তরফে পশ্চিম মেদিনীপুরের আবাসগড়ে পুজোর আয়োজন করেন রাজদীপবাবু। শোনা যায়, রানী রাসমনি আবাসগড়ের এলাকাটি একসময় দান করেছিলেন নাড়াজোল পরিবারের পূর্ব পুরুষদের। সেই আবাসগড়ে পুজো হয় প্রাচীন ঐতিহ্য মেনে । কলকাতাতেও নাড়াজোল রাজ পরিবারের তরফে রাজদীপবাবু পুজোর আয়োজন করেন। রাজদীপবাবুর পুত্র দেবরাজ ঘোষ মহাষষ্ঠী থেকে কলকাতার পুজোতে আনন্দে মেতে ওঠেন। মহা অষ্টমী পর্যন্ত সেই পুজোর আনন্দ চলার পর দেবরাজ চলে যান পশ্চিম মেদিনীপুরের আবাসগড়ে। সেখানে নবমী থেকে বাজির ধুমের সঙ্গে আনন্দ করেন

With Best Compliments From :~

Ph. : 0353-2526499
Cell : +91 9679640492
E-mail : ghoshsamrat18@yahoo.com

SHAMBHUNATH GUEST HOUSE

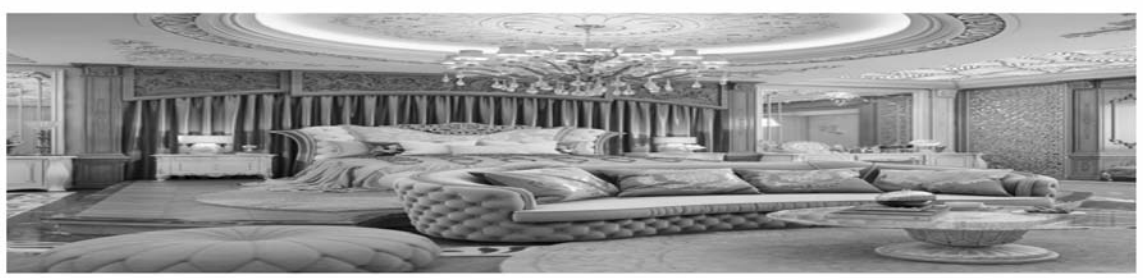

Making Luxury Affordable

Rasiklal Ghosh Sarani, Opp. Hotel Gateway
Sevoke Road, Siliguri, Pin - 734001, W.B.

বাংলা ও বাঙালির দুর্গাপুজো এবার সার্বজনীন হলো

পার্থ চৌধুরী

(বিশিষ্ট নাট্য ব্যক্তিত্ব , বাবু পাড়া, শিলিগুড়ি)

বাংলা ও বাঙালির দুর্গাপুজো এবার প্রকৃতার্থে সার্বজনীন হলো। এই পুজোকে বিশ্বের অন্যতম ঐতিহ্যপূর্ণ অনুষ্ঠান হিসাবে মান্যতা দিল ইউনেস্কো। এই প্রথম বাংলার কোন পার্বণে এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ শিলমোহর পড়লো আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের। এই ঘটনা বাস্তবিকই আনন্দের এবং গর্বের। রাজ্য সরকার তাই প্রাক পূজাকালে এই ঘটনাকে স্মরনীয় করে রাখতে রাজ্যব্যাপী বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার আয়োজন করেছিল এবং তা সফলভাবে সম্পন্নও হয়েছে সর্বত্র।

তবে আমরা অনেকেই এ ঘটনা ঘটবার নেপথ্য কাহিনী সম্যকভাবে জানতে পারিনি। হঠাৎ করে কিন্তু ঘটনাটি ঘটেনি। এর পেছনে যিনি দীর্ঘদিন ধরে নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়েছেন তিনি তপতী গুহ ঠাকুরতা। একজন তন্বিষ্ট গবেষক এবং ইতিহাসবিদ। প্রেসিডেন্সী কলেজের এই প্রাক্তন অধ্যাপিকা দীর্ঘ প্রায় কুড়ি বছর ধরে গবেষণা চালিয়েছেন দুর্গাপূজা নিয়ে। পরবর্তীতে ইউনেস্কোর সঙ্গে যোগাযোগ করে তাঁদের নির্দ্ধারিত পদ্ধতি মেনে সমস্ত দুর্গাপূজা সংক্রান্ত নথিপত্র, আলোকচিত্র, ভিডিও ইত্যাদি জমা দিয়েছেন। তারই ফলশ্রুতিতে আজ ওয়ার্ল্ড হেরিটেজের তকমা প্রাপ্তি।

অথচ মিডিয়া তাঁর সম্পর্কে আশ্চর্যজনকভাবে কেন দীর্ঘদিন যাবত নীরবতা পালন করলো জানা গেল না। সেন্টার ফর স্টাডিজ ইন সোশাল সায়েন্সের এই ডিরেক্টর যে গৌরব আমাদের উপহার দিলেন তার বিনিময়ে তাঁর এই গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ বিষয়ে সবাই জানুক, এই সম্মানটুকু কি তাঁর প্রাপ্য ছিল না? নিদেনপক্ষে খবরের কাগজে তাঁকে নিয়ে কোন স্টোরিওকরা গেল না! এটা অত্যন্ত দুঃখের এবং লজ্জারও।

তবে শেষ পর্যন্ত মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী গত ১ সেপ্টেম্বর২২ রাজ্যজুড়ে শোভাযাত্রার দিনে অনুষ্ঠান মঞ্চে তাঁকে সম্বর্দ্ধিত করায় খানিকটা মান রক্ষা হয়েছে। যদিও পরবর্তীতে এ বিষয়ে প্রশ্নের উত্তরে তিনি গৌরবের ভাগ একা নিতে রাজি হননি। বলেছেন, এই সম্মান সমষ্টিগত প্রচেষ্টার প্রাপ্তি। রাজ্যের আমলাবৃন্দ প্রেরিত প্রাসঙ্গিক নোটেরও ভূমিকারও তিনি সপ্রশংস উল্লেখ করেছেন।

যাকগে, খেতাব প্রাপ্তির পোস্ট মর্টেম বাদ দিয়ে সরাসরি পুজোয় ঢোকা যাক। আসলে দেবী দুর্গা এবং পূজা এই শব্দদুটির সঙ্গে আপাতভাবে ধর্মের যোগ থাকলেও দুর্গাপূজা ধর্মের পরিধিতে আটকে পড়েনি। ধর্মকে অতিক্রমকরে মিলন মেলায় পরিনত হয়েছে। উৎসবের এমন এক আবহ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে এই পুজো যেখানে ধর্ম বাধা হয়ে উঠতে পারেনি। তাইতো বহু পূজা কমিটিতেই ভিন্ন ধর্মের মানুষেরাও সামিল হন স্বতস্ফূর্তভাবে । এমন কি কোন জায়গায় মুসলমানেরা গরিষ্ঠ সংখ্যায় থেকেও কমিটি গড়ে হিন্দুদের পূজা করছেন এমন দৃষ্টান্তও আছে।

দুর্গা আসলে ঘরের মেয়ে উমা রুপেই মান্যতা পেয়েছে বাংলায়। হিন্দু-মুসলমান পরিবার সকলের কাছেই তাই আপন হয়ে উঠতে অসুবিধে হয়নি দুর্গার।

আমার মনে হয় ইউনেস্কো দুর্গোৎসবের ব্যাপ্তি, রুপ-রস-বর্ণ-গন্ধের বিচার যেমন করেছে, তেমনি এই উৎসবের অন্তরঙ্গের উদার আহ্বানের দিকটি বিচার করেই বিশ্বের ঐতিহ্যপূর্ণ অনুষ্ঠানের তকমাটি প্রদান করেছে।

আর এখানেই দুর্গোৎসবের মহিমা।

WITH BEST COMPLIMENTS FROM :

BASU DUTTA

FAL BAZAR ROAD
GHOGOMALI
SILIGURI

শক্তিরসে মজে কবি রচিলেন ইতিহাস

বাবলী রায় দেব
(বিশিষ্টলেখিকা,সুভাষ পল্লী, শিলিগুড়ি)

"*কৃত্তিবাস পন্ডিত মুরারি ওঝার নাতি।/যাঁর স্কন্দে বিরাজ করেন সরস্বতী*"।। --**কবি কৃত্তিবাস ওঝা।**

বৈদেশিক হানাদারদের আক্রমণে দেশ তখন ক্ষতবিক্ষত। মধ্যযুগের তমোনিশা গ্রাস করেছে বোধবুদ্ধি। দূরদূরান্ত পর্যন্ত কেবলই নিকষ কালো অন্ধকারাচ্ছন্ন ভবিষ্যৎ। মন্দির-উপাসনালয়, শিক্ষাস্থল, গুরুকুল বিধর্মীদের ধ্বংসসাধনে নিশ্চিহ্নপ্রায়। হিন্দু সভ্যতা,সংস্কৃতি নিভু নিভু। জ্ঞানের আলো নির্বাপিত।ধর্মান্তকরণ, হিন্দু নিধনের ফলে জনজোয়ারে তখন প্রবল ধ্বস। নিজ দেশের মাটিতে ভিনদেশী শাসকদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ এবং অবশিষ্ট হিন্দুদের একটি বড়ো অংশ ধর্ম রক্ষার তাগিদে আত্মহত্যা করেছেন, কেউ বা স্বেচ্ছায় ইসলাম ধর্ম ধারণ করে ভিনদেশী শাসকদের দাশ-এপরিণত হয়ে কাপুরুষতার নিদর্শন রেখেছেন আরকেউ, ধর্ম রক্ষার্থে ভিটেমাটি ছেড়ে অন্যত্র গিয়ে বাসা বেঁধেছেন। বাকি জীবন হিন্দু অস্তিত্বকে রক্ষার জন্য চালিয়ে গেছেন নিরন্তর সংগ্রাম। তেমনি এক সংগ্রামী হিন্দু ছিলেন রাঢ়ীয় ব্রাহ্মন নরসিংহ মুখোপাধ্যায়।পারিবারিক শিক্ষকতা বৃত্তির জন্য তাঁদের উপাধি ছিল 'উপাধ্যায়' যা পরবর্তীকালে 'ওঝা' রুপে লোকমুখে প্রচার পায়।

সেই সময় বঙ্গদেশের রাজা ছিলেন 'বেদানুজ'। নরসিংহ ছিলেন রাজা বেদানুজের রাজ সভার এক অমাত্য । বেদানুজের রাজ্য আক্রান্ত হলে রাজসভার অমাত্যপদ ছেড়ে নদিয়ার ফুলিয়া গ্রামে এসে সপরিবারে বসতি স্থাপন করেন সিংহ পুরুষ নরসিংহ।তাঁর পুত্র ছিলেন গর্ভেশ্বর এবং গর্ভেশ্বরের জ্যৈষ্ঠ্যপুত্র ছিলেন মুরারি। মুরারির একাধিক পুত্রের মধ্যে একজন ছিলেন বনমালী। তাঁর জৈষ্ঠ্য পুত্ররুপে ১৩৮৯ খ্রিস্টাব্দের মাঘ মাসের শ্রীপঞ্চমী তিথিতে রবিবার নদীয়ার ফুলিয়া গ্রামকে আলোকিত করে যে শিশু জন্মগ্রহণ করেছিলেন তিনি বিগত সাতশত বৎসর ধরে বাঙালির মনে রাজত্ব করছেন।আপামর বাঙ্গালীর ঘরে পৌঁছে দিয়েছিলেন বাঙালির প্রাণের উৎসব দুর্গাপুজোর স্রষ্টা

WITH BEST COMPLIMENTS FROM :

সবার সেরা-
গোরুমারা'র সেরা ঠিকানা

PANCHAVATi FOREST RESORT

GORUMARA NATIONAL PARK
LATAGURI-735219, DIST. JALPAIGURI
Cell : 98320-68303 / 60164, 94743-83828 Ph. : 03561-266284
www : panchavatiforestresort.com

সকলকে শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা ঃ

সাহা পরিবারের পক্ষে
উত্তম কুমার সাহা

মাঁতারা ডিস্ট্রিবিউটার্স
সূর্যনগর, শিলিগুড়ি

মহানন্দার দূষন উদ্বেগজনক

জ্যোৎস্না আগরওয়ালা
(বিশিষ্ট পরিবেশবিদ)

সকলকে শারদীয়ার শুভেচ্ছা। করোনা পরিস্থিতি বিগত দুবছর দুর্গাপুজোর আনন্দ ম্লান করে দিয়েছিল। এবার তেমন পরিস্থিতি নেই। অন্ধকার দূর হয়ে সূর্য আবার উঠছে। কিন্তু সূর্য উঠলেই হবে না। আমাদের কিন্তু কতগুলো বিষয়ে অত্যন্ত সচেতনতা প্রয়োজন। সেইসব সচেতনতার বিশেষ দিক হলো পরিবেশ। আমাদের পরিবেশ সুস্থ স্বাভাবিক না থাকলে কিন্তু আমরা কেউ বাঁচবো না। দিনকে দিন আমরা এই পরিবেশের অবনতি ঘটিয়ে চলেছি।এই পরিবেশের মধ্যেই চলে আসছে নদী বা জল দূষন। আজকের এই লেখায় আমি শিলিগুড়ির মহানন্দা নদী দূষন নিয়ে বলছি। শিলিগুড়ির লাইফ লাইন হলো মহানন্দা নদী। অথচ বহু দিন ধরে এই নদীকে মেরে ফেলার প্রয়াস চলছে। দিনের পর দিন নদীতে ফেলা হচ্ছে বর্জ্য। নদীর চার পাশে অবৈধ নির্মান হয়ে আসছে বছরের পর বছর। নদীর ধারে শৌচালয় পর্যন্ত তৈরি হয়েছে। তারপর আবার খাটালতো আছে।নদীতে গরু মোষ স্নান করানো থেকে বহু মানুষের প্রাতঃকৃত্য সারার ঘটনা নিত্যদিনের। এর বাইরে আবার প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগ, থার্মোকল ফেলার ঘটনাতো আছেই।

ফলে নদীকে নর্দমায় রুপ দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে চূড়ান্ত অবহেলায়। অথচ নদী মরে গেলে মানুষেরও ক্ষতি। পুরো বাস্তুতন্ত্রে তার প্রভাব পড়ছে।নদী এই পরিবেশের বিরাট গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। শিলিগুড়িতে মহানন্দা নদীর এই মরে যাওয়া রুখতেই আমরা তৈরি করেছিলাম মহানন্দা বাঁচাও কমিটি। সেই কমিটির নেতৃত্বে আমাদের আন্দোলন শুরু হয়। শেষমেষ আমি আদালতের শরনাপন্ন হয়েছি।

মহানন্দা নদীর এই দূষন ঠেকানোর বিষয়টি নিয়েই গত ২০২১ সালের জুলাই মাসে গ্রীন ট্রাইবুনালে মামলা দায়ের করি আমি। সেই মামলায় আমিউল্লেখ করি,মহানন্দা নদীর দুধারে খাটালের সঙ্গে অবৈধ দখলদারেরা বসে রয়েছে। মহানন্দার জল দূষিত। মহানন্দার আশপাশে বৃক্ষরোপন এবং বায়োডাইভারসিটি পার্ক তৈরিরও আবেদন করি। গ্রীন ট্রাইবুনাল আমার সেই আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহনের নির্দেশ দেয় প্রশাসনকে। তারপর শুনানীর বিভিন্ন তারিখে বিভিন্ন সরকারি দপ্তরকে নদী ভালো রাখার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহনেরও নির্দেশ দেয় গ্রীন ট্রাইবুনাল। কিন্তু আজও কার্যত গ্রীন ট্রাইবুনালের নির্দেশিকা কার্যকর হয়নি। তাই আগামী ১০ অক্টোবর পরবর্তী শুনানীর আগে সংশ্লিষ্ট মহলকে আমরা চিঠি পাঠাবো গ্রীন ট্রাইবুনালের নির্দেশিকাগুলো কার্যকর করার জন্য, তাতেও কাজ না হলে ১০ অক্টোবর গ্রীন ট্রাইবুনালকে আমি আবারও সব কিছু জানাবো। আমার পক্ষে আইনজীবী রয়েছেন অমলেশ রায়। দেখা যাক এখন কি হয়। তবে আমি বলবো সব মানুষেরও সচেতনতা প্রয়োজন। আজ এক ভয়াবহ দূষিত নদী হয়ে উঠেছে মহানন্দা. পরিস্থিতি সত্যিই উদ্বেগজনক।

এরপর আরও কিছু কথা না বললেই নয়। মহানন্দাকে বাঁচানোর অঙ্গ হিসাবে মহানন্দার চর দখল রুখতে সূর্যসেন পার্কের পাশে আমরা অনেক বছর ধরে পৌষ মেলা করে আসছি। এই মেলার মাধ্যমে স্থানীয় সংস্কৃতিকে মেলে ধরা হয়। উত্তরবঙ্গের লোক সংস্কৃতির প্রতিফলন ঘটেসেখানে। বিভিন্ন সঙ্গীত শিল্পী এবং নৃত্য শিল্পীরা এই অনুষ্ঠানের জন্য সারা বছর ধরে মুখ উঁচিয়ে বসে থাকেন, কবে পৌষ মেলা শুরু হবে। বহু প্রতিভাবান শিল্পীকে মঞ্চ দেওয়া হয় পৌষ মেলায়। অনেকের সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ ঘটে পৌষ মেলার মঞ্চ ব্যবহারের মাধ্যমে। বহু মানুষ, শিল্পী চান এই পৌষ মেলার আসর বসুক ধারাবাহিকভাবে। বিগত দুবছর করোনার জন্য মেলা বসেনি। এবার আমরা আবারও ভাবছি মেলা নিয়ে। ডিসেম্বরের শেষে মহানন্দার ধারে পিঠেপুলির সঙ্গে বৈচিত্রময় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সবমিলিয়ে এক অন্য পরিবেশ তৈরি করে ।এবারও আমরা ভাবছি এই মেলা নিয়ে। একটা বাধা, প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির চেষ্টা চলছে মেলা ঘিরে। কিন্তু মহানন্দার চর দখল রুখতে মেলা আয়োজনের ধারাবাহিক অভ্যাস অব্যাহত থাকতে পারে আপনাদেরই সহযোগিতায়। আর একটি কথা,এই মেলা থেকে যে অর্থ আসে আমাদের তা দিয়ে আমরা সারা বছর ধরে বিভিন্ন সামাজিক ও মানবিক কাজ করি। দুঃস্থ ও মেধাবীদের বই কিনে দেওয়া থেকে শুরু করে কন্যাদায়গ্রস্ত পিতাকে মেয়ের বিয়ের জন্য সাহায্য করা সবই করা হয় ।তাই আপনারা মতামত দিন, সঙ্গে থাকুন। ভালো থাকুন ।পুজো কাটুক ভালোভাবে। জাতিধর্ম নির্বিশেষে পুজো হোক সকলের।

(লেখিকা একজন সমাজসেবী ও পরিবেশবিদ। তিনি মহানন্দা বাঁচাও কমিটি এবং উত্তরবঙ্গ পৌষ মেলা কমিটির প্রধান কর্ণধার)

‘শ্রীরাম’এর নাম। রচনা করেছিলেন অমর মহাকাব্য--‘শ্রীরামের পাঁচালি’। ঠিক ধরেছেন, তিনি কবি ‘কৃত্তিবাস ওঝা’।

কবি কৃত্তিবাসের জন্মসাল নিয়ে পন্ডিতরা যথেষ্ট দ্বিধান্বিত। পন্ডিত এবং গবেষক সুখময় মুখোপাধ্যায়ের মতে কবির জন্ম ১৩৮৯ খ্রিষ্ঠ্ঠাব্দের ৩রা জানুয়ারি রবিবার। অন্যদিকে দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্যের উক্তি, ‘‘১৩৮৯ সনই তাঁহার জন্মাব্দ অবধারণ করা অধিকতর যুক্তিযুক্ত মনে করি। ” যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি জ্যোতিষ গণনার দ্বারা উল্লেখ করেছেন, ১৮৩২ খ্রিষ্টাব্দের ১২ই ফেব্রুয়ারি রবিবার রাত্রে কবি কৃত্তিবাস নিজ বাসগৃহে জন্মগ্রহণ করেন। পন্ডিত গোপাল হালদার মহাশয়ের মত, কবির জন্মসাল ১৪০৩ খ্রিস্টাব্দ। আবার ডঃ সুকুমার সেন এবং ভূদেব চৌধুরী প্রমুখের অভিমত, ১৩৯৯ খ্রিস্টাব্দ কবির জন্মসন এবং আধুনিক গবেষকদের মতে ১৪৪৩ মতান্তরে ১৪৪৪ খ্রিস্টাব্দে ৬ই জানুয়ারি কবি জন্মগ্রহন করেছিলেন। কবির নিজের ভাষায়--‘‘আদিত্যবার শ্রীপঞ্চমী পুণ্য মাঘমাস। /তথি মধ্যে জন্ম লইলাম কৃত্তিবাস।।”

আচার্য্য দীনেশচন্দ্র সেন তাঁর ‘বঙ্গভাষা ও সাহিত্য ’ গ্রন্থে কবির আত্মপরিচয়ে জন্মসাল উল্লেখ পর্বে কবির উদ্ধৃতিকেই স্বীকৃতি দিয়েছেন।

পিতামহ মুরারী প্রদত্ত নামে খ্যাত কৃত্তিবাস এগারো বৎসর বয়স পর্যন্ত পিতা এবং পিতামহের কাছ থেকে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। বারো বছর বয়সে উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য বড়গঙ্গা অর্থাৎ পদ্মানদী পার করে উত্তরদেশে যান। সেখানে বিভিন্ন স্থান ভ্রমণ করেন এবং গৌড়ের বিখ্যাত পন্ডিত রায়মুকুট আচার্য চূড়ামণি বৃহস্পতি মিশ্রের কাছে শিক্ষাগ্রহণ শুরু করেন। দিনটি ছিল ১৪৫৪ খ্রিস্টাব্দের ৪ই জানুয়ারি। এ প্রসঙ্গে কবির উদ্ধৃতি --‘‘এগারো নিবড়ে যখন বারোতে প্রবেশ। /হেন কালে পড়িতে গেলাম উত্তর দেশ।।/বৃহস্পতিবার ঊষা পোহালে শুক্রবার।/পাঠের নিমিত্ত গেলাম বড় গঙ্গা পার।।”

এরপর যান উত্তরবঙ্গের বিখ্যাত আচার্য দিবাকরের কাছে। তাঁর কাছে প্রাপ্ত জ্ঞান প্রসঙ্গে কবির বক্তব্য-- তথায় করিলাম আমি বিদ্যার উদ্ধার।/যথা যথা যাই তথা বিদ্যার বিচার।।/সরস্বতী অধিষ্ঠান আমার শরীরে। /নানা ছন্দে নানা ভাষা আপন হৈতে স্ফূরে।।

সসন্মানে বিদ্যার্জন করার পর আশীর্বাদস্বরুপ আচার্য দিবাকর সর্বসাধারণের জন্য বঙ্গভাষায় রামায়ণ গান বা পাঁচালি রচনার আদেশ দিলেন। গুরুর আদেশ মাথায় নিয়ে কবিবর বাইশ বছর বয়সে বাড়ি ফিরে তৎকালীন গৌড়ের অধিপতির দর্শন পাওয়ার বাসনায় সাতটি শ্লোক রচনা করে তার দরবারে পাঠালেন। শ্লোকগুলির একটি ছিল--‘‘ রাজ পন্ডিত হব মনে আশা করে,/পঞ্চ শ্লোক ভেটিলাম রাজা গৌরেশ্বরে।”গৌড়েশ্বর কবির শ্লোকপাঠ করে মুগ্ধ হন। রাজ দরবারে তাঁকে ডেকে নিয়ে পরিচয় জানতে চাইলে কাব্যচ্ছলে নিজের পরিচয় দিলেন কবি--‘‘ মালিনী নামেতে মাতা,পিতা বনমালী। /ছয় ভাই

জয় মা তাঁরা
গোপাল শাস্ত্রী
Mob. : 98323-25692 ( )
কুষ্ঠিবিচার, শত্রুদমন, বিবাহে বাধা, শিক্ষা, চাকুরি
বাস্তুদোষ, মামলা, মোকদ্দমা ও বিভিন্ন
সমস্যা ২২ দিনে সমাধানে বিশেষ পারদর্শী।
১০০% গ্যারান্টি
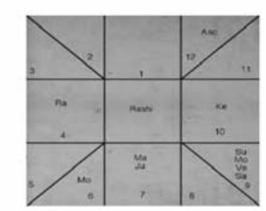
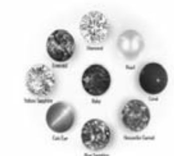
গ্রহরত্ন, তাবিজ, কবজ, টোটকা-এর
দ্বারা সৌভাগ্য ফিরিয়ে আনা হয়।
চেম্বার ঃ ‘‘অঞ্জলী অ্যাপার্টমেন্ট” দক্ষিণ ভারত নগর, কল্পনা দত্ত সরণী, ওয়ার্ড নং-২৪, শিলিগুড়ি

উপজিল সংসারে গুনশালি।।” কবির কাব্যমালায় মুগ্ধ রাজা কবিকে রাজকীয় মর্যাদায় ভূষিত করে ‘সভাকবি’র পদে অভিষিক্ত করবার বাসনা প্রকাশ করলে কবি সগর্বে জানান--“কারো কিছু নাই লই করি পরিহার। /যথা যাই তথায় গৌরব মাত্র সার।”

রাজ সন্মান সসন্মানে প্রত্যাখান করে কবি সংস্কৃতে রচিত আর্য্য ‘রামায়ণ’ পাঁচালি আকারে বাংলা ভাষায় রচনার কাজে মন দিলেন। সৃষ্টি হলো কবির অমরকীর্তি-- ‘শ্রীরামের পাঁচালি’। বাঙালি ডুব দিল শ্রীরামের নামগানে। গবেষকদের মতে,রামায়ণ গান রচনার ক্ষেত্রে কবি গৌড়েশ্বরের আন্তরিক সহযোগিতা পেয়েছিলেন এবং তাঁর উৎসাহেই কবি রচনা করেছিলেন ‘শ্রীরাম পাঁচালি’।

কবি নিজ আত্মপরিচয়ে জন্মসালের মতো কাব্য রচনার সময় কাল এবং পৃষ্টপোষক রাজার নাম কোথাও উল্লেখ করেননি। ফলে এক্ষেত্রেও পন্ডিতদের মধ্যে মতানৈক্য দেখা যায়। অনেকের মতে সেই সময় গৌড়ের সুলতান ছিলেন জালালউদ্দীন মাহমুদ শাহ যার শাসনকাল ছিল ১৪১৮ থেকে ১৪৩১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এবং তার উৎসাহেই কবি শ্রীরামের পাঁচালি লেখা শুরু করেন। আবার সুখময় মুখোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র মজুমদার প্রমুখ পন্ডিতদের মতে সুলতান রুকনুদ্দিন বারবাক শাহ ছিলেন পৃষ্ঠপোষক রাজা যার রাজত্বকাল ছিল ১৪৫৫ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৪৭৬পর্যন্ত। কবি তার উৎসাহতেই শ্রীরামের পাঁচালি রচনা করেন কিন্তু যাদের হাতে হিন্দু সভ্যতা এবং সংস্কৃতি ধ্বংসপ্রাপ্ত হচ্ছিল, তারা কিরুপে এই মহৎ কর্মে উৎসাহ জোগাবেন, সে বিষয়ে অনেক পন্ডিতই সন্দেহ প্রকাশ করেন। সেজন্যই হয়তো অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, দীনেশচন্দ্র সেন সহ অন্যান্য পন্ডিতগন পৃষ্টপোষক রাজা হিসাবে ‘রাজা গণেশ’ এর নামকেই প্রাধান্য দিয়েছেন যাঁর শাসনকাল ছিল ১৪১৫ থেকে ১৪১৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। অন্যদিকে ডঃ সুকুমার সেনসহ আরও অনেকে পৃষ্টপোষক রাজা হিসেবে ‘কংসনারায়ণ’এর পক্ষে মত পোষণ করেন।

১৪৮৬ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেছিলেন চৈতন্য মহাপ্রভু। মহাকবি তুলসীদাস জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১৪৯৭ মতান্তরে ১৫৩২ খ্রিস্টাব্দে। একজন বাংলার মাটিতে অপরজন সর্বভারতীয় স্তরে হিন্দু জাগরণের ডাক দিয়েছিলেন মধ্যযুগীয় বাতাবরনে এবং উভয়েই ছিলেন কবি কৃত্তিবাসের উত্তরসূরী। সংস্কৃত ভাষায় রচিত রামায়ণকে প্রাদেশিক ভাষায় প্রথম অনুবাদ করার কৃতিত্বর সঙ্গে সঙ্গে দেশের মাটিতে তাঁদের পূর্বসূরি হিসেবে হিন্দু জাগরণের ডাক দিয়েছিলেন কিন্তু বাঙ্গালী কবি কৃত্তিবাস ওঝাই। একজন কবি হওয়ার পাশাপাশি তিনি ছিলেন একজন দক্ষ দার্শনিক। দর্শন করেছিলেন তৎকালীন বাংলা তথা দেশমাতৃকার দুর্দশা। মুসলিম আগ্রাসনে দেশের পুণ্যভূমির রক্তাক্ত মাটিতে কলুষিত মানুষের মনমস্তিস্ক তখন দিশেহারা। অজ্ঞানে আচ্ছাদিত। হিন্দু সমাজের ওই অস্তিত্ব সংকট কালে ভক্তিরসে সিক্ত কবির মন বাঙলার হিন্দু সমাজকে জাগরিত করার সংকল্প নেয়।

মায়ের পূজা করার অর্থ কি?

সজল কুমার গুহ
(শিবমন্দির, শিলিগুড়ি.সম্পাদক -- আন্তর্জাতিক বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি সমিতির শিলিগুড়ি শাখা)

ফেসবুকের মাধ্যমে কোনো একজনের ভাবনা অনেকের মতো আমার মনকেও ছুঁয়ে গেছে। সত্যিইতো, অসহায় নিপীড়িত দরিদ্র মানুষের জন্য কি আমাদের করার কিছুই নেই? তাহলে ঘটা করে মায়ের পূজা করার অর্থ কি? আমরা যদি সত্যি সত্যিই জগৎজননী মাকে ভালবাসি ও শ্রদ্ধা সম্মান করি তাহলে এমনটা হতে পারে না।পূজার নামে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে আড়ম্বরপূর্ণ মন্ডপ, প্রতিমা ও আরও অনেক চটকদারি প্রতিযোগিতার নামে কোন অর্থ হয় না। সেই অর্থে নিজেকে মায়ের প্রকৃত সন্তান ভাবলে, মা-কে শ্রদ্ধা সন্মান করলে এমনটা হতে পারে না।

জগৎজননী দুর্গাকে স্মরণ করে আধ্যাত্মিক চেতনাবোধ জাগলে এমনটা হতে পারে না। তখন সবার মঙ্গলের কথা চিন্তা চেতনায় আসবেই এবং অন্যের জন্য বিশেষ করে অসহায় নিপীড়িত মানুষের জন্য কিছু করার মানসিকতা তৈরি হবেই। দুর্গা পূজা করাতে কোন অসুবিধা বা আপত্তি নেই কিন্তু যে পূজা শুধু আড়ম্বরপূর্ণ সেখানে মা জগদ্ধাত্রী, দুর্গা,কালী কেউ অবস্থান করে বলে মনে করি না। আধ্যাত্মিক জগতের সব মা চান তাঁদের সব সন্তানযেন দুধে ভাতে থাকে। তাঁরা চান না তাদের কোন সন্তান কষ্টে থাকুক আবার কোনো সন্তান উচ্ছৃঙ্খল অমানুষ হোক। তাঁরা সর্বভুতের মঙ্গল চান।

দুর্গাপূজা বা অন্য যে কোনো পূজার অর্থ নিজেকে আরও বেশি সমৃদ্ধ করা চিন্তভাবনা চেতনা ইত্যাদিতে।

দুর্গা পূজা হোক শপথের, প্রত্যেকের বৃত্তি প্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রিত হোক কারণ ষড় রিপুর তাড়নায় আমরা বেশিরভাগই জর্জরিত অহরহ। কেবলমাত্র আড়ম্বরপূর্ণ পূজার ভাবনা চিন্তা বাদ দিয়ে বিপুল খরচের একটা মোটা অঙ্ক অসহায় নিপীড়িত মানুষের জন্য ব্যয় করার মন মানসিকতা তৈরি করে সেই ভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে প্রতিটি পূজা কর্তৃপক্ষের। এমন ভালো কাজে জগৎজননী মা যে খুশি হবেন তা নিশ্চিত। তাঁরা চান জাতি ধর্ম বর্ণ সম্প্রদায় নির্বিশেষে তাঁদের সব সন্তান সন্ততি যেন সুখে থাকে হিংসা মারামারি লোভ লালসা ভ্রষ্টাচার ইত্যাদি মুক্ত হয়ে, তবেই না মাতৃবন্দনা বা পূজাপাঠ ধর্ম পালনের সার্থকতা। এটা নিশ্চিত, শুদ্ধ সুন্দর সুস্থ থাকার ভাবনা চিন্তা এবং সৎ কর্মে নিয়োজিত থাকা অত্যন্ত জরুরি।

আগামী দুর্গাপূজা ও সব ধর্মের অন্যান্য অনুষ্ঠান ভালো কাটুক। শান্তি আসুক সারা বিশ্বে।

মা আসছেন

রুপকথা চট্টোপাধ্যায়
(অষ্টম শ্রেণী, লেকটাউন , শিলিগুড়ি)

শরতের আকাশে পেঁজা তুলোর মতো মেঘ ভেসে বেড়ায়,ভোরের হিমেল হাওয়ায় শিউলি ফুলের সুবাস, ঘাসের ডগায় শিশিরের রুপোলি বিন্দু মনে করিয়ে দেয় দুর্গতিনাশিনী মা আসছেন। আমরা ধীরে ধীরে কোভিড মুক্ত হয়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে শুরু করেছি। পুজো মানেই অনেক আনন্দ, হইহুল্লোড় ।পড়াশোনার কোনো চাপ নেই। দারুণ মজা।

দুর্গাপুজো এবার ইউনেস্কো-তে আন্তর্জাতিক সম্মান পেয়েছে। এজন্য বাঙালি হিসেবে আমরা সবাই গর্বিত। এসময়ে অনেকগুলো শারদপত্রিকা বের হয়। এখানকার খবরের ঘন্টা সহ অনেক ক্লাব থেকে স্মারক-পত্রিকা বের হয়েছে এবং সেখানে বড়দের সাথে কচিকাঁচাদের লেখাও ছাপা হয়েছে। অবসর সময়ে সেগুলো পড়তে ভালো লাগে। আমাদের বাড়ির পাশেই রয়েছে দুটো সার্ব্বজনীন দুর্গাপুজোর মন্ডপ ।সেখানে পঞ্চমী ও ষষ্ঠীর দিন দুঃস্থ মানুষদের বস্ত্র বিতরণ করা হয়। মহাষ্টমীর দিন পুস্পাঞ্জলির পর প্রায় পাঁচশো জন লোককে ভোগ বিতরণ করা হয় এবং সবাই পেট পুরে প্রসাদ খায়। সন্ধ্যেবেলায় পুজোমন্ডপে শঙ্খধ্বনি, উলুধ্বনি এবং আরতির প্রতিযোগিতা ও গান বাজনার অনুষ্ঠান থাকে। আমরা সবাই মিলে সেই আনন্দ উপভোগ করি ।রাতে বাবার সাথে ঠাকুর দেখতে বের হই। তাতেও মজা কম হয় না। তবে এবারের পুজোয় বৃষ্টির একটা আশঙ্কা থেকেই যাচ্ছে।

মায়ের কাছে প্রার্থনা করি সবার পুজো খুব ভালো কাটুক। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, আনন্দে থাকুন।

তাতারবাহিনীর রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে মহর্ষি বাল্মিকীর রামায়ণকে নিজের মতো সরল বাংলায় অনুবাদিত করলেন মুরারীপৌত্র। লোকের মুখে মুখে প্রচারিত হলো তাঁর অমর সৃষ্টি---শ্রীরামের পাঁচালি।

শ্রীরামের অমৃতনাম তিনি প্রোথিত করলেন বাঙালির মনমন্দিরে। বাল্মিকী রামায়ণ ছিল প্রাচীন ভারতবর্ষের রক্ষাকবচ আর কৃত্তিবাসের রামায়ণ বাঙালিকে দিল শান্ত স্নিগ্ধ জীবনদর্শন যার নির্ভয় আশ্রয়ে নতুন করে ভক্তিরসে নিমজ্জিত হলেন মধ্যযুগের মৃতপ্রায় বাঙালি সমাজ এবং তখন থেকেই বাঙালির মনমস্তিস্কে কৃত্তিবাসী রামায়ণ তথা শ্রীরামের পাঁচালি চিরস্থায়ী প্রভাব বিস্তার শুরু করে। জীবনের সমস্ত রকম উথথান-পতন,ঝড়-ঝঞ্ঝা, মানসিক উত্তরণ এবং অবনমনের প্রতিটি পর্যায়ে 'রামলক্ষন সাথে আছে'শব্দগুচ্ছ শক্তির আধার হয়ে দাঁড়ায়। ধনী-দরিদ্র, উচ্চ-নীচ, জাত-পাত ভেদে সকলের মধ্যে শ্রীরাম পাঁচালির জনপ্রিয়তা লাভ করে অভূতপূর্বভাবে এবং এভাবেই বাঙালির ঘরে ঘরে পৌঁছে যায় শ্রীরামের নাম।

এ প্রসঙ্গে পন্ডিত রামচন্দ্র শুক্লার অভিমত,' বিদেশী হানাদারদের আক্রমনের ফলে হতাশা মানুষদের গ্রাস করেছিল-- তাঁর আসল উদ্দেশ্য ছিল , কবিতা নয় বরং সম্মনিত দেবতা এবং শক্তিপূজার উপাসনা করা। অর্থাৎ তিনি ছিলেন একজন ভক্ত এবং পরে কবি। সাহিত্যের মাধ্যমে ভক্তির ধারণাটি দিয়েছিলেন কৃত্তিবাস ওঝাই।' চুলচেরা বিশ্লেষণের মাধ্যমে বিশেষজ্ঞরা দেখিয়েছেন, রামায়ণের বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে একটি হল, রাবণকে পরাস্ত করতে শ্রীরামের শক্তিপূজন এবং কবি তাঁর মহাকাব্যটিতে শক্তিপূজনকেই গুরুত্ব দিয়ে বর্ণনা করেছেন, যার প্রতিফলন দেখা যায় বাংলার ঘরে ঘরে নারী-উপাসনা এবং আরাধনার মধ্যে । ভক্তিরসে নিমজ্জিত তাঁর এই মহান সৃষ্টি মধ্যযুগীয় সমাজব্যবস্থা এবং রাজনৈতিক স্তরে যে প্রভাব বিস্তার করেছিল তা স্থায়িত্ব লাভ করে পরবর্তী শতকগুলিতে।

হিন্দু জাগরণের ডাক দিয়ে দুর্গারুপে 'শক্তিপূজার প্রচলন' বাঙালির মনে গ্রথিত করেছিলেন কবি কৃত্তিবাস ওঝা, সে বিষয়ে আজ আর কোনো সন্দেহ নেই। সাত খন্ডে রচিত 'শ্রীরাম পাঁচালী' কবি লিখেছিলেন পয়ার এবং ত্রিপদী ছন্দে। 'শ্রীরাম পাঁচালী' রচনাকালে বাল্মিকীরচিত মূল রামায়ণকে আকরগ্রন্থ হিসেবে ব্যবহার করে কবি 'জৈমিনি ভারত', 'অদ্ভুত রামায়ণ', 'দেবী ভাগবত', 'মার্কন্ডেয় পুরাণ', 'পদ্মপুরাণ' সহ আরও বিখ্যাত সব মহাকাব্য, পুরাণ এবং তত্বগ্রন্থের সাহায্য নিয়েছিলেন এবং এই প্রসঙ্গে কবির স্বীকারোক্তি---''এসব গাহিল গীত জৈমিনি ভারতে।/সম্প্রতি যে গাই তাহা বাল্মিকির মতে'।। ''নাহিক এসব কথা বাল্মিকি রচনে।/বিস্তারিত লিখিত অদ্ভুত রামায়ণে।।"

বাল্মিকী রচিত রামায়ণের আক্ষরিক অনুবাদ কবি করেননি। তাঁর

রচিত রামগানে তিনি নিজের কল্পনাকে এমনভাবে সম্পৃক্ত করেছিলেন যাতে মনে হয় রামায়ণের প্রতিটি চরিত্রে বাস করছে আমাদের ঘরের মানুষ। সেজন্যই হয়তো আদি কবির রচিত গ্রন্থটি বাঙালির মন ও মননের উপযোগী হয়ে আজও বাঙালির ঘরে ঘরে রামের জীবন মাহাত্ম্য প্রচার করে চলেছে। এ প্রসঙ্গে আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের বক্তব্য,'' কৃত্তিবাস জানিতেন যে, যাহাদের জন্য তিনি কাব্য লিখিয়াছেন তাহারা কি চান, কতটুকু বা কতটা অভিলাষিতা? কিরুপ আলেখ্য তাহাদের নয়ন রঞ্জন হইবে? কবিত্বের সার্থকতায় এই মূল মন্ত্রে তিনি দীক্ষিত হইয়া তবে কাব্য লিখিতে বসিয়াছিলেন, সর্বদা এই মন্ত্র স্মরণপূর্বক কাব্য লিখিয়াছেন, তাই তাঁহার কাব্য এত জমিয়াছে।''

বাস্তবিকই তাই। বিগত সাত শতক ধরে কবির এই আশ্চর্য রচনা পুজোর ঘর থেকে শুরু করে চন্ডীমন্ডপ, বটতলা, কাব্যানুষ্ঠানে যেমন পঠিত হয় তেমনি আবার সযত্নে সমাদরে সে নিত্যদিনের সঙ্গী হয়ে সময়ে অসময়ে ধ্বনিত হয় মুখ এবং মনে। আপামর মানুষের মধ্যে কবির এ হেন সৃষ্টির অত্যাশ্চর্য সমাদরে আপ্লুত হয়ে কবি মাইকেল মধুসূদনও একবার তারই মতো একজন সার্থক কবি হওয়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন। অথচ মজার কথা, কবি রচিত 'শ্রীরাম পাঁচালি'র মূল পান্ডুলিপিটি আজ পর্যন্ত আবিস্কৃত হয়নি। ১৮০২-১৮০৩ খ্রিস্টাব্দে উইলিয়াম কেরী প্রথম শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট মিশন থেকে 'কীর্তিবাস রামায়ণ' নামে কবির রচিত শ্রীরাম পাঁচালির মুদ্রণ শুরু করেন এবং এখানে কবির নাম 'কৃত্তিবাস'এর বদলে 'কীর্তিবাস' লেখা হয়। এরপর ১৮৩০ থেকে ১৮৩৪ খ্রিস্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়ে জয়গোপাল তর্কালঙ্কার নতুন আঙ্গিকে কবি রচিত রামায়ণ প্রকাশ করেন শ্রীরামপুর মিশন থেকে যা ছিল কবির বাসস্থান ফুলিয়ার শান্তিপুরী ভাষার অনুসরণে।

শরৎকালে সমগ্র ভারতবর্ষ তথা বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে বিপুল উৎসাহ এবং উদ্দীপনার সঙ্গে বিভিন্ন আঙ্গিকে পালিত হয় শ্রীরাম সৃষ্ট দেবীপূজা। কোথাও দেবী নবদুর্গারূপে পূজিত হন, কোথাও বা তাঁকে কেন্দ্র করে পালিত হয় নবরাত্রি আর আমরা বাঙালিরা উদযাপন করি দুর্গোৎসব। সম্প্রতি বাঙালির প্রাণের উৎসব দুর্গাপুজা এবছর হেরিটেজের তকমা পেয়েছে। ইউনেস্কোর ইন্ট্যানজিবল কালচারাল হেরিটেজ অব হিউম্যানিটি হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে দুর্গাপুজোকে ফ্রান্স, বেলজিয়াম, ব্রাজিল, সুইজারল্যান্ড, বলিভিয়ার সঙ্গে দেশের উৎসব হিসেবে দুর্গাপূজা ইউনেস্কোর স্বীকৃতি আদায় করে নিয়েছে। বাঙালির গর্বের শেষ নেই-- দশদিন ধরে চলবে এবারের দুর্গোৎসব। কিন্তু এই তকমা আদায়ের পিছনে যিনি নিরলস চেষ্টা চালিয়ে গেছেন গত কুড়িটি বছর ধরে তাঁর নাম 'তপতী গুহ ঠাকুরতা'। তাঁর এই অনন্য প্রয়াসে সাত শত বৎসরের প্রাচীন কবির অমরসৃষ্টি এই ডিজিটাল যুগে পেলো এক নতুন মাত্রা। ভক্তিরসে

সকলকে শারদীয়ার আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা ঃ

ফোন ঃ 98326-47475, 74300-44706
76793-45469, 79083-86485

সপ্তক সঙ্গীত অ্যাকাডেমী

এখানে পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে

জেলা ঃ দার্জিলিং, শিলিগুড়ি

পুজোর সাজগোজে বাবুপাড়ার বিউটিপার্লার

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ কেও সেজে উঠছে মা দুর্গা। কেওবা ফেসিয়ালে মেতেছে। আবার কারও নজর হেয়ার কাটে। শারদ উৎসবের প্রাক মুহূর্তে এভাবেই বিউটিপার্লারগুলোয় উদ্দীপনা তৈরি হচ্ছে। বিগত দুবছর করোনার জেরে পুজোর সাজগোজ প্রায় তলানিতে ঠেকেছিলো। করোনার সেই ভয়ঙ্কর স্মৃতি কাটিয়ে মানুষ স্বাভাবিক জীবনে ফিরছে আর সেই সঙ্গে পুজোর আনন্দও অন্যমাত্রায় পৌছচ্ছে। শিলিগুড়ি বাবুপাড়ায় মুনমুনস মেকাপ স্টুডিও এন্ড বিউটি সেলুনের কর্ণধার বিউটিসিয়ান মুনমুন গাঙ্গুলি এইসময়ে তাদের বিশেষ ব্যস্ততার কথা উল্লেখ করছিলেন। বিউটিসিয়ান হিসাবে বহুদিনের অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ মুনমুনদেবী। একসময় শিলিগুড়ি থেকে কালিঝোরায় গিয়ে প্রখ্যাত অভিনেত্রী মমতা শঙ্করের হেয়ার কাটে অংশ নিয়েছেন।তাঁর পার্লারে গিয়ে পুজোর সাজে সেজে উঠতে আগ্রহ সকলেরই। সঙ্গীত শিল্পী পাঞ্চালি চক্রবর্তী থেকে বাবুপাড়ার মনীষা সেনগুপ্ত সবারই আগ্রহ সেই পার্লারে যাওয়ার। কর্মসূত্রে দিল্লিতে থাকলেও সেজে ওঠার জন্য মনীষার বড় ঠিকানা মুনমুনদেবীর বিউটি পার্লার। প্রখ্যাত টেবিল টেনিস খেলোয়াড় অর্জুন মাস্ত ঘোষকেও তাঁর বিয়েতে সাজিয়েছিলেন মুনমুনদেবী। ভালো হাতের কাজ এবং কাজের মধ্যে শিল্পের ছোঁয়া থাকাতে মুনমুনদেবীর চাহিদা তৈরি হয়েছে উৎসবের এই সময়। মুনমুনদেবী বলেন, ছোটবেলায় খুব ছবি আঁকতে ভালোবাসতাম। সেখান থেকে এই পেশায় ধীরে ধীরে জড়িয়ে যাওয়া। এখন তাঁর কাছ থেকে বিউটিপার্লারের কাজ শিখে অনেক মেয়ে স্বনির্ভরও হচ্ছেন।

সকলকে শারদীয়ার শুভেচ্ছা

আনন্দধারা সঙ্গীত একাডেমি

এখানে চার বছর বয়স থেকে গান শেখানো হয়। গলার শব্দ কিভাবে বাড়বে, শব্দ উচ্চারন ও মনসংযোগ বাড়ানোর ট্রেনিং দেওয়া হয় এখানে। এছাড়া সারা বছর ধরে নানারকম অনুষ্ঠানের সুযোগ ও সুবন্দোবস্ত আছে। সর্বভারতীয় সঙ্গীত ও সংস্কৃতি পরিষদ দ্বারা অনুমোদিত

যোগাযোগ ঃ অনিন্দিতা চট্টোপাধ্যায়
হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি।
মোবাইল --- ৮৯১৮৩৩৮৮৬৭/৯৭৩৩২৮৪৬৭৮

অনুযোগ

সৌভিক দাস

(মানিক পুর, রামকৃষ্ণ গড়, ইটালগাছা, কলকাতা -৭৯)

চলার পথে প্রচুর কাঁটা পুঁতে দিয়েছ,
তবে দাবির খাতা সাদা হয়ে আছে,
তোমার হাতে পরিবর্তন নেই জানি,
নিরাশার গ্রাসে আমার স্বপ্নরা পচছে।
মৃত্যুর সময় হাতের নাগালে এসেছে,
হিসাব করে সবটা খতম করে দাও।
তুমি একে আবদার ভেবে নিও না,
বাঁচবার তাগিদে শেষ তৃষ্ণার রসদ।

গান নিয়েই আছি

বিপ্লব সরকার

(পশ্চিম আশ্রমপাড়া, শিলিগুড়ি)

সকলকে শারদীয়ার শুভেচ্ছা। আমি শিলিগুড়ি পশ্চিম আশ্রমপাড়া থেকে বলছি। পুজোর সময়টা ঘোরাঘুরি করবো। এবারে যেহেতু করোনা নেই আর বাংলার পুজো ইউনেস্কোর স্বীকৃতি পেয়েছে তাই বেশি করে ঘোরাঘুরি হবে। তবে তার ফাঁকেই চলবে সঙ্গীত চর্চা। কিছু স্থানে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হবে। তাতে অংশ নেবো। পুজোর গান গাইবো। বাড়িতেও পুজোর এই অফুরন্ত অবসরে বেশি করে সঙ্গীত চর্চা করবো। তবে আমি নিজে সঙ্গীত লিখে তাতে সুর দিই। সেসব সঙ্গীত আরও বেশি করে ঝালিয়ে নেবো। খবরের ঘন্টার সোস্যাল মিডিয়াতে সেইসব স্বরচিত সঙ্গীত ইতিমধ্যে প্রচারিত হয়েছে। আমার স্ত্রী অনামিকা সরকার, ছেলে শুভদীপ সরকার সবসময় আমার সঙ্গে রয়েছে এই সংস্কৃতি চর্চায়। ছেলেতো নিজে তবলা শিল্পী। সকলকেআবারও শুভেচ্ছা। সবাই ভালো থাকুন। সুস্থ থাকুন।

শহরটাও হয়তো শুকিয়ে যাবে একদিন

অলোক চক্রবর্তী

(দার্জিলিং মোড়, শিলিগুড়ি)

মহাসংগ্রামের শপথ নিয়ে
মহানন্দা-এক নদীর নাম,
তত্বঞ্জ মানুষের হাতে বন্দি হয়ে
আজ মজে যাওয়া
রুপান্তরিত এলোমেলো এক জীবন।।
পাল্লা দিয়ে জোড়াপানি
আঁকা বাঁকা ক্ষীণ জলস্রোত
উচ্ছ্বাস হারিয়ে,
অভাব অনটনের নগ্নরুপ
চোখে পড়ে।।
শহরের বুকচিরে ফুলেশ্বরীর
উদ্দাম নৃত্যের দেখা নেই।
বেঁচে থাকার অছিলায়
অবলার নজরকাড়া আকুতি,
ভ্রুক্ষেপ নেই জ্ঞাননিষ্ঠ আপনজন
নদীমাতৃকার সন্তান সন্ততির।
জোছনা রাতে ও আঁৎকে ওঠা,
এক করুণ আর্ত্তি শোনা যায়
রক্তস্বরণের বার্ত্তা দিয়ে
“ প্রকৃতি ঘাতকদের হাতে
আমি হারিয়ে গেছি”।
ন্যুব্জ্য আমি - আমি মহানন্দা
লাঞ্ছিত--আমি জোড়াপানি
মুমুর্ষ এক-- আমি ফুলেশ্বরী।
বেঁচে আছি, বেঁচে থাকবো,
“কোন এক ভগীরথের আশায়”।।

সমৃদ্ধ কৃত্তিবাসী রামায়ণ আজও সমানভাবে শক্তিবর্দ্ধক এবং তাৎপর্যপূর্ণ, প্রতিটি হিন্দু বাঙালি ঘরের এক অমূল্য সম্পদ--কারণ রামের নাম যে তিনি প্রথম গ্রথিত করেছিলেন বাঙালির মনমন্দিরে।

কিন্তু ক্ষেদের সঙ্গে বলতে হয়, যে পরিস্থিতিতে কবি তাঁর এই অমররচনা সৃষ্টি করেছিলেন সেই পরিস্থিতির গুরুত্বকে অনুধাবন করা তো দূর অস্ত,বর্তমানে নিজেদের ক্ষুদ্র স্বার্থে ভক্ষককে রক্ষণে বদ্ধপরিকর বামৈশ্লামিক মনোভাবাপন্ন হিন্দু বুদ্ধিজীবীগণ রামের মাহাত্ম্যকে উপহাস করেই ক্ষান্ত হন না, তারা শ্রীরামের অস্তিত্ব অনুসন্ধানে দশরথ'কে প্ল্যানচেটে ডেকে আনার দাবি জানিয়ে রাখেন হীন মানসিকতার পরিচয় অথচ দুর্গোৎসবের মন্ডপে তাদেরকেই দেখা যায় রঙবাহারী নববস্ত্র পড়ে, গায়ে নূতন পাঞ্জাবি চড়িয়ে ফুলবাবুটি সেজে তুলসি-বেলপাতা-জবাফুল হাতে নিয়ে মায়ের পায়ে অঞ্জলি দিতে-- কী আশ্চর্য্য রকমের দ্বিচারিতা!! দেবীপূজায় অংশগ্রহণে দোষ নেই কিন্তু দেবীপূজার যিনি স্রষ্টা তাঁকে অর্থাৎ শ্রীরামকে নিয়ে বাঙালির ঘোর আপত্তি--- ঘরে রামায়ণ রাখতে দোষ নেই অথচ যাঁর নামকে কেন্দ্র করে রামায়ণ রচিত হয়েছিল সেই শ্রীরামের নামে এতো নাক সিঁটকানো কিছু মানুষের কেন---কবে বেরিয়ে আসবে বাঙালি এই দ্বিচারিতা থেকে---'রাম উল্টোলেই মরা' আর সেটা স্মরণ করেই মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী মৃত্যুকালে উচ্চারণ করেছিলেন--'হে রাম'। রামের মাহাত্ম্য এখানেই যা হৃদয়ঙ্গম করা সহজসাধ্য নয়। সেজন্যই হয়তো কৃত্তিবাসী রামায়ণ আঞ্চলিকতাতেই সীমাবদ্ধ রয়ে গেল আর তাঁর উত্তরসূরী কবি তুলসীদাস সেই একই কাজের জন্য হয়ে গেলেন ভারতীয় তথা বিশ্ব সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। যদিও বর্তমান কালের কিছু পন্ডিত কৃত্তিবাসী রামায়ণের উৎকৃষ্টতা প্রমাণ করে এটিকে পাঁচালির পরিবর্তে মহাকাব্য বলার পক্ষে দাবি তুলেছেন।

অবশেষে, বিগত সাত শতক ধরে শক্তিরুপিনী দুর্গাপূজা যেমন চলছিল আরও শত শত বৎসর ধরে তেমনি চলবে। দেবী পুজোর মন্ত্রোচ্চারণের মধ্য দিয়েই বিশ্বব্রহ্মান্ডের আকাশে বাতাসে ধ্বনিত হবে আদি কবির আকুলতা। আধুনিকতা ভুলে বাঙালির সঙ্গে বিশ্ববাসী কিছুদিন গা ভাসাবে বাঙালিয়ানায়। কবির সাহিত্য সৃষ্টির সার্থকতা এখানেই যা সুদূরপ্রসারী এবং চিরস্থায়ী। এইজন্যেই 'শ্রীরাম পাঁচালী' যথাযথ হৃদয়ঙ্গম করে কবিগুরু বলেছিলেন, “ এই বাংলা মহাকাব্যে কবি বাল্মিকীর সময়ের আদর্শ রক্ষিত হয় নাই। ইহার মধ্যে প্রাচীন বাঙালি সমাজই আপনাকে ব্যক্তি করিয়াছে।”

(লেখিকার বাড়ি শিলিগুড়ি সুভাষ পল্লীতে।লেখিকা বাবলী রায়দেবের প্রথম উপন্যাস অ্যানি ফিরে যাও যা গতবছর কলকাতা বইমেলায় উন্মোচিত হয়েছিল তা পাঠক মনে জায়গা করে নিয়েছে একটি ব্যতিক্রমী উপন্যাসের জন্য। সাপকে কেন্দ্র করে বইটির মুখবন্ধ লিখেছেন বিশিষ্ট সাহিত্যিক শ্রীঅমর মিত্র মহাশয়। শিলিগুড়িতে গত উত্তরবঙ্গ বইমেলায় বিশিষ্ট জনদের হাত ধরে তাঁর দ্বিতীয় গ্রন্থ প্রজ্জ্বালিকা প্রকাশিত হয়েছে। বাবলীদেবীর বইগুলো পাঠক মনে জায়গা করে নিয়েছে তাঁর অসাধারণ লেখনীর জন্য। তাঁর লেখায় রয়েছে গভীরতা, লেখার মধ্যে গবেষনাধর্মী এক মন খুঁজে পাওয়া যায়।)

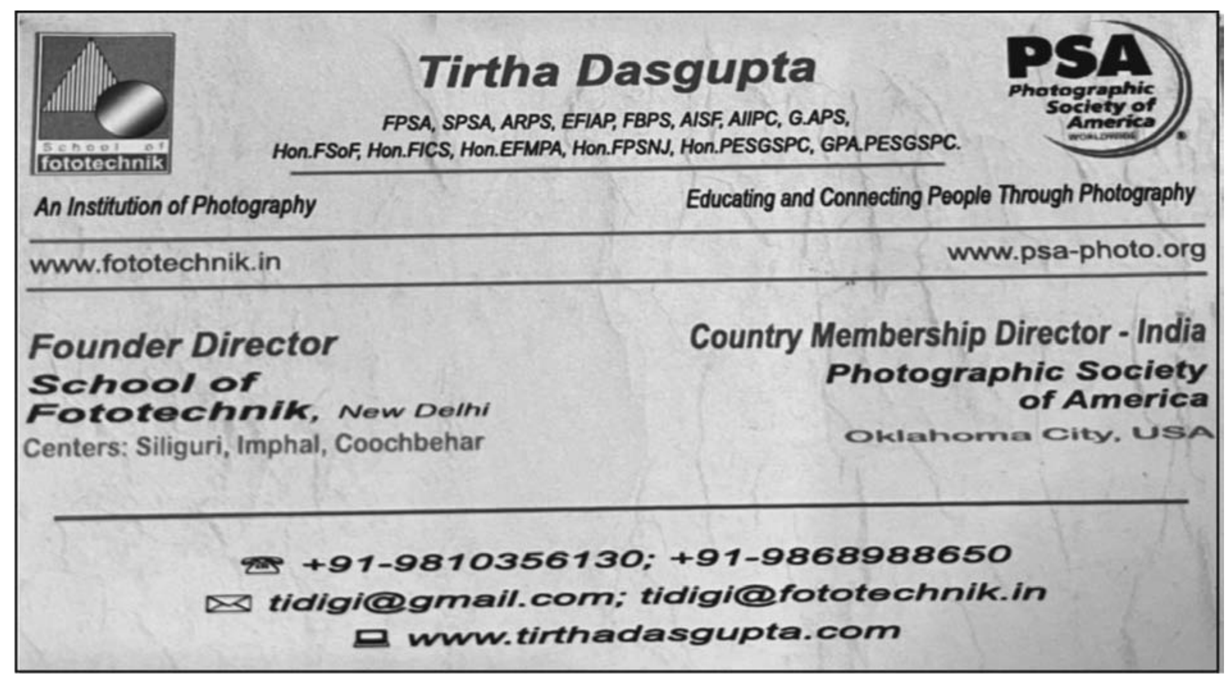

করোনাকালে দুর্গাপূজার অভিজ্ঞতা

রিতু সূত্রধর
(চয়নপাড়া, শিলিগুড়ি)

শরৎকাল, দুর্গাপূজা মানেই আমরা বুঝি কাশফুল, শিউলিফুল, আকাশের বুকে ভেসে বেড়ানো সাদা-পেঁজা মেঘের দল। প্রকৃতির সাথে সাথে আমরাও যেন সমস্ত দুঃখ-কষ্ট ভুলে নিজেদেরকে সুন্দর করে সাজিয়ে তুলতে চাই। আমারও ঠিক একই অবস্থা ছিল, কিন্তু যতই সময় যাচ্ছে দুর্গাপূজা মানেই -কাশফুল, শিউলিফুল, সাদা-পেঁজা মেঘ, প্রকৃতির এইরুপ দেখার দৃষ্টিভঙ্গি যেন একটু আলাদা ভাব পেয়েছে।

ছোটবেলা থেকেই পূজা এলেই পরিবারের আর কারোর নতুন জামা হোক চায় না হোক আমার একটা নববস্ত্র হোত। আমি খুব আনন্দিত ও আহ্লাদিত হয়ে সেই জামা পরে অঞ্জলি দিতাম। সময়ের সাথে সাথে বোধশক্তি যত বাড়তে থাকে পাশাপাশি কমতে থাকে আনন্দের লেশ। তবে করোনা অতিমারি দুবছরে আরা যা কিছুর দর্শন করিয়েছে তাতে আনন্দের সেই লেশটুকুও নিঃশেষ হয়ে যায়।

পুজো মানেই দূর-দূরান্তের আত্মীয় আপনজনদের সাথে দেখা হওয়া, সকলে একত্রিত হয়ে হই-হুল্লোড় করে পুজোর দিনগুলো কাটানো। তবে আমার আত্মীয়আপনজন বলতে কেবলমাত্র আমার মা আর মায়ের আত্মীয় আপনজন বলতে কেবল আমি। তাই দুজনেই মিলে অঞ্জলি প্রদান করি, তারপর বাড়িতে এসে অন্যান্য দিনের তুলনায় বিশেষ কিছু রান্না করে মা মেয়েতে মিলে আহার করি। আর সন্ধ্যায় সেই নতুন জামাখানি আবার পড়ে পুজো মন্ডপে বসে সকলকে দেখি যে তারা কিভাবে পুজো উপভোগ করছে। করোনা অতিমারি সেই আনন্দটুকুও ছিনিয়ে নিয়েছিল। চারিদিকে মানুষ করোনায় আক্রান্ত হয়ে প্রাণ হারিয়েছে, বাড়ির বাইরে বের হতে পারছিল না। ফলে চারিদিকের অভাব অনটন, খিদের জ্বালা মানুষের হাহাকার গোটা পৃথিবীটাকেই যেন গ্রাস করে ফেলেছিল। এই পরিস্থিতির মধ্যেও দুর্গাপুজো হয়েছে তবে সেই পুজোর আনন্দে যেন অনেকটা বিবর্ণ ধূসর রঙ মেশানো ছিল। মানুষ প্রাণ ভরে পুজোর আনন্দের অনুকূল স্রোতে নিজেদের ভাসিয়ে দিয়ে পুজো উপভোগ করতে পারেনি।

তবে বিগত দুবছরের তুলনায় করোনা পরিস্থিতি এখন অনেকটাই নিয়ন্ত্রনে এসেছে। করোনা আক্রান্তের কথা এখন প্রায় শোনা যায় না বললেই চলে। তাই আশা করছি এবছর পুজোয় সকলে আবার আগের মতো প্রানোচ্ছলভাবে শরৎকালের বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গা পুজো পালন করতে সক্ষম হবে।আর আমিও শরতের আকাশ, বাতাস, প্রকৃতি মানুষজন সকলকে প্রাণভরে পর্যবেক্ষন করে তার উপর কিছু লেখার সুযোগ পাবো।

(রিতু এবছর শিলিগুড়ি কলেজ থেকে ইংরেজিতে অনার্স নিয়ে বি এ পাশ করেছে।)

সকলকে শারদীয়ার আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা --
দূরাভাষ ঃ ৯৪৩৪২২১১৭৫
কৌস্তুভ দত্ত
রোজলি দত্ত
কৌণিক দত্ত
ও
ক্রিস্টভ দত্ত
শক্তিগড়, শিলিগুড়ি।

সকলকে শুভ শারদীয়ার আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা
রনপদ সেন
সম্পাদক
শিলিগুড়ি ফুল ব্যবসায়ী সমিতি, বিধান রোড, শিলিগুড়ি।

রজনীগন্ধা থেকে গাঁদা, গোলাপ, পদ্ম সহ অন্য ফুলের জন্য যোগাযোগ করুন আমাদের সঙ্গে। বিয়ে সহ অন্য উৎসব অনুষ্ঠানে আমরা ফুল সরবরাহই করি না, আমরা ফুল দিয়ে গাড়ি সাজাই, ফুল দিয়ে মণ্ডপ সাজিয়ে তুলি।
যোগাযোগের নম্বর ঃ ৯৪৩৪২৩৩৬৮৯

পুজোর এই উৎসবে বেকারত্ব কিছুটা কমে

অনিন্দিতা চট্টোপাধ্যায়
(হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি)

সবার প্রথমে খবরের ঘন্টার সম্পাদক বাপি ঘোষ মহাশয়কে অনেক ধন্যবাদ জানাই যে খবরের ঘন্টা পূজা সংখ্যা পত্রিকাতে আমাকে ইউনেস্কোর সাংস্কৃতিক তালিকায় দুর্গাপুজো এই বিষয় নিয়ে কিছু লিখতে বলার জন্য। যদিও আমি লেখক নই। তবুও একজন বাঙালি হিসাবে আমার অনুভূতি অবশ্যই সকলের সঙ্গে শেয়ার করতে চাই।

বাঙালির উৎসব মানেই দুর্গোসব। এই উৎসবকে ঘিরে কোটি কোটি টাকার বাণিজ্য বিনিয়োগ হয়। জামাকাপড় থেকে খাওয়াদাওয়ার দোকান, থালা বাসনের দোকান, ব্যাগ জুতা মানুষের সকল প্রয়োজনীয় সামগ্রীর দোকানে জিনিসের ক্রয় বিক্রয় নিত্য দিনের তুলনায় বহু গুন বেড়ে যায়। অনেক কর্মহীনের সেই সময় কর্ম মেলে। বেকারত্ব কিছুটা কমে।

এ বছরের বাঙালির বড়ো স্বীকৃতি। ইউনেস্কোর কালচারাল হেরিটেজ এর তালিকায় দুর্গাপুজো। টিভিতে ঘোষণা হবার পর থেকে সারা রাজ্যব্যাপী খুশির বন্যা বইতে থাকে। ইতিহাসের পাতায় অন্যান্য ৩৫টি দেশের উৎসবের নাম তালিকায় থাকার সাথে সাথে বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গা উৎসব নাম তালিকায় অর্ন্তভুক্ত হলো। সেটা সত্যি আনন্দ ও অহঙ্কার করার মতো মুহুর্ত। এই মুহুর্তকে স্মরনীয় করে তুলবার জন্য ফার্স্ট সেপ্টেম্বর পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের সব জেলায় পদযাত্রার আয়োজন করার নির্দেশ দেন। ঢাক-কাঁসর-ঘন্টা বাজিয়ে নানারকমের ফেস্টুন লাগিয়ে আরতি-নাচ গান গাওয়ার মধ্যে দিয়ে খুশির পদযাত্রা বের হয়। যার কারণে এই উৎসবের কারণ সেই ভারতীয় বাঙালি মহিলা যিনি দীর্ঘ বছর ধরে গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছিলেন তিনি হলেন তপতি গুহ ঠাকুরতা। ২০১৯ সালে ২০টি ছবি এবং দশ মিনিটের ভিডিও প্রস্তুত করে ইউনেস্কোতে পাঠান। ২০২২ সালে ফ্রান্সের প্যারিস শহর থেকে এই স্বীকৃতির ঘোষণা করা হয় যে কলকাতার দুর্গাপুজো ইউনেস্কোর তালিকায় অর্ন্তভুক্ত করা হল। UNESCO (United Nations Educational ,Scientific and Cultural Organization), এটি ১৯৪৫ সালে ১৬ নভেম্বর ফ্রান্সের প্যারিস শহরে গঠিত হয়। ৩৫টি দেশের মধ্যে ভারতবর্ষের নাম অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গের নাম আসবে এটা ভাবই যায় না।

এবারে পুজোর ভাবনায় বলি, পুজোর এই সময় কিছু অসহায় দরিদ্র মহিলা ও শিশুদের সঙ্গে থাকার চেষ্টা করছি। একটি কর্মসূচি মহালয়ার দিন ওদলবাড়ির কাছে মেচ বস্তিতে। তারপর বানারহাটে পুজোর সময় চা বাগানের অপুষ্টিতে আক্রান্ত মহিলাদের পাশে থাকার চেষ্টা করছি।

(লেখিকা একজন সঙ্গীত শিল্পী এবং সঙ্গীত শিক্ষিকা। আনন্দধারা সঙ্গীত একাডেমির তিনি কর্ণধার।)

Goutam Enterprise

Deals in UPVC CPVC pipe and Fitting Sanltary ware and other Building Materials supplier
Haider Para, Siliguri
Contact no. 9933682721(whatsapp)
9475806473

সকলকে শারদীয়ার আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা
প্রতাপ কর্মকার ফোন ঃ ০৩৫৩-২৫৯৫৮৬২
৯৮৩২৪৫৩৪৭৭
৯৮৫১২২৪৩২৯
প্রতাপ জুয়েলার্স
সোনা ও রুপার সমস্ত রকম অলঙ্কার এখানে তৈরি করা হয়

হায়দরপাড়া, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০৬

তলে। এক সে নাড়ির টান।।/এক সে দেশের খাই গো হাওয়া এক সে দেশের জল,/এক সে মায়ের বক্ষে ফলে একই ফুল ও ফল”। আবার, সদ্য বিগত দিনে এ যুগের বাউল সম্রাট আব্দুল করিম গানে গানে বলেন-“ আগে কি সুন্দর দিন কাটাইতাম/--গ্রামের নওজোয়ান হিন্দু মুসলমান/মিলিয়া বাউলা গান আর মুর্শিদি গাইতাম/ হিন্দু বাড়িতে যাত্রা গান অইত/ নিমন্ত্রণ দিত আমরা যাইতাম।”তাই হয়তো বাউল সম্রাট আব্দুল করিমের আক্ষেপের সুর-বেসুরের ফল দেয় নি। মানুষ এখন মানুষকে চেনে তার নিজস্ব সংস্কৃতি, তার ইহকাল আর পরকালের জন্য সঞ্চয়ের সংস্কৃতি-ধর্মীয় সংস্কৃতিকে বুকের মধ্যে লালন করে ই অন্যথা ভিন্ন সংস্কৃতির কাছে চলে যায়। কেনো না তখন সে সংস্কৃতি বুঝে না-বুঝে, নিজস্ব বুকের ছন্দ। যে ছন্দের সাথে ঈদ,পূজা, ক্রিসমাস, বড়দিন, উৎসব সহ আরও নানান উৎসব জড়িত। আর সেই মিলের সাথে মিল খুঁজতে যেয়ে ই ভারতে বাবুদের বাড়িতে দুর্গোৎসব দেখতে যেতো গরিব দুঃখী মানুষ ।কিন্তু সে উৎসব আর উৎসব ছিলো না, ছিলো গরিব পেটানো গরিব তোষনের উৎসব। বাবুদের উঠোনে যাওয়া তো দূরে থাক, একটু পা বাড়ালেই চাবুকের বাড়িতে ছাল ওঠে যেতো গরিবের পিঠের। এবং সেই পিঠের অসহানমাত্রাকে সহনীয় পর্যায়ে নিতে দুর্গা পূজার ধর্মীয় উৎসবটি সার্বজনীনতার রুপে রুপায়িত হয়-বারোয়ারী পূজায়। তখনকার দিন অর্থাৎ ১৭৯০ খ্রিস্টাব্দে ভারতের হুগলি অঞ্চলের গুপ্তিপাড়ায় ১২ জন ব্রাহ্মণ বন্ধু সার্বজনীনতার স্বপ্নে বিভোর হয়ে ১২পকেটের চাঁদায় ‘বারো’(১২) ও‘ইয়ার’(বন্ধু) শব্দ মিলিয়ে বারোয়ারীতে নেন পূজার প্রথম সার্বজনীনতা । পরে সেই চাঁদাকে বিস্তৃত করে জনে-জনের কাছ থেকে চাঁদা তুলে বড়ো পরিসরে জনসাধারণের কাছে এনে দেন পূর্ণাঙ্গ সার্বজনীনতায় ।তাই হয়তো ১৭৭১ খ্রিস্টাব্দের একদিন ব্রিটিশের মানুষ ‘হলওয়েল’কে বলতে শোনা যায়-“গ্র্যান্ড জেনারেল ফিস্ট অব জেন্টুস” বা বিনয় ঘোষ এঁর তরজমায়-“সবচেয়ে জমকালো উৎসব।” যা দিনে দিনে আরও বিস্তৃত হয়ে জয় করে নেয় - জাতিসংঘের বড় সংস্থা ‘ইউনেস্কোর’ হেরিটেজএ।

আমরাও চাই- এ স্বীকৃতির হাওয়া লাগুক ভারত ছাড়িয়ে প্রতিবেশী দেশ বাংলাদেশেও। শরৎ রানীর প্রতিটি কাশফুলের দোল-দোলায়।

ভারতবাসী সহ বাংলাদেশের সকল সনাতন ধর্মাবলম্বীদের জন্য সার্বজনীন শারদীয়া শুভেচ্ছা।

(লিখেছেন বাংলাদেশের সিলেট অঞ্চল থেকে আনোয়ার হোসেন মিছবাহ)

সকলকে শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা ঃ
নির্মল কুমার পাল (নিমাই)

সাধারণ সম্পাদক
হায়দরপাড়া ব্যবসায়ী সমিতি
শিলিগুড়ি

সকলকে শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা ঃ
Mobile : 9434151873
Pradip Ghosh (Manta)
প্রদীপ ঘোষ (মন্টা)

কার্যকরী কমিটির কোষাধ্যক্ষ
শিলিগুড়ি হায়দরপাড়া ব্যবসায়ী সমিতি

দেবী দুর্গতিনাশিনী

অনিল সাহা

(সম্পাদক, উত্তরের প্রয়াস, শিবমন্দির)

কথিত আছে সত্যযুগে মহারাজ সুরথ তার হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধারের জন্য দেবী ভগবতীর কল্যানকামনা করে দেবী ভগবতীর আরাধনা করেন। তার ফলে তিনি পুনরায় রাজ্য প্রাপ্ত হন। ত্রেতা যুগে শ্রীরামচন্দ্র লংকেশ্বর রাবনকে সীতা হরনের উদ্দেশ্যে যুদ্ধে নিহত করবার জন্য শরৎকালে দুর্গা পূজা করেন। দেবীর বরে তিনি রাবণ বধ করে সীতাকে উদ্ধার করেন। শরৎকালে এই পূজা অনুষ্ঠিত হয় বলে এটা শারদীয়া পূজা নামে খ্যাত। চৈত্র মাসেও এই পূজা হয় তা বাসন্তী পূজা নামে খ্যাত।

মার্কন্ডেয় পুরাণে দেবীকে সহস্র ভুজা এবং কালিকা পুরাণে দশভূজা বলে বর্ণনা করা হয়েছে। দেশের সর্বত্র দশভূজা মূর্তিরই পূজা হয়ে থাকে। দেবীর দক্ষিনে দেবী লক্ষী বামে বিদ্যাদায়িনী দেবী সরস্বতী। লক্ষীর দক্ষিনে সিদ্ধিদাতা গণেশ এবং সরস্বতীর বামে ময়ূর বাহন দেব সেনাপতি কার্তিকেয়। দেবীর চরনতলে অতিকায় সিংহ এবং সিংহ দ্বারা আক্রান্ত ভীষণাকার মহিষাসুর। গণেশের পাশে কাপড়ে ঢাকা রয়েছে কলাবৌ। দেবী দুর্গা দশপ্রহরণ ধারিণী । দশ হস্তে দশ প্রহরণ ধারণ করে সিংহের উপর দন্ডায়মান। তার হস্তের ত্রিশূল মহিষাসুরের বক্ষ ভেদ করেছে।

বঙ্কিমচন্দ্র আমার দুর্গোৎসব নিবন্ধে দেশ ও মাতৃকার সাথে পুরাণের দেবী মূর্তিকেও একাত্মরুপে দেখেছেন। তিনি লিখেছেন চিনিলাম এই আমার জননী জন্মভূমি এই মৃন্ময়ী মৃত্তিকারুপিনী অনন্ত রত্ন ভূষিতা এক্ষনে কালগর্ভে নিহিতা। রত্ন মন্ডিত দশ ভুজ দশদিকে প্রসারিত-- আমি সেই কাল স্রোতের মধ্যে দেখিলাম এই সুবর্ণময়ী বঙ্গ প্রতিমা।

পুরাণের এই দেবী যেন মঙ্গল শ্রী ও কল্যানের প্রতীক-অন্যায়, শক্তি, দম্ভ ও লালসার পরাজয় ঘটিয়ে দেবী প্রতিষ্ঠিত করেন জগতের বুকে সত্য সৌন্দর্য ও কল্যানের মহত্তর মন্ত্র-বাণী। এ প্রসঙ্গে রানী রাসমনির বাড়ি জানবাজারের দুর্গোৎসব সম্পর্কে কিছু কথা বলি। ১৮৩৬ সালে রাসমনির স্বামী রাজ চন্দ্র দাসের মৃত্যুর পর বাঙালির প্রধান উৎসব দুর্গোৎসব জাঁকজমক ও ধুমধামের সঙ্গে পালন করতেন। এগুলো আমরা জানতে পারি প্রবোধ চন্দ্র সাঁতরা প্রনীত রানী রাসমনি গ্রন্থে।

তখনকার দিনে দুর্গোৎসবে প্রায় ৫০/৬০ হাজার টাকা খরচ করতেন রানী রাসমনি। পূজা উপলক্ষে ২২/২৩হাজার টাকার নতুন পোশাক কেনা হোত। পাঁচ থেকে সাত শত সধবাদের শাঁখা সিঁদুর প্রদান করা হোত। ১০০০/১২০০ কুমারী মেয়েদের নতুন বস্ত্র পড়িয়ে ভোজন করানো হোত। রাজবাড়ির সবাইকে নতুন বস্ত্র দেওয়া হোত। যেমন ব্রাহ্মনদের জন্য বেনারসী জোড়, কন্যা জামাতাদের নতুন পোশাক দেওয়াহোত। এছাড়া গোমস্তা, নায়েব, দেওয়ান, কারকুন, চোপদার, দৌবারিক, দাসদাসী, পাচক, পূজারী, আত্মীয়স্বজনদের সবাইকে নতুন পোশাক দেওয়াহোত।

পূজার পর্ব থেকে একপক্ষকাল বোধন হোত, দেবীর পূজাবসনে প্রায় আটদিনব্যাপী আমোদপ্রমোদ চলতো। এ বাদে কোনদিন দাশরথি রায়ের পাঁচালি,কোনদিন গোবিন্দ অধিকারীর যাত্রাপালা আর সঙ্গীত হোত। কুস্তিগীর আসত বহুদূর থেকে। এদের বল পরীক্ষা করা হোত। এদের ১০/২০/৫০ এমনকি ২০০ টাকা পর্যন্ত পারিতোষিক দেওয়া হোত। প্রচুর দর্শক সেখানে ভিড় জমাতো। মানুষ আনন্দ উপভোগ করতো। পূজায় লোকজনকে খাওয়ানো হোত। আর প্রচুর দানধ্যান করা হোত। খুব নিয়মনিষ্ঠার সঙ্গে তিথি নক্ষত্র মেনে পূজারি পুজো করতেন। বর্তমানে এগুলোর বড় অভাব দেখা দিয়েছে। শ্রদ্ধার লেশমাত্র দেখা যায় না। সবশেষে বলি, আসুন আমরা সবাই মায়ের পূজা মনে করে নারী জাতিতে মাতৃরুপে ভাবতে শিখি। মা সবার মঙ্গল করবেন। জয় মা দুর্গা।

With Best Compliments From :~
Cell : 9832406788
9434221175

LAST HONOUR
(COFFIN BOX)
SHAKTIGARH
ROAD NO. 2, SILIGURI

আগমনীর আগমন

অর্পিতা দে সরকার
(বাবুপাড়া, শিলিগুড়ি, সহ-সম্পাদিকা,খবরের ঘন্টা)

মাগো তুমি আবারও আসছো আমাদের কাছে ঠিক একটি বছর পার করে। তাই চারিদিকে হাজারো প্রস্তুতি চলছে প্রত্যেকটি ঘরে ঘরে। পুজো মন্ডপগুলি প্রতিবারের মতো তোমায় আসনে বসাতে জোর কদমে প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে।

তোমার আগমন বার্তা প্রকৃতি দিতে শুরু করেছে। সারা বছরের কাজ, দুঃখকষ্ট হারানোর বেদনা ভুলে সবাই অধীর আগ্রহে চেয়ে আছি তোমার দর্শনের। এ যে কি আনন্দ তা বাচ্চা বড় সবাই অনুভব করে জাতিধর্ম নির্বিশেষে। সবার একটাই বিশ্বাস ভালো রাখো মা, সবাইকে ভালো করে দাও।

মাগো তুমি মানেই পেঁজা তুলোর মেঘ। শিউলি ফুল, পদ্ম ফুল, কাশফুল---ঢাকের আওয়াজে চতুর্দিক ভরে ওঠা। পঞ্চমীর দিন থেকে দশমীর দিন পর্যন্ত ঢাকের তালে তালে সবাই একাকার হয়ে যাওয়া মন। সব কাজ ভুলে সবার একাকার হয়ে আনন্দে মেতে ওঠার মন। তুমি মানেইতো আনন্দের বন্যা, প্রকৃতিও অদ্ভুতভাবে বার্তা বহন করে জানান দিতে থাকে মায়ের আগমনের।

কত দূর সম্পর্ক নিকট হয়ে যায়,কত কষ্ট ভুলে গিয়ে মানুষ তোমার আসার আনন্দে নিজেকে গা ভাসিয়ে দেয়। নতুনরুপে নতুন সাজে সেজে উঠবে সবার মন। পুজোর প্রতিটি দিন সবাই সবার সাথে হেসে খেলে কাটিয়ে দেবে সারাক্ষন। মা আসা মানেই আনন্দে জাতধর্ম ভুলে সবার একাকার হয়ে যাওয়ার দিন। মাগো তোমার করুনায় বিশ্ব আনন্দে ভরে উঠুক। শেষ হোক শিশু কন্যা ভ্রুণ হত্যার প্রবণতা। বিনাশ হোক সমাজে বিকৃত মানসিকতা। মাগো তুমি মেয়েদের শক্তি দাও। সবাই যেন তোমার রুপে মতো দশভুজা হয়ে উঠতে পারি। এবং নিজেরা নিজেদের রক্ষী হয়ে উঠতে পারি। তোমার দশভুজার রুপ নিয়ে প্রতিটি নারী যেন সমাজ থেকে অপরাধপ্রবণ কীটগুলোকে অসুরের মতো দমন করতে পারি।

মাগো সবাই যেন আমরা তোমার একেকটি রুপ হয়ে উঠতে পারি। একটাই প্রার্থনা, বিশ্বে শান্তি ফিরে আনো মা। দুষ্ট আত্মার দুষ্ট ইচ্ছা দমন করো মা। জয় মা দুর্গা, জয় জয় মা দুর্গা। নমস্কার।

(লেখিকা একজন নৃত্য ও সঙ্গীত শিল্পী।খবরের ঘন্টার সহ সম্পাদিকা)

অবসান

রিয়া মুখার্জী
(শিলিগুড়ি)

শিউলি আর বকুলের গন্ধ
দিচ্ছে সবাইকে জানান,
দুর্গাপুজো চলে এলো যে
বছরের অপেক্ষার হল অবসান,
চারিদিকে প্যান্ডেল আর সাজোসাজো রব,
নতুন জামা লাইটের সাজে
চারিদিক করছে ঝকমক,
মন্ডা মিঠাই হরেকরকম দোকান যে ভর্তি,
ছোটদের যে ইস্কুল ছুটি হই হট্টোগোল চলছে
ফুর্তি
সবার মনে আনন্দ মা আসছেন বলে,
পুজোর চারটি দিন গেলে মা তো যাবেন চলে,
দশমীর দিন মনে দুঃখ মা বিদায় নেবেন বলে,
আসছে বছর আবার হবে এই ভেবে মন খুশিতে
দোলে।

কেউ যাকে খুঁজে বেড়ায় ধর্মীয় আচারে। কেউ কেউ সভা কিংবা সংস্কৃতি মঞ্চে।

তবে, সে আলোচনায় যেতে যেতে আমরা তার দিকে যাচ্ছি না।যাচ্ছি, বর্ষার গুরু গম্ভীরতা ভেদ করে, ঢাকঢোল পিটিয়ে, ভাদ্র ও আশ্বিন মাসকে নিয়ে শ্বেতশুভ্র বসনে সবুজাভ টিপ পড়ে কাশের বনে বনে রাঙ্গিয়ে যে উৎসবের পয়গাম শুরু হয়। আমরা যাচ্ছি তার আলোচনায়। অর্থাৎ সনাতন ধর্মের দুর্গাপুজোয়। আর সার্বজনীনতার জন্য দুর্গোৎসবের কথায়। মানুষের পেট থেকে একদিন মানুষ যখন মানুষ হয়ে হয়ে আসে তখন সে চেতনার দোল বোঝে না। বোঝে না খোলনলচে। সে যায়, সবখানেই যায় বলেই সে এক গ্লাসে, এক প্লেটে বসে জল-পানি বা প্লেটে বসে খাবার খায়। ব্রিটিশ বেনিয়া কর্তৃক বাংলা দখলের আগে সেরকমটিই ছিলো উপমহাদেশের মানুষের পেট থেকে আসা মানুষ। কিন্তু কালের ক্রমধারায় বিলুপ্ত হতে হতে মানুষ শব্দটির সাথে যেদিন অ শব্দটি যোগ হয়ে যায়, সেদিন থেকেইতো শুরু হয় গ্লাস কিংবা প্লেটের ভাগাভাগি। তাই হয়তো বাংলাদেশের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম আক্ষেপের সাথে আশাকে সঞ্চিত করে অসাম্প্রদায়িক চেতনায় লিখেছিলেন-''মহড়া এক বৃন্তে দুটি কুসুম হিন্দু মোসলমান।/মুসলিম তার নয়ন-মনি, হিন্দু তাহার প্রাণ।।/ এক সে আকাশ মায়ের কোলে/ যেন রবি-শশী দোলে,/এক রক্ত বুকের

With Best Compliments From :
Ph. 9832028164
IMGK
JAGADISH SARKAR
জগদীশ সরকার (ক্যাবলা)
কার্যকরী কমিটির সদস্য
হায়দরপাড়া ব্যবসায়ী সমিতি
শিলিগুড়ি

সকলকে শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা ঃ
নির্মল কুমার পাল (নিমাই)

সাধারণ সম্পাদক
হায়দরপাড়া স্পোর্টিং ক্লাব
শিলিগুড়ি

কাশের ফুলে ফুলে লাগুক দুর্গোৎসবের দোল-দোলা

আনোয়ার হোসেন মিছবাহ
(হানিতুলা,মজুমদারি, সিলেট, বাংলাদেশ)

ছন্দের তাল,লয় যদি মায়ের পেট থেকেই শুরু হয়। তবে ভূমিষ্ঠ শিশু থেকে মৃত্যু অবধি বুড়ো মানুষ পর্যন্ত সেদিকেই ঝুলে থাকবে স্বাভাবিকতা।কেননা মেয়েটির মা হবার প্রক্রিয়াটি শুরু হবার ২০ থেকে ২২ দিনের মাথায় আগুন্তুক ভ্রুনটি ছন্দের সাথে পরিচিতি নিয়ে ৪০ সপ্তাহ বা ২৮০ দিন সময়কে পার করে আসা অবধি থেকে মৃত্যু অবধি সে ছন্দকে ধারণ করে বলেই হয়তো সংস্কৃতির প্রতি মানুষের ঝোঁকটা বেশি। সে মানুষের একলাবেলার সংস্কৃতি হোক কিংবা ধর্মীয় সংস্কৃতিই হোক বুকের বাম পাশটাকে সেদিকেই ঝুলিয়ে রাখে। বুকের বা পাশে অবস্থান নেওয়া রক্তের ধারণ, বহন, বিতরনের দায়িত্ব নেওয়া মাংসের পার্টসটাকে যদি হৃদয় বলা যায় তবে সেখান থেকেই আমরা ছন্দ খুঁজে পাই। এ পার্টসটির ভেতরে যদি সমান তাল,লয়ে ছন্দ বাজে তবে সুস্থ থাকে মানুষ। আর হেরফের হলে তো কথাই নেই। আকাশ-মাটি ত্যাগী হয়ে তাকে চলে যেতে হয় অনন্ত যাত্রায়।

এজন্যই বুঝি, বেশি গুরুত্ব নেওয়া পার্টসটিকে নিয়ে মানুষের মাতামাতি। আর হৃদয়ের সাথে ঘনিষ্ঠ প্রেম পিরিতি। যাকে ধারণ করেই মানুষ তার হৃদয়ের সঙ্গী খুঁজে। অর্থাৎ ছন্দের তাল ও লয়কে অস্বীকার করতে পারে না। যেখানেই ছন্দ সেখানেই দ্বন্দ্ব না বাঁধিয়ে জড়িয়ে পড়ে ছন্দের সাথে আনন্দে। তাই যুগ-যুগান্তে হাজার বছর থেকেই টিকে আছে মানুষের ধারেকাছের হৃদয়ের সংস্কৃতি। কেউ

সকলকে শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা ঃ
সুজিত ঘোষ (বাপি)
(যুগ্ম সম্পাদক) মোবাইল ঃ ৯৮৩২০৪০২৮৮
৯৪৭৫৭৬০৮৫০
শিলিগুড়ি হায়দরপাড়া
ব্যবসায়ী সমিতি

মেসার্স ঘোষ কন্সট্রাকশন
বিল্ডিং তৈরির সমগ্র উপকরন
আমরা সরবরাহ করি

হায়দরপাড়া বি বি ডি সরণী
শিলিগুড়ি-৭৩৪০০৬

সকলকে শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা ঃ
মোবাইল ঃ ৯৪৩৪৩৭৭৬৯৮
গোপাল প্রামানিক
কার্যকরী কমিটির সভাপতি

হায়দরপাড়া ব্যবসায়ী সমিতি

মনের রোগ সম্পর্কে কিছু কথা

তরুন মাইতি

আমি সকলকে পুজোর শুভেচ্ছা জানাই। এবারে পুজোর সময় করোনা নেই। তবে কিছু সমস্যা দেখা দিয়েছে। কারণ চাপ বেড়েছে অনেকের পরিবারে। অনেকের চাকরি চলে গিয়েছে। অনেকের বেতন কমে গিয়েছে।ফলে সেই সব পরিবার সমস্যায় আছে। আমাদের দেশে অনেকের হাতে অনেক পয়সা, অনেকের হাতে পয়সা নেই। ফলে এক অসম বন্টন ব্যবস্থার মধ্যে আমাদের সমস্যা কিন্তু বাড়ছে। হাতে অর্থ না থাকায় অনেক পরিবারে এই সময় অশান্তি হয়। চারদিকে চোখ ধাঁধাঁনো সব শপিং মল। মলে গেলে ছেলেমেয়েরা সবকিছু কিনে নিতে চায়। কিন্তু সবার হাতে পয়সা নেই। ফলে হতাশা বা অবসাদ চলে আসছে। অনেকে মনের রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। মনের রোগ হলে অনেকেই ডাক্তারের কাছে যাচ্ছেন না। হয় লজ্জা পাচ্ছেন । বা অজ্ঞতার কারনে ডাক্তারের কাছে যেতে চাইছেন না। মানসিক রোগের কারনে বাড়িতে কেউ চিৎকার করলে আমরা অজ্ঞতার জন্য নিয়ে যাচ্ছি কোনো ওঝা বা তান্ত্রিকের কাছে। আর এতে ক্ষতি হচ্ছে। আমরা শিলিগুড়ি শহর লাগেয়া বিভিন্ন এলাকার মানসিকরোগ নিয়ে কাজ করছি। মনের অসুখের লক্ষনগুলো হলো এক) অহেতুক বিড় বিড় করে কথা বলছে, দুই) সব কিছুকে এড়িয়ে চলছে, তিন) খাওয়াদাওয়ার ঠিক নেই, চার) বেশভূষার ঠিকনেই, পাঁচ) একা একাই কথা বলছে, ছয়)অহেতুক জেদ বেশি করছে, সাত) অহেতুক সন্দেহ করছে,আট) ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার প্রবণতা, নয়) একই কথা বারবার বলছে। এইসব লক্ষন হলে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের মনোরোগ বিভাগে যোগাযোগ করতে পারেন। আবার আমাদের ওয়েস্টবেঙ্গল ভলান্টারি হেলথ এসোসিয়েশন এনিয়ে কাজ করছে। এই মনোরোগ নিয়ে আমরা সচেতনতা চাইছি। মানুষ মনের দিক থেকে যত সুস্থ থাকবেন ততই সমাজ ভালো হবে। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন।

(তরুন মাইতি একজন বিশিষ্ট সমাজসেবী)

বিশ্বে প্রথম ঐশ্বর্যশালী পরিবেশ রচনার জন্য সংগ্রহ করুন গ্রন্থ "মহাসাহিত্য"
অন্তহীন বেদনা-১ম খন্ড ● অন্তহীন বেদনা-২য় খন্ড
Endless Pain - 1st Part.
বিশ্বে প্রথম গ্রন্থ " আত্মা ও মন(গাণিতিক বিশ্লেষণ)" সংগ্রহ করুন।
অঙ্কের সাহায্যে আত্মা ও মনের চরিত্র বিশ্লেষণ।
দেশ ও বিদেশের আন্তর্জাতিক জার্নালে প্রকাশিত রচনার পূর্ণ রুপ এই গ্রন্থ।

প্রকাশক ঃ কর্পোরেট পাবলিসিটি
লেখক : নির্মলেন্দু দাস
(শরৎ পল্লী, শিলিগুড়ি)

পুজোর মুখে ক্ষুদ্র চা চাষীদের সার্বিক উন্নয়নের ব্যাপক প্রয়াস শিলিগুড়ি মহকুমার খড়িবাড়িতে

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ তাদের কেও আগে ধান বা আলু চাষ করতেন। এখন সেসব ছেড়ে তাঁরা চা চাষে মন দিয়েছেন। শিলিগুড়ি মহকুমার খড়িবাড়ির বুডাগঞ্জ ও তার আশপাশে ক্ষুদ্র চা চাষীদের সার্বিক উন্নয়নের প্রয়াস শুরু হয়েছে। গ্রামের চাষীরা চা চাষের মাধ্যমে যাতে তাদের রোজগার আরও বাড়িয়ে উন্নত জীবনধারন করতে পারেন তারজন্য তৈরি হয়েছে তরাই টি ফার্মার প্রডিউসার কোম্পানি লিমিটেড। ভারতীয় চা পর্ষদের তত্বাবধানে তরাই অঞ্চলের ক্ষুদ্র চা চাষীদের উন্নয়নে এই প্রথম এক প্রয়াস শুরু হয়েছে। ২০২২ সালের ১৯ জুলাই কার্যত সরকারিভাবে এই কোম্পানির অনুমোদন হয়। তিনশ ক্ষুদ্র চা চাষী এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন।

গত ২৭ আগস্ট শিলিগুড়ি মহকুমার খড়িবাড়ির শিলিগুড়ি তরাই বি এড কলেজে ওই কোম্পানির বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয় ।সেখানে শিলিগুড়িস্থিত চা পর্ষদের উপ অধিকর্তা সুবীর হাজরা, শিলিগুড়িস্থিত চা পর্ষদের উন্নয়ন অধিকর্তা তন্ময় দে, শঙ্কর দাস ভট্টাচার্য, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইফ লং লার্নিং অ্যান্ড এক্সটেনশন বিভাগের অধ্যাপক শুভ্রাংশু সাঁতরা ছাড়াও বুড়াগঞ্জের গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান চম্পক রায়চৌধুরী , খড়িবাড়ির গ্রাম প্রধান সুকি তির্কী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। তাছাড়া ওই টি ফার্মার প্রডিউসার কোম্পানির ডিরেক্টর পুস্পজিৎ সরকার, কার্তিক বর্মন, রাহুল চক্রবর্তী,শ্যামল শীল, দিলীপ সিংহ, ফার্স্ট শেয়ার হোল্ডার বাবলু বর্মন , সরকার, জন্মজয় রায়, রাকেশ সিংহ, চম্পক রায়চৌধুরী এবং এলাকার বিভিন্ন ক্ষুদ্র চা চাষী সেখানে উপস্থিত ছিলেন। ভারতীয় চা পর্ষদের তরফে ক্ষুদ্র চা চাষীদের সার্বিক উন্নয়নের ওই প্রয়াসকে প্রশংসা করা হয়। চা পর্ষদ থেকে এই কাজে বিভিন্ন সহযোগিতার কথাও জানানো হয়। শিক্ষক তথা সমাজসেবী পুস্পজিৎ সরকার প্রথম ক্ষুদ্র চা চাষীদের উন্নয়নে প্রত্যন্ত এলাকায় ঘুরে ঘুরে এই কোম্পানি খোলার জন্য উদ্যোগ নেন। তাঁর সেই উদ্যোগ এলাকায় এক বিরল ঘটনা হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে। এলাকায় জাগৃজোত এবং ভোটাগছে শুধুমাত্র চা এর ওপর ভিত্তি করে স্মার্ট ভিলেজও তৈরি হচ্ছে। ডিরেক্টর পুস্পজিৎ সরকার জানিয়েছেন, এরপর তাঁরা তাঁদের কোম্পানির প্রসেসিং ইউনিট খোলার প্রক্রিয়া শুরু করবেন। কাঁচা চা পাতা সংগ্রহ করে তা প্রসেসিং এর পর বিপণন করা হবে যাতে ক্ষুদ্র চা চাষীরা আরও দাম পান চা এর।

With Best Compliments From :~

Ph. : 9434352336

Tufan Cable

hathw@y

Broadband and Digital Cable TV

Pran Beverages Pvt. Ltd.

Reliance Industries Limited

Broadband and Digital Cable TV

Subhrarish Enterprises

Arabinda Pally, Siliguri

আসছ মাগো

দুলাল দত্ত

(শিবমন্দির)

আসছ বলে মাগো তুমি
ভাসছে মনে খুশির ঢেউ
তাকিয়ে দেখি আকাশ পানে
আসছে নাকি আবার কেউ।

সত্যি তুমি আসছ মাগো
তাইতো মেঘের আনাগোনা
নাচছে মাঠে কাশকুসুমও
হাসছে ভোরের শিশির কণা।

মাগো তোমার স্নেহের ডালি
মায়ায় মাখা হৃদয় খানি
আনছে আলো, আনছে সুবাস
সরিয়ে রেখে আঁধার খানি।

অশুভরা পাল্টিয়ে আজ
করছে ভারী শুভর দল
সত্যি তোমার এই আগমন
আনছে প্রাণে নতুন বল।

সকলকে শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা ঃ

আরোহী জুয়েলার্স

হায়দরপাড়া বাজার (প্রাইমারী স্কুলের বিপরীতে)
শিলিগুড়ি-৭৩৪৪০৬

প্রোঃ অনিমা পাল

ফোন নম্বর-৮৩৯২০৯৩১৩০/৭৪৭৯০৪৬০৩৯

ARAHI JEWELLERS

Opposite Haiderpara Primary School
Prop. Anima Paul
Phone no. 8392093130/7479046039
(Manufacturer and Seller of
Modern Designing Ornaments)
All type of Jewellery Items Retailers
of Gold 22 Ctt/24 Ctt KDM & Hall
Marks & Silvers Ornaments

বাংলা ভাষার 'ধ্রুপদী' সম্মান চাই।

ক্লাসিসিজম হল একটি সাহিত্যিক মতবাদ, একটি সাহিত্যিক দৃষ্টিভঙ্গি। লোকে যাকে বলে 'ধ্রুপদী' সাহিত্য। সাধারণতঃ সাহিত্যে থাকে সুসংযত রীতি, গাম্ভীর্যপূর্ণ ভাষা, ঐতিহ্যের অনুবর্তন — তাকেই বলে 'ক্লাসিক সাহিত্য'। আর সাহিত্য সৃষ্টিতে এই ভাব, ভাষা, রীতি ও আদর্শকে গ্রহণ করার নামই হল 'ক্লাসিসিজম'। (ইন্টারনেট থেকে সংগৃহীত)

যে ভাষা প্রাচীন (১৫০০-২০০০ বছর), সমৃদ্ধ এবং যে ভাষার ধারাবাহিকতা বহমান সেই ভাষাই 'ধ্রুপদী' সম্মান পেতে পারে।

সেই সম্মান পেতে হলে সংশ্লিষ্ট ভাষার প্রাচীনত্ব, ঐতিহাসিক নিদর্শন, লিপি, মুদ্রা, পুস্তকাদির তথ্যাদি সম্বলিত পুস্তিকা ভারত সরকারের সংস্কৃতি দফতরে পাঠাতে হয় শর্ত অনুযায়ী।

ধ্রুপদী সম্মান পেলে সেই ভাষার উপর একটি করে চেয়ার সৃষ্টি হবে ভারতের প্রতিটি কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে। গবেষণা হবে পুরস্কার থাকবে এবং সেই ভাষা অন্য ভাষার থেকে এগিয়ে থাকবে।

ভারতের ছয়টি ভাষা তামিল, তেলেগু, কানাড়ী, মালয়ালম, সংস্কৃত ও ওড়িয়া ধ্রুপদী সম্মান পেয়েছে।

সৌজন্যে ঃ সজল কুমার গুহ, সম্পাদক, আন্তর্জাতিক বাংলা ভাষা সংস্কৃতি সমিতি, শিলিগুড়ি শাখা।
Mobile : 94340-32960 / 96792-13015 / Email : sjlguha@gmail.com

এবার বিধাননগরে ব্যবসা ভালো হবে

শিবেশ ভৌমিক
(সভাপতি, বিধাননগর ব্যবসায়ী সমিতি, বিধাননগর, শিলিগুড়ি মহকুমা)

প্রথমেই সকলকে শুভ শারদীয়া। এবারে পুজো নিয়ে কিছু বলতে গিয়ে প্রথমেই যা লিখতে হচ্ছে, তা হলো এবার বাংলার দুর্গোৎসব ইউনেস্কোর স্বীকৃতি পেয়েছে। এটা আর দশজন বাঙালির সঙ্গে আমিও গর্বিত।

করোনার চোখ রাঙানি ছিল বিগত দুই বছর। সেই চোখ রাঙানি কাটিয়ে বিধাননগরের ব্যবসায়ীরা পুজোর বাজারের জন্য তৈরি। বিশেষ করে জুতো , কাপড় ও মনোহারী ব্যবসায়ীরা। গতবছর ভয়ে ভয়ে সবাই ব্যবসা করেছে। কিন্তু ব্যবসা খুব ভালো হয়নি। এবার কিন্তু ছবিটা আলাদা। ব্যবসার লক্ষন খুব ভালো দেখা যাচ্ছে।

বিধাননগর এলাকায় অর্থনৈতিক অবস্থা নির্ভর করে ছোট চা বাগান ও আনারস বাগানের ওপর। এবার চা পাতার বাজার মোটামুটি হলেও আনারসের বাজার ছিলো আকাশছোঁয়া। এরফলে আনারস চাষের সঙ্গে যারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যুক্ত তাদের আর্থিক দিক এবারে যথেষ্ট ভালো। তাই বলা যেতেই পারে এবছর আমাদের এলাকার ব্যবসা যথেষ্ট ভালো হবে। করোনার সময় যে ক্ষতি হয়েছে সেই করোনা কালের ক্ষতি কিছুটা হলেও মিটবে। ক্রেতা ও বিক্রেতা সকলের মধ্যেই একটা খুশি খুশি ভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে। আমরা সবাই বছর ভরে অপেক্ষা করি চারদিনের আনন্দের জন্য। যাই হোক অপেক্ষার স্বাদ আলাদা। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি পুজো সকলের ভালো কাটুক। বাঙালিরা দুঃখকষ্ট ভুলে আনন্দে মজে থাকুক এই কটা দিন।

শিলিগুড়ি মহকুমা তথা দার্জিলিং জেলার শেষ প্রান্ত বিধাননগর। এর পাশেই উত্তর দিনাজপুর জেলার চোপড়া। তার কাছে আবার বাংলাদেশ। ওদিকে বিধাননগর লাগোয়া খড়িবাড়ির সীমান্তে নেপাল রয়েছে। চোপড়া ইসলামপুরের পাশেই বিহার। সবমিলিয়ে এক অন্যরকম অবস্থানে থাকা বিধাননগরের ব্যবসায়িক গুরুত্ব অন্যরকম। এখানে কিছু শিল্প কারখানাও রয়েছে। এখানে বাড়ির পুজো মিলিয়ে কুড়িটি পুজো হয়। এবারে আমরা যেটা ভেবেছি, তা হলো পুজোর কটা দিন কন্ট্রাকটর এসোসিয়েশনের সঙ্গে যৌথভাবে এক সেবা শিবির শুরু করা। সেই শিবির থেকে আমরা পুজো দর্শনার্থীদের পানীয় জল পরিষেবা দেবো। কোথাও কেও হারিয়ে গেলে বা অসুস্থ হলেও শিবিরে যোগাযোগ করতে পারে।আমরা সাধারণ দর্শনার্থীদের পাশে থেকে কাজ করবো।

সকলকে শারদীয়ার আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা ঃ–

শারদ উৎসবের দিনগুলি চারিদিকে শুভ আনন্দে ভরে উঠুক।
সকলে ভালো থাকুন

স্বামী অখিলাত্মাপ্রিয়দাস
মন্দির অধ্যক্ষ, শিলিগুড়ি ইসকন মন্দির।
সেল ঃ ৯৭৩৩৫৮৩৫৯৩

ঐতিহ্যমন্ডিত আনন্দময়ী কালিবাড়ির পুজো

ভাস্কর বিশ্বাস
(সাধারণ সম্পাদক, আনন্দময়ী কালিবাড়ি সমিতি)

(বাংলার দুর্গোৎসব ইউনেস্কোর স্বীকৃতি পেয়েছে। সেই কারনে করোনা পরবর্তী পরিস্থিতিতে বাংলার দুর্গোৎসবের মজাই এবার অন্যরকম। সেইদিকে তাকিয়ে শিলিগুড়ির ঐতিহ্যমন্ডিত আনন্দময়ী কালিবাড়িও এবার অন্যরকমভাবে পুজো উৎসবে সামিল হচ্ছে। তরাই তারাপদ আদর্শ বিদ্যালয়ের মাঠ থেকে ইউনেস্কোকে ধন্যবাদ জানিয়ে শিলিগুড়ি পুরসভা বিরাট বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের করলে তাতে সামিল হয় আনন্দময়ী কালিবাড়িও। চারনকবি মুকুন্দ দাসের স্মৃতি বিজড়িত আনন্দময়ী কালিবাড়ি প্রতিবছরের মতো এবারও নিষ্ঠার সঙ্গে পুজো উৎসবে সামিল হচ্ছে। কালিবাড়ি সমিতির সাধারণ সম্পাদক ভাস্কর বিশ্বাস জানিয়েছেন, করোনা না থাকায় এবার তাঁরা বেশি করে প্রসাদ বিতরন করবেন। আনন্দময়ী কালিবাড়ি মন্দির চত্বরে স্থায়ী দুর্গা মন্দির তৈরি হচ্ছে। সেই বিষয়টিও কালিবাড়ি সমিতিকে মাথায় রাখতে হচ্ছে পুজোর এই সময়। পুজোকে সামনে রেখে এবারও মানবিক ও সামাজিক অনেক কর্মসূচি নিয়েছে আনন্দময়ী কালিবাড়ি। এবারও বস্ত্র বিতরন করা হবে। মানুষের সেবাকে ঈশ্বর সেবা মনে করে সারা বছর ধরেই বিভিন্ন কাজ করে আনন্দময়ী কালিবাড়ি সমিতি। এরমধ্যে দুঃস্থ ও মেধাবীদের বিনামূল্যে কোচিং ক্লাস যেমন আছে তেমনই বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরও রয়েছে। পুজোকে ঘিরে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সহ অন্য বিভিন্ন বিষয়ে সেখানে আলোচনা হবে বলে ভাস্করবাবু জানিয়েছেন।)

খবরের ঘন্টার সমস্ত পাঠকদের প্রতি রইলো আমার শারদীয়ার শুভেচ্ছা। আর এই অবসরে আনন্দময়ী কালিবাড়ি সমিতির তরফে কিছু কথামেলে ধরছি। আমাদের ঐতিহ্যমন্ডিত আনন্দময়ী কালিবাড়ির পুজো এবারে ৯১ তম বর্ষে পদার্পন করেছে। রথযাত্রার দিন কাঠাম পুজোর মাধ্যমে এই কালিবাড়ির দুর্গা পুজোর শুভ সূত্রপাত ঘটে। সেদিন থেকেই মন্দির চত্বরে প্রতিমা নির্মানের কাজ শুরু হয়। এই পুজো আর দশটি বারোয়ারি পুজোর মতো নয়। এখানে মূল কথাই

With Best Compliments From---
Prop. Toton Saha

M/S. GANESH BHANDAR

Madhya Chayan Para
Ward No. 37
Ramani Saha More
Ps. Bhaktinagar
Dist. Jalpaiguri

হলো নিয়মনিষ্ঠা ও ভক্তি। বিগত দুবছর করোনার জন্য পুজোর কদিন আমরা অনেক অনুষ্ঠান করতে পারিনি। এবারে কিন্তু অনেক অনুষ্ঠান হবে। এরমধ্যে বিশেষ দিক হলো প্রসাদ বিতরন। বেশি করে এবারে প্রসাদ বিতরন করা হবে। গতবছর নিয়ম রক্ষার্থে প্রসাদ বিতরন করা হয়েছে। মা দিন দিলে সেভাবে পুজো হবে বলে করোনার সময় প্রার্থনা করেছিলাম। মা আবার সেই দিন দিয়েছে। তাই পুজোতে বেশি করে মানুষের সেবা হবে এবারে। কালিবাড়ির পুজোর প্রসাদের জন্য পুজোর তিনদিন সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী বহু ভক্ত ভিড় করেন কালিবাড়ি চত্বরে।

এবার আমরা আশা করছি, অতিরিক্ত ভিড় হবে। ভিড় হোক, তাতে আপত্তি নেই। আমরা সেইভাবেই স্বেচ্ছাসেবকদের মাধ্যমে ভিড় নিয়ন্ত্রন করবো। সুশৃঙ্খলভাবেই পুজো এবং অঞ্জলি হবে।

আমাদের এই মন্দির চত্বরে মা দুর্গার নতুন ও স্থায়ী মন্দির নির্মানের কাজ চলছে। কিছু আর্থিক সমস্যার কারনে মন্দির নির্মানের কাজ শেষ করতে পারছি না। তবে সব সদস্যই চেষ্টা করছেন যাতে মন্দিরের কাজ দ্রুত শেষ করা যায়। আশা করছি, কিছুদিনের মধ্যে নতুন মন্দির নির্মানের কাজ শেষ হবে এবং তার শুভ উদ্বোধন হবে। উদ্বোধনের পর প্রতিদিনই এই মন্দিরে দেবী দুর্গার পুজো হবে। প্রতিদিনই তখন মায়ের ভোগ হবে। পঞ্জিকার সূচি অনুযায়ী এই মন্দিরের দুর্গাপুজোয় অঞ্জলি থেকে সন্ধি পুজো এবং বিসর্জন হয়।

প্রতিবছর নতুন শাড়ি বিতরন করা হয় এই মন্দির থেকে। দুর্গাপুজো থেকে কালীপুজো এবং ছটপুজোতে শাড়ি বিতরন করা হয়। এবারেও তা হবে। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বলতে ২৩ ও ২৪ সেপ্টেম্বর লাইভ মহালয়া অনুষ্ঠান হবে মন্দির চত্বরে। তার সঙ্গে ভক্তিমূলক সঙ্গীত, নৃত্য হবে। মহালয়ার পর থেকেই পুজোর অন্যরকম এক সুন্দর পরিবেশ ফুটে উঠবে এই মন্দির চত্বরে। শিলিগুড়ি শহরের বহু বিশিষ্টজনতো আছেনই তার সঙ্গে বাইরে থেকেও অনেকে এই মন্দিরের পুজো দিতে আসেন। এখানের পরিবেশ ভক্তদের মনে শান্তি এনে দেয়।

সবমিলিয়ে বলবো, করোনার প্রকোপ আর আগের মতো নেই। তবুও মানুষ সাবধান থাকুক। মানুষ নিজে ভালো থাকুক, অন্যকেও ভালো রাখুক। সমগ্র মানুষের প্রতি আমাদের আবেদন, আপনারা এই মন্দিরে পুজোর কদিন আসুন। অঞ্জলি দিন এবং প্রসাদ গ্রহন করুন। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন।

(লেখক একজন সমাজসেবী, তাছাড়া আনন্দময়ী কালিবাড়ি সমিতির সাধারণ সম্পাদক)

আমার মাটি, ওই মাটিতে ঘাঁটি গাড়তে হবে। মাটি মানে দখলদারের সম্পত্তি সমাজ কিম্বা দেশের।কী হবে এমন চিন্তা করে? কিন্তু কিছু মানুষের বীভৎস ভাবনা এবং রুচি যাবে কোথায়? বিভিন্ন সংবাদ বা নেট থেকে জানতে পারি উত্তর কোরিয়ার কিম জং উন-কে জন্তু ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। এর চরিত্রগত দিকের কোন ঠিক নেই। ১২ বা ১৩ বছর থেকে শুরু করে যে কোন সুন্দরী মেয়ে তার দৃষ্টিগত হলে উপায় নেই। এও এক ধরনের নিজের ভোগ যুদ্ধ। ওর দেশের সাধারণ নাগরিকদের চরম দুর্দশা।নিজের স্ত্রীর বাক স্বাধীনতা তো দূরের কথা, কি ধরনের পোষাক পড়বে, তাও নির্ভর করবে কিমের ওপর। কারও নেট স্বাধীনতা নেই। কিমের খবর ছাড়া আর কারো খবর প্রকাশ করা চলবে না।

কোন খবর দেশের বাইরে গেলে গর্দান যাবে, এমন আর কি। কী অমানুষ। এরা যুদ্ধবাজ হবে না তো কারা হবে? চিনের সাথে মিত্রতা রয়েছে কিম জং উন- এর। রাশিয়ার পুতিনের মনোভাব প্রায় তেমনি। চিনেরও রয়েছে আগ্রাসী মনোভাব। এদিকে আমেরিকার নীতি বোঝা খুব কঠিন। না ছুঁই পানি ধরি মাছ। ভারত নিজ লক্ষ্যে নিজ নীতিকে ধরে রাখতে কখনো রাশিয়া, কখনো আমেরিকা, কখনো চিনকে বোঝাচ্ছে শান্তি চাই। এমন হলে ভারত শক্তি দেখাবে, এতে সন্দেহ নেই। শক্তির দক্ষতায় হার মানা লজ্জাজনক নয় কি ?এভাবেই গোটা পৃথিবী চরিত্রভ্রষ্ঠ হতে চলেছে।

শান্তি নামস্তঃ এক বাণী যা আজকের দিনে কেউ মানতে চায় না। কেবল এই কারনে প্রায় প্রতি সংসারে অশান্তি লেগে আছে। তেমন কোন সাংঘাতিক ঘটনা নয়, অতি ক্ষুদ্র কোন কারণেই মাথা গরম হচ্ছে, এক একটা সংসার নষ্ট হচ্ছে। বিশেষ ভাবে পরকীয়া প্রেমের আঘাতে শান্তি বিঘ্নিত হচ্ছে। গৃহের লক্ষী তর্ক বিতর্ক করে হেরে যাচ্ছে। শান্তির জন্য চাই সুষ্ঠু মানসিকতা যা নিজ চরিত্রের একা অংশ। দেশের কর্ণধার যেই হোন না কেন, তাকে বুঝে নিতে হবে জনগণের চাহিদা, সুস্থ বিচার করতে হবে। ধৈর্য্য এক বিরল চরিত্রাংশ, একে কব্জা না করতে পারলে যে কেউ ক্রোধের আগুনে পুড়ে জ্বালিয়ে দিতে চাইবে নিজ সংসার। যে কোন দেশের ক্ষেত্রে এই কথা প্রযোজ্য।এইসব কারণে আন্তর্জাতিক শান্তি দিবস পালিত হয় সারা বিশ্বে ২১সেপ্টেম্বর ১৯৮১ সালের পর থেকে। কিন্তু শান্তি কোথায়? প্রথম মহাযুদ্ধের পর থেকে শান্তি আলোচনা করে কোন ফল হয়নি। দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধ হলো। এখন যে অবস্থা চলছে, তা বড় ভয়ংকর। তৃতীয় বিশ্ব যুদ্ধের কারণ হতে চলে রাশিয়া, চিন, আমেরিকা ও এদের পারস্পরিক সমর্থনযোগ্য দেশসমূহ। একটু চিন্তা করলে দেখা যাবে এরা লোভী দেশ। লোভ নিয়ে আসে হিংসা। হিংসা থেকে অশান্তি।অশান্তি থেকে ক্রোধ।ক্রোধ থেকে সংসার জীবনে হাতাহাতি মারামারি। দেশের ক্ষেত্রে যুদ্ধ। কি মানসিকতা! যুদ্ধ চুক্তি নয়, শান্তি চুক্তি নয়।কেননা এগুলো কেউ বোঝে না। চাই নিজেকে বুঝে নেবার জন্য যুদ্ধ,তৈরি করতে হবে সততানিষ্ঠ চরিত্র, তবেই শান্তি আসবে।

যুদ্ধ বনাম শান্তি

নির্মলেন্দু দাস
(শরৎ পল্লী, হায়দরপাড়া, শিলিগুড়ি--- বিজ্ঞানী ও লেখক)

যুদ্ধের প্রয়োজন আছে। যুদ্ধ মানব সমাজের মানসিকতাকে ধুয়ে পরিস্কার করে। যে কোন অঞ্চল তা সে ক্ষুদ্র বা বৃহৎ যাই হোক না কেন, কিম্বা তাকে দেশ হিসাবে নামাঙ্কিত করি না কেন, সেই সব স্থানে মানুষের মন রূঢ় বিকাশের ছোঁয়া পেয়ে ক্ষেপে ওঠে, তখন প্রচন্ড ক্রোধের জন্ম হয়। বিশেষভাবে সেই স্থানের প্রধান যাকে আমরা রাজা অধুনা মন্ত্রী বলে সম্বোধিত করি, তাদের লোভের পরিকল্পনার মাত্রা এতটাই বেশি যে তাকে আটকানোর ক্ষমতা থাকে না সাধারণ মানুষের। দুই রাষ্ট্রের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয় মারণ অস্ত্র দিয়ে । বহু পূর্বে ব্যবহার হত তীর ধনুক,ঢাল তরোয়াল ইত্যাদি। বর্তমানে এসবের কোন চিহ্ন নেই।কিসের কি ভয়ানক সব আধুনিক অস্ত্র তাক করে রাখা হয় বিপক্ষ দেশের দিকে। সেও কম যায় না। এরপর পারমানবিক শক্তি আছেই না হলে মানব জাতিকে ধ্বংস করবার জন্য রয়েছে রাসায়নিক পদার্থ। অদ্ভুত মানসিকতা জন্ম নিয়েছে সারা পৃথিবীতে। মাটি দখল নিয়ে লড়াই। সবাই নিজ নিজ শক্তি প্রদর্শন করবার জন্য প্রস্তুত। একজনকে তো হারতেই হবে। যে হারে, সেই দেশের যে কি অবস্থা হয় তা বলার অপেক্ষা থাকে না। দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের ফল হিসাবে জাপানকে আদর্শ বলে ধরে নিতে পারি। আজ এই দেশ বিশ্বে সর্বদিক দিয়ে অন্যতম অগ্রগামী উন্নত এবং শিষ্ঠাচার দেশ। শান্তি কেমন করে স্থাপনা করতে হয় তা জাপানীজগণ ভালো জানেন যুদ্ধ না হলে এমনটি হত কিনা বলা খুব শক্ত।এখন বিশ্বে আবার যুদ্ধের দামামা বেজে উঠেছে। রাশিয়া ক্ষেপেছে, ইউক্রেন আক্রমন করেছে। চিন ক্ষেপেছে, তাইওয়ান চাই। ভারতের সাথে সীমান্ত নিয়ে ঝামেলা আজকের নয়। চিন অবৈধভাবে আগ্রাসী মনোভাব নিয়েছে। পাকিস্থানের সাথে মিত্রতা ভালো নেই। যত দোষ মাটি দখল নিয়ে। মাটির জন্য যুদ্ধের জন্ম, মাটিতে বাসা বেঁধে শান্তিতে থাকা, মাটি ভাগ করেছে সবাইকে, মাটিতে মাথা রাখার জায়গা দিয়েছে সবাইকে। মাটি টাকা, টাকা মাটি কথার মূল্য হারিয়ে গেছে। ওই দেশের মাটি

দুর্গার বাজার বেড়েছে, গণেশেরতো খুব চাহিদা

অধীর কুমার পাল
(সভাপতি, শিলিগুড়ি মৃৎ শিল্পী উন্নয়ন সমিতি)

(সরস্বতী, বিশ্বকর্মা সহ কালীরও বাজার নষ্ট করে দিচ্ছে সিদ্ধিদাতা গণেশ! শিলিগুড়ির অটোমোবাইল বা গ্যারেজ শিল্পের কারনে একসময় বিশ্বকর্মার ভালো বাজার ছিলো উত্তরপূর্ব ভারতের প্রবেশদ্বারে। কিন্তু আজ সেই চাহিদা নেই দেবশিল্পীর। অথচ শ্রীগণেশের চাহিদা হু হু করে বাড়ছে। ফলে সরস্বতী এবং বিশ্বকর্মা পুজোর মূর্তিতে তাঁরা যতটা ক্ষতির শিকার তার অনেকটাই পূরন করে দিচ্ছে সিদ্ধিদাতা গণেশ। শিলিগুড়ি মৃৎ শিল্প উন্নয়ন সমিতির সভাপতি অধীর পাল এমন খবরই দিচ্ছেন। যদিও এবার আবার মা দুর্গার চাহিদা বেড়েছে। বিগত দুবছর করোনার জেরে শিলিগুড়ি কুমোরটুলিতে প্রতিমা শিল্প ব্যাপক ক্ষতির মধ্যে পড়ে। এবার সেই পরিস্থিতি কাটিয়ে ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা। অধীরবাবু জানালেন, দামওতো প্রচুর বেড়েছে। মাটি থেকে খড়, বাঁশ প্রতিটি জিনিসের দাম বেড়ে যাওয়ায় দুর্গা প্রতিমার দামও বেড়েছে। যদিও অধীরবাবু আগের মতো প্রতিমা তৈরি করেন না। তবে এই মুহুর্তে শিলিগুড়ি কুমোরটুলির বড় সমস্যা হলো যাতায়াত সমস্যা। শিলিগুড়ি তথা উত্তরবঙ্গের সবচেয়ে বড় কুমোরটুলি মহানন্দা নদীর কাছেই অবস্থিত। পাহাড় সহ সমগ্র পূর্ব ভারতের বিভিন্ন স্থানে প্রতিমা যায় শিলিগুড়ি থেকে ।প্রচুর টাকার

লেনদেন হয় এখানে । বহু শ্রমিকের কর্মসংস্থানও হয় এখানে। অথচ এখানকার মৃৎ শিল্পীদের হাতে তৈরি দুর্গা প্রতিমা বাইরে নিয়ে যাওয়ার মতো পরিকাঠামো নেই। মহানন্দার বিসর্জন ঘাট দিয়ে প্রতিমা পরিবহনের গাড়ি সেভাবে যাতায়াতই করতে পারে না। ফলে চরম সঙ্কটে মৃৎ শিল্পীদের ভবিষ্যৎ। এই বিষয়ে তাঁরা শিলিগুড়ির মেয়র থেকে শুরু করে প্রশাসনিক কর্তাদের দৃষ্টি আকর্ষন করেছেন।)

আমি শিলিগুড়ি কুমোরটুলির রুপভারতী থেকে বলছি। আমার নাম অধীর পাল। আমি শিলিগুড়ি মৃৎ শিল্প উন্নয়ন সমিতির সভাপতি। আমাদের এখানে ৩০টি কারখানা রয়েছে। পঁচিশ বছর ধরে আমরা সংঘবদ্ধভাবে কাজ করছি শিলিগুড়ি কুমোরটুলিতে। কমবেশি তিনশ জন মানুষ এর সঙ্গে রুটিরুজিতে জড়িত। ১৯৯২ সালে এই কুমোরটুলির উদ্বোধন হয়। চার বিঘা ১৩ কাঠা নিয়ে শুরু হয়েছিল এই কুমোরটুলি। আমাদের এই কুমোরটুলিতে যে রাস্তা দিয়ে আসতে হয় আসলে সেটা রাস্তা নয়। বিসর্জন ঘাটের পাশ দিয়ে আমাদের কুমোরটুলিতে আসতে হয়। ফলে এ এক বিরাট সমস্যা। নানারকমভাবে আমরা এ নিয়ে প্রশাসনের দ্বারস্থ হই। প্রশাসনের অনেকের কাছ থেকে আমরা বিকল্প রাস্তা হবে বলে আশ্বাস পেয়েছি। কিন্তু তাতেও কাজ হয়নি। ফলে প্রতিমা নির্মানের পর তা বিভিন্ন স্থানে সরবরাহ করতে আমাদের সমস্যা হচ্ছে।

আমাদের এই কুমোরটুলির বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। কেননা এখান থেকে তৈরি প্রতিমা পাহাড় সহ বিহার এবং প্রতিবেশী রাজ্য সিকিম সহ অসম, মেঘালয়, অরুনাচল প্রদেশেও যায়। দুর্গা প্রতিমা সাড়ে চারশোর মতো তৈরি হয় । একটু চাহিদা বেড়েছে দুর্গা প্রতিমার। পাশাপাশি বিশ্বকর্মা, কালী প্রতিমার চাহিদা একটু কমে গিয়েছে। চাহিদা কমেছে সরস্বতী প্রতিমারও। কিন্তু গণেশ প্রতিমার চাহিদা বেড়েছে। দক্ষিন ভারতে গণেশ পুজো খুব হয়। তা থেকে আমাদের এখানে

গণেশ পুজো করবার আগ্রহ বেড়েছে। এখন পাড়ায় পাড়ায় গণেশ পুজো হচ্ছে। বিশ্বকর্মা পুজোর প্রতিমার চাহিদাও বেড়েছে। শিলিগুড়িকে ঘরে অটোমোবাইল শিল্প রয়েছে । ফলে এখানে বিশ্বকর্মা পুজোর আগ্রহ ভালোই ছিল ।কিন্তু এখন প্রতিমা তৈরির বায়না কমেছে।

আমি আগে চল্লিশটি দুর্গা প্রতিমা তৈরি করতাম। এখন তা করি তিন চারটে। দুর্গা প্রতিমা ছেড়ে আমি বেশি করে এখন বৌদ্ধ মূর্তি তৈরি করি। আমাদের উত্তরবঙ্গে পুজো সংস্কৃতি অন্যরকম। এখানে মন্ডপের বা আলোর পিছনে যতটাকা খরচ করেন পুজো আয়োজকরা ততটাকা তারা প্রতিমা তৈরির পিছনে খরচ করেন না। ফলে প্রতিমা শিল্পীরা তাঁদের শিল্প কর্মের কাজ সেভাবে ফুটিয়ে তুলতে পারে না।

করোনার পর এবারে অন্যরকমভাবে পুজো হচ্ছে। চিরাচরিতভাবে যেসব কারখানা থেকে প্রতিমা তৈরি হোত সেখানে বরাতও পেয়েছে। তবে সব জিনিসের দাম বেড়েছে। প্রতিমা তৈরির পাটজাত দ্রব্য,সুতলির দাম বেড়েছে। খড়ের দাম বেড়েছে। বাঁশের দাম বেড়েছে। একটি বাঁশের দাম দেড়শ টাকা। বাঁশ চেরাই করতে ষাট টাকা নেওয়া হচ্ছে। একেকটি প্রতিমা তৈরি করতে ৩০ শতাংশের বেশি খরচ বেড়েছে। যদিও সবমিলিয়ে দুর্গার বাজার ভালোই। অন্তত করোনার পর। তবে আমাদের কুমোরটুলির রাস্তার সমস্যা বড় সমস্যা। রাস্তার সমস্যা থাকায় আমাদের ঘুম হয় না। বিসর্জন ঘাট দিয়ে রাতের বেলাতে চলাফেরা করাতে আমাদের নানারকম সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়। প্রতিমা কিনতে আসতে চান না অনেক পুজো আয়োজক। আমরা প্রশাসনিক কর্তাদের কাছে বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে দেখবার জন্য আবেদন করছি।

আমার জন্ম পূর্ববঙ্গের পাবনা জেলাতে। গ্রামের নাম সলংদা। এখন আমার ৬৫ বছর। আমরা তিন ভাই এক বোন। ভাইয়েদের মধ্যে আমি বড়। আমার বাবা প্রয়াত সুধীর চন্দ্র পাল। আমার বাবা, ঠাকুরদা সকলেই প্রতিমা নির্মান করে আসছেন বংশ পরম্পরায়। তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ার সময়থেকেই আমি লুকিয়ে চুরিয়ে প্রতিমা নির্মান করতাম। পরবর্তীতে এটাই আমার জীবনজীবিকা হয়ে দাঁড়িয়েছে। শিলিগুড়ি কুমোরটুলি তৈরি হওয়ার পর অনেক দুর্গা প্রতিমা তৈরি করেছি। কিন্তু কিছু কিছু পুজোর আয়োজক যথাযথ মর্যাদা দিতো না। এমনকি প্রতিমা নির্মানের পর অনেক পুজোর আয়োজক পারিশ্রমিকটি ঠিকঠাক দিতো না। পারশ্রমিক চাইতে গেলে কেউ কেউ দুর্ব্যবহার করতো। ফলে মন ভেঙে যায় প্রতিমা তৈরিতে। এভাবেই বৌদ্ধ মূর্তি তৈরিতে মন দিই। বৌদ্ধ মূর্তি নির্মানের কাজ ভালোবাসতাম। দুএকজন বৌদ্ধ সন্ন্যাসী আমাদের কাছে আসতে শুরু করেন। তাদেরকে কিছু কাজ আমরা করেও দেখাই। ওরা তখন আমাদের তৈরি বৌদ্ধ মূর্তির প্রতি আগ্রহ দেখাতে থাকে। আর এই কাজের বিস্তার ঘটতে তাকে। বৌদ্ধ মূর্তি বা ভাস্কর্য নির্মানের জন্য

আমি কোনো জায়গা থেকে পাশ করিনি। তথাকথিত বিশ্ববিদ্যালয়েও পড়াশোনা করিনি। তবে কিছু নামীদামী শিল্পীর সংস্পর্শে এসে কাজ শিখেছি। তাঁদের কাজ কাছ থেকে দেখেছি। সেখান থেকে কিছু শিখেছি।যেমন শঙ্কর দত্ত, গোল্ড মেডেলিস্ট। তিনি ১৯৬৩ সালে ফার্স্ট ক্লাসফার্স্ট হন আর্ট কলেজ থেকে। কমার্শিয়াল আর্ট, ভাস্কর্য , ফাইন আর্ট সবেতেই তিনি পারদর্শী। এখন তিনি বারাসতে থাকেন, অনেক বয়স হয়েছে তাঁর। তিনি আমাদের অনেক কিছু শিখিয়েছেন। আমার ওস্তাদ মুর্শিদাবাদের জিয়াগঞ্জের বাসিন্দা। বহরমপুরের যামিনী

যখন দুর্গা বানানে ভুল হতো

অর্পিতা রায়চৌধরী

দুর্গা পুজো নিয়ে ভাবতে বসলে, কেবল মনে হয় সে সব মুহুর্তগুলো আজ স্মৃতির তলানিতে একলা বসে দীর্ঘশ্বাস ফেলছে। ছোটবেলার দুর্গা পুজোর দিনগুলোর সাথে বর্তমানের পুজোর দিনগুলোর বিরাট ব্যবধান। পুজো শুরু হওয়ার অন্তত দেড় মাস আগে থেকে আরম্ভ হতো নতুন জামা জুতো কেনা। নাহ শপিং মল অথবা অনলাইন শপিং নয় !পায়ে হেঁটে বাজারের প্রায় প্রত্যেকটা দোকান ঘুরে জামা কেনা। কেনাকাটার ফাঁকে ফাঁকে ফুচকা আইসক্রিম কোল্ড ড্রিঙ্ক ইত্যাদি খাওয়াদাওয়া। এরপর হঠাৎ একদিন দম করে এসে পড়তো মহালয়া। ভোর চারটে বাজার ঠিক পনেরো মিনিট আগে মা ঘুম থেকে তুলে দিত। এরপর বাবার কোলে বসে ঘুম ঘুম চোখে হাই তুলতে তুলতে চলত দেড় ঘন্টার মহিষাসুর মর্দিনী শোনা ।আর মহালয়া মানেই পুজো এসে যাওয়া। পড়ার বই আবার সেই লক্ষীপুজোর পর। যদিও মায়ের বকা খেয়ে বিকেলে পড়তে বসতেই হতো। গুনে গুনে সাত দিন বাদেই ঢাকের তালে কোমর দলে খুশিতে নাচে মন !পুজোর চার দিন কোনওমতেই কোনোরকম পড়াশোনা নয় ।পুজো মানেই নতুন জামাকাপড় পরে সারাদিন ঘুরে বেরানো। পাড়ার বন্ধুদের সাথে খেলাধুলো বাজি ফাটানো। দিনের বেলায় মায়ের হাতের ভালো ভালো রান্না আর রাতে ঠাকুর দেখতে দেখতে রোল চাউমিন মঘলাই ইত্যাদি খেযে অনেক রাতে বাড়িফেরা। প্রতিবার পুজোর সময় , নতুন জুতো

পরার কারণে ফোসকা পড়বেই। তাই বাড়ি ফেরা । তাই বাড়ি ফেরা হোত বাবার কোলে চেপে। এইভাবে মহা আনন্দে কেটে যেতো তিনটে দিন। এবার বিসর্জনের পালা। তখন ওইটুকু বয়সে ঠাকুর বিসর্জন ব্যাপারটা ঠিক বুঝতাম না। তখন দুঃখটা হোত এটা ভেবে যে আনন্দের দিনগুলো শেষ হয়ে গেলো। আবার শুরু হবে স্কুল পড়াশুনা।, পরীক্ষা, মায়ের বকা। মন খারাপ দেখে মা বলত,'--ওই পাগলি ! এখুনি মন খারাপ করার সময় আসেনি ।কাল লক্ষীপুজোর নাড়ু বানাতে বসব। আমার সাথে উপোস করবি তো ?

(লেখিকা শিলিগুড়ি নবীন সেনরোডের বাসিন্দা)

চা বাগানের পুজো

সোনালি সামন্ত

(রাষ্ট্রপতিপুরস্কার প্রাপ্ত নার্স, এ এন এম, নাগরাকাটা, বাড়ি বানারহাট)

'আয় গিরি নন্দিনী, নন্দিত মে দিনি, বিশ্ববিনোদিনী ---জিষ্ণুনুতে।'

অর্থাৎ হে গিরি নন্দিনী সমগ্র পৃথিবী তথা মহাবিশ্বকে আনন্দদানকারিনী এবং নন্দন দ্বারা প্রশংসিতা তোমার জয় হোক।

আমাদের উত্তরবঙ্গে বিভিন্ন ধরনের জনজাতির সমন্বয়ে দুর্গোৎসব পালিত হয়। এর মধ্যে রয়েছে নেপালি,আদিবাসী, বিহারি, মারওয়াড়ি আর অবশ্যই বাঙালি । তার সঙ্গে অল্প সংখ্যক অন্যান্য জনজাতি। যেমন গুজরাটি,রাজস্থানি ইত্যাদি। বাঙালির দুর্গোৎসব সবথেকে বড় উৎসব । ষষ্ঠী থেকে শুরু করে বিজয়া দশমী পর্যন্ত বিভিন্ন জনজাতির মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন রকমভাবে দুর্গোৎসব দেখি। আমি জন্মগতভাবে চা বাগানের মাঝখানে বড় হয়েছি। তথাকথিতভাবে কলকাতা বা অন্যকোনো বড় শহরের পুজোগুলো থেকে আমার অভিজ্ঞতা একেবারে আলাদা। আমি পাঁচ-ছয় বছর চালৌনি (মেটেলিতে অবস্থিত) চা বাগানে ফার্মাসিস্ট পদে কর্মরত ছিলাম। তখন খুব কাছ থেকে বাগানের পুজো দেখার অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি। চা বাগানের পুজো পুজো রব বোনাস দেওয়া থেকে শুরু হয়ে যায়। সারা বছর বাগানের কর্মরত শ্রমিকরা এই বোনাসের অপেক্ষায় থাকেন। কারণ বাগানের শ্রমিকদের ন্যুনতম হাজিরা দিয়ে শুধু খাওয়াপড়া ছাড়া অন্য কোনো চাহিদা পূরন করার সুযোগ থাকে না। কিন্তু পুজোর সময় বোনাসের কিছু মোটা টাকা পাওয়া যায়। যা দিয়ে এরা এদের চাওয়াপাওয়া অনেকটাই পূরন করে থাকে। কেউ কেউ এই টাকা দিয়ে এল আই সির প্রিমিয়াম দেয়। কেউ ঘরবাড়ি তৈরি করে। এমনও অনেক লোক আছে যারা টাকা পেয়ে মদ্যপান করে পুজোর কটা দিন কাটিয়ে দেয়। আর মহিলাদের মধ্যেপুজোর জামাকাপড় কেনাকাটা করবার ঢল দেখা যায়। পুজোর সময় বোনাসের টাকা দিয়ে যা জামাকাপড় কেনে তাই দিয়েই এরা সারাবছর চালায়। বাগান অনুযায়ী বোনাসের শতাংশ বিভিন্ন রকম হয়। এ গ্রেডের বাগান হলে কুড়ি শতাংশ পর্যন্ত বোনাস দেয়।

একেকটি চা বাগানে একটিই পুজো হয়। যেখানে ম্যানেজার থেকে বাবু স্টাফ, শ্রমিক সবাই যুক্ত থাকে। নিজেদের মধ্যে ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে সকলে মিলিতভাবে আনন্দ উপভোগ করে। আমার মনে আছে, বাগান থেকে আমাদের গাড়ি দিতো । আমরা সেই গাড়ি করে মালবাজার , ওদলবাড়ি এমনকি শিলিগুড়ি পর্যন্ত পুজো দেখতে বের হতাম। বাগানের পুজোগুলোতে বড় বড় শহরতলির পুজোর মতো জাঁকজমক না থাকলেও রয়েছে আন্তরিকতার এক অভিনব অনুভূতি। এইসময় আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যেও বিভিন্ন ধরনের যাত্রা, ধামসা, মাদল নাচ সারা রাত ধরে চলতে থাকে। এই সম্প্রদায়ের মধ্যে হাড়িয়া নামক একটি মাদক খাওয়ার প্রবণতা রয়েছে যা এরা পুজোর ছুটির সময়গুলোতে ভীষনভাবে উপভোগ করে। আর নেপালি জনজাতির মধ্যে রয়েছে উল্লেখযোগ্যভাবে দশেরা টিকা। এতে তাঁরা গুরুজনদের টিকা দান করে থাকেন। দুর্গোৎসবের শেষ দিনে এই অনুষ্ঠানটি হয়ে থাকে। সবমিলিয়ে চা বাগানের পুজোতে রয়েছে সুন্দর অনুভূতি ও আনন্দ।

ভ্রমন চলো যাই বেনারস

অদিতি পি চক্রবর্তী

(বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পী, ঠিকানা ভক্তিনগর চেক পোস্ট, শিলিগুড়ি)

উত্তরপ্রদেশের সব থেকে বিখ্যাত শহর বারানসী, একে বেনারস বা কাশীও বলা হয়ে থাকে। অত্যন্ত পবিত্র বেনারসের ভূমি,গঙ্গার পবিত্র ধারা বয়ে চলেছে, বাবা বিশ্বনাথের চরন খানি ছুঁয়ে। হর হর মহাদেব-- ভক্তের প্রাণভরা ডাক যেন হাজার শঙ্খ একসাথে বেজে ওঠে। তাইতো সদা জাগ্রত এখানে মহাদেব !

বিশ্বনাথ মন্দিরের চূড়াটি সোনায় মোড়া ।অপরুপ তার জ্যোতি।

বিশ্বনাথ মন্দিরের একদিকে রয়েছে জ্ঞানব্যাপি মসজিদ। যা বর্তমানে চর্চার বিষয় হয়ে উঠেছে। হিন্দুরা দাবি করছেন এই মসজিদে শিবলিঙ্গ রয়েছে, আর নন্দী মহারাজ ওই দিকেই চেয়ে বসে রয়েছেন তার প্রভু মহাদেবের প্রতীক্ষায়। বিষয়টি এখন আদালত দেখছে। বিশ্বনাথের মন্দিরের কাছেই রয়েছে মা অন্নপূর্ণার মন্দির।

যুগে যুগে মহাপুরুষেরা এখানে এসেছেন, মহামিলনের এ

আঙিনায় মহামিলনের বানী তারা প্রচার করে গেছেন। ‘‘সম্পূর্ণ সমর্পন’’ জীবাত্মার মুক্তির পথ--শেষ আশ্রয়-- তাই বুঝি ‘‘বার্ধক্যের বারানসী’’।

বেনারসে প্রত্যহ গঙ্গার বুকে সন্ধ্যা আরতি অপূর্ব ও অতুলনীয়। এখানে অনেক ঘাট রয়েছে। তারমধ্যে দশাশ্বমেধ ঘাট প্রধান। এখানে মনিকর্নিকা ঘাট হিন্দুদের পবিত্র তীর্থস্থান। দেবী সতির কর্ণ কুন্তল এই ঘাটেই নাকি পতিত হয়েছিল। সংস্কৃত ভাষায় কর্ণ-কুন্তলকে মনিকর্ণ বলা হয় ।হিন্দুরা বিশ্বাস করেন এই ঘাটের শ্মশানে মৃতদেহ দাহ করলে মুক্তি লাভ হয়।

শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতির পীঠস্থান বেনারস-- হিন্দুস্থানী শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের বেনারস ঘরানার উৎপত্তি এই শহরে। বেনারসে কাশি-বিশ্ববিদ্যালয় এশিয়ার প্রাচীনতম আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মধ্যে একটি।

বেনারসের বেনারসী শাড়ি খুবই বিখ্যাত, বাঙালিদের বড়োই প্রিয়। বেনারসি শাড়ির অনেক কারখানা বা লুম রয়েছে বেনারসে। অপূর্ব জরির কারুকাজ, নানারকম নকশা, নানা রঙের যা কিনা শিল্পীদের হাতের ছোঁয়ায় অপরুপ হয়ে ওঠে। আগে সোনারুপোর কাজ দেখা যেতো শাড়িতে। এই শিল্পকে রক্ষা করতে সরকার বর্তমানে অনেক উদ্যোগ গ্রহন করেছেন। এছাড়া বেনারসের পান রাবড়ি কাঁচের চুড়ি ইত্যাদি বিখ্যাত। বহু দর্শনীয় স্থান এখানে রয়েছে--

বিস্তারিত জানতে এবার পুজোয় বেনারস যাওয়া যেতেই পারে।

জয় বিশ্বনাথের জয়---

হর হর মহাদেব।

পালের কারখানাতে থেকে অনেক কাজ শিখেছি। জিয়াগঞ্জের গণেশ তালুকদার ক্ষণজন্মা শিল্পী ছিলেন, তিনি এখন বেঁচে নেই। কিন্তু তাঁর কাছ থেকে অনেক কিছু শিখেছি। ভালো ভালো শিল্পীদের সঙ্গে সময় কাটানোর ফলে নিজের কাজকে অনেক এগিয়ে নিয়ে যেতে পেরেছি।

ফাইবার গ্লাস, স্টোন ডাস্ট দিয়ে বৌদ্ধ মূর্তি বেশি তৈরি করি। ফাইবার গ্লাস দিয়েই বেশি মূর্তি তৈরি করি। এটা হালকা হয়। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা আগে মাটির মূর্তি তৈরি করতো। ভেতরে হলো রাখতো। তারমধ্যে মন্ত্র পাঠ করে তাঁরা প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতেন। এখনও তারা সেই কাজটি করেন। তবে মাটির মূর্তির পরিবর্তে ফাইবার গ্লাসই বেশি গ্রহন করেন। গুনগত মান এবং উচ্চতার ওপর দাম নির্ধারন হয় এইসব বৌদ্ধ মূর্তির। চিন সীমান্তের নাথুলাতে একটি মূর্তি যাচ্ছে। পনের ফুটের। সেখানে বৌদ্ধ মন্দির তৈরি হচ্ছে। দশ লক্ষ টাকা সেই মূর্তি তৈরিতে খরচ হচ্ছে। দুইঞ্চি চার ইঞ্চি থেকে একশ ফুটের মূর্তিও তৈরি করেছি। কুড়ি জন কর্মী রয়েছেন আমাদের। সবসময় কাজ হয় ।নেপাল, ভুটানেও আমাদের মূর্তি যায়। অরুনাচলেও আমাদের মূর্তি যায়।

যখন বুদ্ধ মূর্তি তৈরি করি সেখানে সময় দেওয়া হয়। নিখুঁতভাবে কাজটা করতে পারি। তাতে আনন্দ পাই। কিন্তু দুর্গা মূর্তি ইত্যাদি নির্মানে সময় পাওয়া যায় না। পুজোর সময়তো আর পরিবর্তন করা যাবে না। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে চাপের সঙ্গে সেই কাজ করতে হয়। বৌদ্ধ মূর্তি নির্মানের সময় তেমনটা হয় না। সেখানে একটা সময় পাওয়া যায় বলে শিল্প সুষমা আরও ভালো করে ফুটিয়ে তুলতে পারি।

সবশেষে এটাই আবার বলবো, শিলিগুড়ি কুমোরটুলিতে বছরে প্রচুর টাকার কাজ হয়। সরকার এখান থেকে অনেক টাকা রাজস্বও পেয়ে থাকে। ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই তা আরও ভালো হবে। তাই কুমোরটুলির মধ্যে যাতায়াতের রাস্তা ভালো হওয়া চাই। সেখানে যোগাযোগ ব্যবস্থাই দুর্বল হয় তবে মৃৎ শিল্পীদের অবস্থার উন্নতি হবে কিভাবে ?

(লেখক শিলিগুড়ি মৃৎ শিল্প উন্নয়ন সমিতির সভাপতি। তাছাড়া তিনি নিজের প্রতিষ্ঠান রুপভারতীর মূল কর্ণধার)

পুজোর বুকিংয়ে ভিড়ে ঠাসা দার্জিলিং

বাপন মন্ডল
(কর্ণধার, জয়ন্তী ট্রাভেলস, হিলকার্ট রোড, শিলিগুড়ি)

(পুজোর ছুটিতে ভিড়ে ভিড় দার্জিলিংয়ে। পয়লা অক্টোবর থেকে ৩০ অক্টোবর তিল ধারনের জায়গা নেই দার্জিলিং পাহাড়ে। পুজোর বুকিংয়ে ভিড়ে ঠাসা দার্জিলিং। এমন খবরই জানিয়েছেন ট্যুর অপারেটর বাপন মন্ডল। তিনি আরও জানিয়েছেন, দার্জিলিং পাহাড়ের পাশাপাশি সিকিম এবং ডুয়ার্সেও পর্যটকদের ব্যাপক বুকিং হয়েছে। বিগত দুবছর করোনার কারনে পুজোর ছুটিতে পাহাড় ভ্রমনে তেমন ভিড় ছিলো না। এবছর করোনার প্রকোপ প্রায় কমে যেতেই পুজোর ছুটিতে ভ্রমনপিপাসু বাঙালি পাহাড়ের নেশায় ডুব দিতে চলেছেন। আবার এই অঞ্চল থেকে পুজোর ছুটিতে কাশ্মীর ও আন্দামান যাওয়ার ঝোঁক বেড়েছে।)

২০২০-২০২১ এর করোনা আবহ কাটিয়ে এখন দার্জিলিং পাহাড়ে পুজোর বুকিং খুবই ভালো রয়েছে। পর্যটকদের খোঁজখবর , বুকিং বেশ ভালো ।করোনার আগের পরিস্থিতি ফিরে পাচ্ছি। সমগ্র দার্জিলিং পাহাড়ের হোম স্টে মিলিয়ে ৯০ শতাংশ বুকিং শেষ। হঠাৎ করে বুকিং না করে কেউ দার্জিলিং গেলে কিন্ত থাকার জন্য রুম পাবেন না। ফলে সমস্যার মধ্যে পড়তে পারেন। দার্জিলিং বেড়াতে গিয়ে অনেকে হোম স্টে যাচ্ছেন। লামা হাটা, তাকদা, তিনচুলেতে দারুন বুকিং হয়েছে। সিকিমেও ভালো বুকিং হয়েছে সত্তর শতাংশ বুকিং এখন হয়ে গিয়েছে। প্রায় প্রত্যেক হোটেলের রেট একইরকম রয়েছে। তবে দশ শতাংশ বেড়েছে। যেহেতু সব জিনিসের দাম বেড়েছে। গাড়ি ভাড়াও প্রায় একইরকম রয়েছে। পয়লা অক্টোবর থেকে ৩০ অক্টোবর পর্যন্ত পাহাড়ে ৯০ শতাংশের বুকিং সব শেষ। গাড়িও আমাদের সব ভাড়া হয়ে গিয়েছে। নভেম্বর থেকে একটু হালকা হতে পারে। ডুয়াসেও জলদাপাড়া,গরুমারা বুকিং ভালো। আমাদেরও কিছু ডুয়ার্স প্যাকেজ রয়েছে। দার্জিলিংয়ে কলকাতা, উত্তরবঙ্গের মানুষ বেড়াতে আসছেন বেশি করে। মহারাষ্ট্র, কেরালা থেকেও বুকিং রয়েছে। তবে সিকিমে বাইরের রাজ্য থেকে বুকিং ভালো। সিকিমে কিন্তু গাড়ির রেট ঠিক নেই। সিকিম সরকারের কোনো নিয়ন্ত্রন নেই গাড়ির ওপর। ফলে অতিরিক্ত গাড়ি ভাড়া দিতে হচ্ছে সিকিমে। এরজন্য অনেক পর্যটক সিকিম ভ্রমন ছেড়ে শিলংয়ে চলে যাচ্ছেন। অসম, মেঘালয়, অরুনাচল একটা গাড়িতে তিন রাজ্য ভ্রমনের পারমিট পাওয়া যাচ্ছে ওইসব রাজ্যে। সিকিমে কিন্তু ভাড়ার পিছনে হয়রানি হচ্ছে।

ভুটানেও সমস্যা হচ্ছে। অতিরিক্ত ভাড়া চাওয়া হচ্ছে। কিন্তু অতিরিক্ত ভাড়ার জন্য ভুটানে অনেকে যেতে চাইছেন না। উত্তরবঙ্গ থেকে বহু মানুষ কাশ্মীর বেড়াতে যাচ্ছেন ।কাশ্মীরের পর ভ্রমনের স্থান হিসাবে স্থির হচ্ছে আন্দামান। তবে কাশ্মীর শান্ত থাকায় মানুষ পুজোর মধ্যে সেখানে বেড়াতে যাচ্ছেন।

পুজোর মধ্যে একটা ভ্রমন বিশেষ প্যাকেজ থাকে আমাদের ।সেটা এবারে হচ্ছে না। তবে ডিসেম্বর মাসের ২৫ তারিখ থেকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত আমরা আলাদা একটা গাড়ির প্যাকেজ নেবো। সেম ডে প্যাকেজ। লাঞ্চ, ব্রেক ফার্স্ট মিলিয়ে। শিলিগুড়ি থেকে সেভক , মালবাজার লাটাগুড়ি হয়ে গাজলডোবা থেকে বিকালে ফিরে আসা। দুর্গাপুজোর পর এর রেট নির্ধারন হবে। একসঙ্গে ২৪ জন যেতে পারবেন ।কম খরচে মানুষ ডুয়ার্স ভ্রমনের সুযোগ নিতে পারেন।

সবমিলিয়ে আমরা আবার পুরোনা দিন ফিরে পেতে চাই পর্যটনে ।করোনায় খুব ক্ষতি হয়েছে আমাদের। সব মুখ থুবড়ে পড়েছিল। এবার আবার ঘুরে দাঁড়ানোর পালা।

গল্পের যত ছবিগুলি

সুনির্মল চক্রবর্তী
(জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত শিশু সাহিত্যিক, কলকাতা)

খুঁটিতে হেলান দিয়ে একখানা চাটাই-এর পরে বসে,
গুরু মহাশয় বসেই থাকেন ঝরাপাতা যায় খসে।
বাঁশের খুঁটির অংশ মাথার তেল লেগে গেছে পেকে,
বিকেল বেলায় রাজু রায় আসে পথ হেঁটে এঁকেবেঁকে।

গ্রামের পালিত মশাই আসেন বেশতো গল্প হয়,
বড়োদের কথা অপু শোনে রোজ মনে জাগে বিস্ময়,
রাজা রায় মহা শয় এক বার আষাঢুর এক হাটে,
তামাক দোকান খুলে তারপর পড়েছেন বিভ্রাটে।

বর্ষার রাতে টিপটিপটিপ বৃষ্টি পড়ছে ঝরে,
গল্পের যত ছবিগুলি যেন চারপাশে শুধু ঘোরে।
পেছনে ডোবায় ব্যাঙ ডেকে যায় মনে নেই কোনো ভয়,
বড়ো হলে অপু তামাক-দোকান খুলবেই নিশ্চয়ই।

গল্পগুজব এক-একদিন অতিভারী মনে হয়
ও পাড়ার থেকে যেদিন আসেন সান্যাল মহাশয় ।
সামান্য হোক -গল্প বলার -ক্ষমতা যে আছে তাঁর
দেশ ভ্রমনের গল্প যে তিনি বলেন চমৎকার।

সূত্র ঃ আম আঁটির ভেঁপু

শক্তিরুপিনী

গোপা দাস
(শরৎ পল্লী, হায়দরপাড়া, শিলিগুড়ি)

উমা রুপের নেই তুলনা
যতই দেখি মন ভরে না।
শিবের ঘরনী উমা আমার
বিশ্বজোড়া মহিমা অপার।
দক্ষরাজা উমার পিতা যজ্ঞ করে তাই,
রাজার জামাই ভিখারী সে আমন্ত্রণ নাই।
চন্ডাল বেশ, ত্রিশূলধারী,রুদ্রমূর্তি মাতাল
চারিদিকে উথাল-পাথাল স্বর্গ-মর্ত্য পাতাল।
সূর্য্য ওঠা ডুবলো বুঝি, আঁধার হল বিশ্ব
ব্রহ্মা-বিষ্ণু নিদ্রাভঙ্গ, দেবকুল সব বিধ্বংস।
উঠল ক্ষেপে সুদর্শন-চক্র, সতী হল একান্ন খন্ড
তীর্থভূমি এই ভুবনে ,আরাধনায় দেবী অখন্ড।

কে করবে এমন কাজ

মুকুল দাস
(বয়স ৯৭, শরৎ পল্লী, হায়দরপাড়া, শিলিগুড়ি)

যতদিন থাকবে দেহে প্রাণ,
ততদিন থাকবে আমার -- দেশের প্রতি টান।
থাকবে ভালবাসা,-- অফুরান
যারাই করুক রাজনীতি ,-- বিবেক ভরা নোংরা
দেশটা যেন কেনা তাদের, যা খুশি তাই করা ।।
দেশের মানুষ মরুক বাঁচুক, তাদের কিসের ক্ষতি
দলাদলির গোডাউন,খুন জখম রক্তারক্তি।।
দেশের আইনকানুন,ঝোলায় রাখা কেন
জলের তলায় তলিয়ে যায়, --ধমক খেয়ে যেন।।
হাবুডুবু খায় মানুষ, দিশেহারা শত শত প্রাণ
কি করে মানুষ হবে,---পায় অসৎ এর ঘ্রাণ।।
দেশমাতা ভয়ে ভয়ে থাকে, উত্তরে পাহাড় গুহায়
পাথর ভাঙ্গাঁ খাটুনি খাটে না-- পেতে চায় সস্তায়।।
এসবতো মানুষের ভাব,-- লোপাট করা জানে ভাল
রাজনীতির ছায়ার তলে,---মাথায় ছাতা দেয় কালো
দেশমাতা মনে মনে ভাবে--এখন লুকাই কোথায়,
ভোটের মত ভোট হবে,--জয় পরাজয় বড় কথা নয়।।
সেভাবে দেশটাকে,---সুস্থ ভাবে রক্ষা করা চাই
কে করবে এমন কাজ--
মাথার উপর ইয়া বড় চাই।।

বাঙালি হিসাবে গর্বিত

পরিতোষ চক্রবর্তী
(অবসরপ্রাপ্ত অতিরিক্ত জেলা শাসক, লেক টাউন, শিলিগুড়ি)

সকলকে শারদীয়ার শুভেচ্ছা। পুজো নিয়ে কিছু কথা বলতে চাই। বাঙালি হিসাবে এবারে আমরা গর্বিত। ইউনেস্কো থেকে স্বীকৃতি পেয়েছি আমরা। গ্রামের পুজো, শহরের পুজো, বিগ বাজেটের পুজো সবমিলিয়ে আমাদের বাংলার পুজো। এটাতো শারদ উৎসব। এবারে করোনার সেই প্রকোপ নেই।তবে পুজোর আগে একটু বৃষ্টি হওয়াতে কেনাকাটা মার খাচ্ছে। পুজোর বাজার করাটা প্রত্যেক পরিবারের কাছে অনেক সময় চাপের হয়ে যাচ্ছে।

খবরের ঘন্টা প্রিন্ট মিডিয়া এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়া যেভাবে চালিয়ে যাচ্ছে তা সত্যিই প্রশংসার। খবরের ঘন্টা ইতিবাচক ভাবনা নিয়ে কাজ করছে তা সত্যিই অভাবনীয়। শীত গ্রীষ্ম সবসময় খবরের ঘন্টা মানুষের সঙ্গে রয়েছে।

আমি আমার কর্মজীবন শুরু করেছিলাম স্টেট ব্যাঙ্কের একজন প্রবেশনারি অফিসার হিসাবে। সেটা ১৯৬২ সালের কথা। তখন আমার সেই যুদ্ধ পরিস্থিতি চিনের সঙ্গে। আমরা যারা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ি. , এম কম পড়ি, প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু আবেদন জানালেন, তোমরা পাশে এসে দাঁড়াও।যুদ্ধে অনেক ক্ষতি হয়েছে। তরুনদের প্রতি তিনি আবেদন জানালেন। 'তোমরা যারা পড়ছো আমাদের পাশে এসে দাঁড়াও'। আমি তখন কলকাতায় পড়ি। সেখান থেকে আমরা আর্মিতে অফিসার হিসাবে যোগ দিই। দেরাদুনে প্রশিক্ষন হয়।আর্মিতে অফিসার হিসাবে কাজে যোগ দিতেগেলে যে কি কঠিন প্রশিক্ষন, ভাবা যায় না। সেখানে কাজ করতে করতেই আবার ওয়েস্টবেঙ্গল সিভিল সার্ভিসে যোগ দিই। বেশিরভাগ সময়ই আমি চাকরি জীবনে শিলিগুড়ি সহ উত্তরবঙ্গে কাজ করেছি। ২০০২ সালে অবসরগ্রহন করি। শিলিগুড়ি শহরটাই নিজের শহর মনে করি। অতিরিক্ত জেলা শাসক হিসাবে অবসর নিই। সেই অবসর নিয়ে আমি আবার ভারত সরকারের অধীনে অয়েল ইন্ডিয়াতে কাজ যোগ দিই। সেখানে দশ বছর কাজ করি। এখন ৭২বছর বয়সে পূর্ণ অবসর ভোগ করছি। এখন রামকৃষ্ণ মিশনের কিছু কাজ করি। কিছু লেখালেখি করি। আমার দুটি সংগঠন রয়েছে। একটি দার্জিলিং জেলা মহিলা ক্রীড়া সংস্থা, তার আমি কার্যকরী সভাপতি। সেখানে কিছু কাজ রয়েছে। আমার নাতনি রয়েছে। সে ক্লাস এইটে পড়ে। তাকেও একটু পড়াশোনা দেখিয়ে দিতে হয়।এই নিয়েই বেশ রয়েছি। সুন্দর কাটছে অবসরজীবন। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন।পুজো সকলের ভালো কাটুক।

পুজোয় নতুন জামাকাপড় কিনি না

ভারতী ঘোষ
(প্রখ্যাত টেবিল টেনিস প্রশিক্ষক)

(পুজোর ভাবনায় টেনিস-সন্ন্যাসিনী। টেবিল টেনিস প্রসঙ্গ উঠলেই একবাক্যে নাম উচ্চারণ করতে হয় সংসারের এই টেনিস সন্ন্যাসিনীর নাম। ভারতী ঘোষ। শিলিগুড়ির টেবিল টেনিসকে তিনি জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পৌঁছে দিয়েছেন। খেলার সঙ্গে সঙ্গে দুঃস্থ মানুষদের সেবা করাও তাঁর বিশেষ নেশা। পুজোর মুখে তিনি খবরের ঘন্টাকে জানিয়েছেন কিছু কথা।)

আমি এমনিতেই একটু অসুস্থ। ফলে পুজোর সময় কোথাও যেতে পারবো না। আমার বাড়ির সামনে রয়েছে দেশবন্ধু স্পোর্টিং ইউনিয়ন ক্লাব। সেখানে পুজোর সময় চেয়ার পেতে বসি। অনেকলোকজন সেখানে আসেন। তাদের সঙ্গে সেখানে দেখা হয়,কথাবার্তা হয়। খবরাখবর নিই। এইসময় একটি কথা বলবো, এমন অনেক আছে যাদের ঘরে চাল নেই। পুজোয় পড়ার মতো নতুন জামাকাপড় নেই। তাদের কথাই আমি ভাবছি বেশি করে। দুঃস্থদের আমি চাল বিলি করবো। সঙ্গে বস্ত্র বিতরন করা হবে। বাড়ি থেকেই বিলি করবো। এতেই আমি আনন্দ পাই।

পুজোতে আমি কখনও নতুন জামাকাপড় পড়ি না। ছোট থেকেই নতুন বস্ত্র পড়ি না।পুজোতে অনেক শাড়ি পাই। পরবর্তীতে সেই সব শাড়ি বিতরন করে দিই। এটা আমার অভ্যাস।পুজোর কটা দিন গরিবদের সঙ্গে রয়েছি। যা পেনশন পাই, তার টাকাও ব্যয় করি সমাজের জন্য। তবে আমার ছাত্ররা আমার অসুস্থতার সময় খুব সহযোগিতা করে আমাকে।সকলকে আমি চকোলেট বিলি করি। মাননীয় মন্ত্রী অরুপ বিশ্বাস আমার বাড়িতে এলে তাঁকেও চকোলেট বিলি করেছি।

আগমনী

সুমিত্রা পোদ্দার
(মাঝাবাড়ি, শিলিগুড়ি কলেজ থেকে ভুগোল অনার্স নিয়ে
বি এ উত্তীর্ণ)

১

দীর্ঘ দুবছর করোনা মহামারীর ভয়াবহতাকে অতিক্রম করে আজ মানুষ ফিরেছে তার সেই প্রাণবন্তময় জীবনে। মানুষ ফিরে পেয়েছে তাদের জীবনের সেই স্বাচ্ছন্দ্য ও ব্যস্ততা। এরই মাঝে চলে এসেছে আমাদের বাঙালিদের শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গা পূজা। শরৎ এর আমেজে এই পুজোর আগমনে আমার এই ছোট্ট নিবেদন-

২

বর্ষার ঝিরিঝিরি সুর কোথায়
যেন হারিয়ে গেল বহু দূর। বছর ফিরে আসছে
ওই আনন্দের স্বাদ,
৩৬৫ দিনের অপেক্ষার হলো যে অবসান।
আকাশে-বাতাসে প্রবহমানতার সাথে,কোথায়
যেন মা আসছেন বলে হাসে।
শারদপ্রাতে শিশির ভেজা
ঘাসে, ছড়িয়ে পড়া শিউলি
ফুলের সাজে, তুমি সেজে উঠেছ শরৎ এর
মায়া।
মা তুমি আসছ বলেই যেন
প্রকৃতি ধরেছে এই অপরুপ
সাজেও হয়ে উঠেছে
করুণাময়ীর রাজ।
ওই দূরে মাঠের পারে কাশফুলের বন,
মাগো তুমি এলে যখন,
হেসে-খেলে মেতে ওঠে
সকলের মন।
ষষ্ঠীতে এলে মা তুমি যখন
বাড়ি, সকলে বরন করি
যথাসাধ্য পারি।
সপ্তমী, অষ্টমীতে সকলে মিলে
আড্ডা ও ভুরিভোজ, নবমীর
আগমনে মনে জাগে বিষাদের যে সুর।
দেখতে দেখতে সাতটা দিন
খুব দ্রুত যায়। দশমীতে
খোকা বলে মা-'' মা এত
তাড়াতাড়ি কেন চলে যায়?''
মা বলে খোকারে তুই আমার কোলে আয়।

৩

বুঝিয়ে বলেন মায়ে খোকারে তুই করিসনে মন
খারাপ, মা ফিরে আসবেন বলেই যে যাচ্ছেন
এবেলা।

পুজোর সেবায় তৈরি হিলকার্ট রোড ব্যবসায়ী সমিতি

সনৎ ভৌমিক
(সহ সভাপতি, হিলকার্ট রোড ব্যবসায়ী সমিতি, শিলিগুড়ি)

সকলকে শারদীয়ার শুভেচ্ছা। আবারও বাংলার শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপুজো এগিয়ে এলো। আমি হিলকার্ট রোড ব্যবসায়ী সমিতির তরফে বলতে চাই যে আমরা তৈরি পুজোর জন্য। পুজোর সময় আমাদের সেবামূলক অফিস খুলছে। বিজয়ী দশমীর দিনও বিশেষ সেবামূলক কাজ হবে।

সারা বছর ধরেই হিলকার্ট রোড ব্যবসায়ী সমিতি মানুষের সঙ্গে রয়েছে। মাঝেমধ্যেই আমরা রক্ত দান শিবিরের আয়োজন করি। আমরা চাই সকলরে পুজো ভালো কাটুক। সবাই ভালো থাকুন। সুস্থ থাকুন।

দুর্গা যেখানে বৈষ্ণবী

স্বামী অখিলাত্মাপ্রিয় দাস

(সভাপতি, শিলিগুড়ি ইসকন)

(শিলিগুড়ি ইসকনের সভাপতি স্বামী অখিলাত্মাপ্রিয় দাস বলেছেন, ইসকনে দেবী দুর্গা বিমলা রূপে পূজিতা হন। দেবী সেখানে বৈষ্ণবী।)

হরে কৃষ্ণ। সকলকে শুভ শারদীয়া। প্রকৃতপক্ষে আমাদের ইসকনে দুর্গাপুজো বড় করে হয় না। তবে আমাদের জগন্নাথ মন্দিরে দেবী দুর্গার পুজো হয়। এখানে জগন্নাথ মন্দিরকে আমরা বলি শ্রীমন্ত দ্বীপ বা গুপ্ত নবদ্বীপধাম। সেখানে দেবী দুর্গার আরেক নাম বিমলাদেবী। জগন্নাথ দেবের যত ভোগ হয় প্রথমে বিমলাদেবীর কাছে আসে। তারপর তা বিতরন হয়। প্রথমে জগন্নাথ দেবের পুজো হয় , তারপর ভোগের প্রসাদ এবং পুজো বিমলাদেবীকে নিবেদন করা হয়। এখানে দেবী দুর্গা বা বিমলাদেবী বাঘের পিঠে বসে রয়েছেন। এখানে দেবী দুর্গা মহিষাসুর মর্দিনীরূপে নেই। দেবীর সঙ্গে গণেশ কার্তিক, লক্ষী বা সরস্বতী নেই। নিয়ম নিষ্ঠার সঙ্গে বিমলাদেবীর প্রতিদিন পুজো হয় আমাদের মন্দিরে। তবে এই সময় নবরাত্রি পালিত হয়। দেবীর নটি রূপের পুজো হয় নিষ্ঠার সঙ্গে। দেবী দুর্গা এখানে বৈষ্ণবী। শিব হচ্ছেন পরম বৈষ্ণব। বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভু। দুর্গাদেবী হচ্ছেন পরম বৈষ্ণবী।

পুজো করার মানে কি-

পুজো করার মাহাত্ম্য বা মূল বিষয় থেকে সরে আসছি আমরা। পুজো করি কারণ আমাদের মন ও হৃদয় পবিত্র এবং নির্মল হবে বলে।কামনাবাসনা থেকে মুক্ত হতে পারবো বলেই আমরা পুজো করি। কিন্তু এখন সেই ভাবনা নিয়ে পুজো হয় না। পুজো মানে এখন এন্টারমেন্ট বা আনন্দ স্ফূর্তি। পুজো মানে এখন হাবিজাবি পান কার বা হাবিজাবি খাদ্যগ্রহন করা। পুজোর থিম যদি আনন্দ স্ফূর্তি হয় তবে জগতের মঙ্গল কি করে হবে? বা আমাদের মন কিভাবে পবিত্র হবে? আমাদের হৃদয় যে তিমিরে ছিলো সেই তিমিরেই থেকে যাচ্ছে। শোভাযাত্রা করছি। কিন্তু মানসিক চেতনার বিকাশ কতটা ঘটাতে পারছি? মা দুর্গাতো আমাদের ওপর প্রসন্ন হচ্ছে না। পুজোতো আমরা করছি লোক দেখানোর জন্য। রুপং দেহি, যশোং দেহি বলি। ভক্তিং দেহিং কজন বলি? আর দেহিং দেহিং বললেতো হবে না। সেই শুদ্ধতা বা ভাবনাতো হারিয়ে যাচ্ছে।

অঞ্জলি মানে কি --

অঞ্জলি মানে আমি আমার সব কিছু সমর্পন করলাম দেবীর কাছে। আমার যা অশুভ তা সব দেবীর কাছে সমর্পন করলাম। বিনিময়ে আমরা দেবীর কাছে প্রার্থনা করি শুভ ভাব। অঞ্জলি মানে আমাদের অশুভ বা অসৎ ভাব বিসর্জন দিয়ে শুভ ভাগ জাগ্রত করার প্রার্থনা। শাস্ত্র বলছে, এই কলিযুগ যত এগোবে, ততই মানুষের মানসিকতা আরও ছোট হবে। মানুষের মন আরও খারাপ হবে। সেজন্য বলা হয়েছে হরি নাম সংকীর্ত্তনের কথা। আমি যখন কলকাতায় ছিলাম বহু পুজো মন্ডপে গিয়ে পুজোর সময় নাম সংকীর্ত্তন করতাম। ভাগবতে বলা হয়েছে, কলি যুগে আড়ম্বরের পুজো চলবে না। এই সময় অশ্বমেধ যজ্ঞ বা ধ্যান কলিযুগে রেকমন্ড করা হয়নি। সত্য যুগে ছিলো ধ্যান বা মেডিটেশন। ত্রেতা যুগে অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন শ্রীরাম। দ্বাপর যুগে রাজা সুরথ বসন্তকালে দুর্গা পুজো করেছিলেন। সেই সময় দুর্গা পুজোর পবিত্রতা অন্যরকম। ষোড়শ উপাচার দিয়ে পুজো হোত। আগেকার দিনে সব শুদ্ধ জিনিস পাওয়া যেতো। এখন যেসব জিনিস দিয়ে পুজো করছেন তাতে সব ভেজাল। তবে কি করে শুদ্ধতা তৈরি হবে? আপনি যা খাচ্ছেন তাতেও সব ভেজাল। কীটনাশক দিয়ে চাষবাস হচ্ছে। তাই কলি যুগে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে স্মরন করতে হবে। নাম নিতে হবে হরেকৃষ্ণ। হরি নামের প্রসার করে যেতে হবে। যেমন আমাদের প্রভুপাদ বিশ্ব জুড়ে হরি নাম সংকীর্ত্তনের জন্য ইসকন প্রতিষ্ঠা করে গিয়েছেন। কিন্তু হরি নাম শুদ্ধ ভাবে নিতে হবে। খাদ্যাভাসেও শুদ্ধতা বা সাত্তিক ভাব চাই।

ফটোগাফি নিয়ে বিশ্বে নজির

তীর্থ দাশগুপ্ত

(শক্তিগড় , শিলিগুড়ি)

(ফটোগ্রাফির ইতিহাসে নজির সৃষ্টি করেছেন এই ফটো গবেষক। ফটোগ্রাফি নিয়ে সেই ছোট থেকে তাঁর আগ্রহ শুরু। এখন ৬৫ বছর বয়সেও থেমে যায়নি সেই আগ্রহ। বরঞ্চ এখন সেই আগ্রহ আরও বাড়ছে। শুধু আগ্রহ বললে ভুল হবে, ফটোগ্রাফিতে গোটা ভারতে তিনি এক ইতিহাস রচনা করেছেন। আমেরিকার ফটোগ্রাফি সোসাইটি ফটোগ্রাফি নিয়ে এই প্রথম আমেরিকার বাইরে এক বিশেষ অনুষ্ঠান করতে চলেছে। আর সেই অনুষ্ঠান হতে চলেছে রাজস্থানের জয়সলমীরে। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের ফটোগ্রাফাররা তাতে উপস্থিত থাকবেন। আর সেই ফটোগ্রাফির ওপর বিরাট অনুষ্ঠানটি হতে চলেছে শিলিগুড়ি শক্তিগড়নিবাসী ফটো গবেষক তীর্থ দাশগুপ্তের আগ্রহে। ফটোগ্রাফি নিয়ে কিছু কথা জানা গিয়েছে তীর্থ দাশগুপ্তের কাছ থেকে।)

যাঁরা ক্যান্ডিড ছবি করেন, মানুষের ছবি করেন, জার্নালিস্টক ছবি করতে চান তাদের সময় পুজোর সময় ছবি তোলার অনেক সুযোগ রয়েছে। একতো নানান রকমের প্রতিমার সাজসজ্জা হয় এই সময়। প্রতিমার সাজসজ্জা নিয়ে সিরিজ ছবি হতে পারে। দিনের বেলা একরকম ছবি হয়,রাতের বেলা একরকম ছবি হয়। আরেকটি হলো মন্ডপের সাজসজ্জা। মন্ডপের ছবি রাতেই করলে ভালো হবে।

নানান রকমের মানুষের ছবি তোলা যারা পছন্দ করেন তারা পুজো মন্ডপের এক কোনায় বসে থেকে প্রচুর ছবি তুলতে পারেন। ক্যান্ডিড পোট্রেট সাইজের। মন্ডপে নানারকম লোক আসেন। তাদের ছবি হয়। দূর থেকে বসে বসেই ছবি তোলা যায়। একটু বড় লেন্স লাগবে শুধু।

পুজোর সময় পুজো মন্ডপের চারদিকে মেলা বসে। সে খাবারের স্টল থেকে মেয়েদের সাজসজ্জার দোকান, বাচ্চাদের খেলনার ছবি।দারুন দারুন জার্নালিস্টিক ছবি হতে পারে সেখানে। লোকে কিনছেন, দোকানদার সাজিয়ে বসে রয়েছেন । সেই সব ছবি হতে পারে।

১৯৯৮ সালে আমার স্কুল অফ ফটোটেকনিক স্থাপিত হয়। সেই থেকে পুরোপুরি চলছে আমার ফটোগ্রাফি প্রশিক্ষন ক্লাস। ২০১৭ সালে চাকরি থেকে অবসরগ্রহন করি। ২০১৮ সালে শিলিগুড়ি শক্তিগড়ে এবং মনিপুরে একটি ফটোগ্রাফি প্রশিক্ষন কেন্দ্র খুলি। মনিপুরের কেন্দ্রটি খুব ভালো চলছে। গত মে মাসেও আমি মনিপুরে ছিলাম। ওখানে আটজনের একটি ব্যাচ ছিলো। ওখানে ক্লাস করিয়ে এসেছি। তবে এবছর এই সময় ফটোগ্রাফিরই বিশেষ কর্মসূচির জন্য চাপে রয়েছি। বর্তমানে ফটোগ্রাফিক সোসাইটি অফ আমেরিকার সঙ্গে ঘনিষ্টভাবে জড়িত । এখন আমি তাদের কান্ট্রি মেম্বারশিপ ডায়রেক্টার ভারতের। তাছাড়া দুটো দায়িত্ব আমার ওপর রয়েছে। আমি অনেকদিন ধরে চেষ্টা করছি, ওদের একটি ফটোফেস্টিভ্যাল ভারতে হোক। ওরা প্রতিবছর একটি অনুষ্ঠান করে। তারা আমেরিকার বাইরেকখনও ফটো ফেস্টিভ্যাল করে না।আমি ওদের প্রস্তাব দিলে ওরা প্রথম প্রথম রাজি হচ্ছিলো না। শেষে ওরা রাজিহয়েছে। আগামী জানুয়ারি মাসে জয়সলমীরে আটদিনের এক ফটো উৎসব হচ্ছে। আমেরিকান ফটোগ্রাফিক সোসাইটির সেই ফটো উৎসব ঘিরে এখন আমার ব্যস্ততা রয়েছে। ফলে অন্য কর্মসূচি আমার বাতিল করতে হচ্ছে। অক্টোবর মাসে জয়সলমীরে আমাকেআবার যেতে হবে। দেড়শোর বেশি প্রতিনিধি তাতে যোগ দেবে না। ফটোগ্রাফিক সোসাইটি অফ আমেরিকার ইতিহাসে এরকম উৎসব প্রথম আমেরিকার বাইরে হচ্ছে।

এই অনুষ্ঠানের জন্য আমি দিনে ১৮/২০ ঘন্টা কম্পিউটারের সামনে বসছি। তাতে অনলাইনে কাজ করতে হচ্ছে। কোমড়ে ব্যথা বেড়েছে, তবুও জ করতে হচ্ছে। এখন আমার বয়স চলছে ৬৬। একটা কথা বলছি, যত সহজ হবে গুনগতমান তত খারাপ হবে। ফটোগ্রাফি এখন সহজ মনে হচ্ছে অনেকের কাছে। কারও কাছে টাকা এলে সে ফটোগ্রাফির বই কেনে না, ইক্যুইপমেন্ট কেনে,লেন্স কেনে। শেখার দিকে তারা জোর দেয় না। শেখার দিকে ঘাটতি তাদের থেকে যাচ্ছে। যারা ফটো জার্নালিজম করে তারা খুব জনপ্রিয়। কারণ পত্রিকায় ফটোর নিচে তাদের নাম থাকে। গুনগত মানের ছবি তোলার দিকে নজরই নেই অধিকাংশের।

ভালো ফটোগ্রাফার হতে গেলে প্রথম কথা হলো, ভালো করে শিখতে হবে।